Now, George booked for code violation

Khwaja Jamal
Muzaffarpur, December 25

THE JURY is still out on railways minister Lalu Prasad Yadav. On Saturday, poll-time charity in Bihar sucked in yet another high-level campaigner — NDA convener George Fernandes.

The authorities have lodged an FIR against him and other JD-U functionaries with the Ahiyapur police station, for allegedly violating the model code of conduct. The case was registered under Sections 170,171(b) of the IPC.

Fernandes landed in trouble when JD(U) leaders — including district party chief Rajeshwar Sah, Vijaya Singh and Vinod Choudhary — doled out cash to a woman at SKMC hospital here in his presence. The woman, Sunita Devi, had recently attempted suicide along with her two children by jumping into a river. The family had gone without food for days.

Fernandes, however, denied that he had given money. "It's a baseless allegation. I've not given money to anybody," he said in Chapra. When asked whether he would clarify his stand before the EC, he said: "I will neither meet the EC nor clarify anything."

Last week, the RJD chief was caught on camera distributing cash to villagers near Patna. The EC had sent an official to Patna to inquire into allegations of largescale misuse of official machinery to prepare for the December 23 RJD rally, which was eventually called off.

Sources said Fernandes, who represents Muzaffarpur in the Lok Sabha, visited the hospital after pressure from local leaders, including Sah. He spent 15 minutes there and was with Sah, Singh and Choudhary.

Sah allegedly gave five 100-rupee notes to Devi. Singh and Choudhary, too, opened their wallets in Fernandes' presence and gave Rs 1000 each, sources said. Following a tip-off, the DM rushed to the hospital. He told *HT* that he had recovered a Rs 500 note from Sunita Devi.

Caught red-handed?

- Fernandes faces FIR as cash was given to a woman in his presence
- Legal experts say Fernandes himself did not give money, so cannot be charged
- FIR was lodged by district authorities, but EC has yet to comment on it
- EC is likely to launch its probe before initiating action

26 DEC 2004 THE HINDUSTAN TIMES

25 DEC 2004

ANANDABAZAR PATRIKA

কড়া রিপোর্টে আরও বিপাকে লালু

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর: গোদের উপরে বিষফোড়া। বিহার নির্বাচনের মুখে ফ্যাসাদ ক্রমশ বেড়েই চলেছে লালুপ্রসাদ যাদবের।

পটনা ঘুরে এসে আজ নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক কে জে রাও তাঁর যে রিপোর্ট কমিশনের কাছে জমা দিয়েছেন, তাতে তিনি রাজ্য প্রশাসন-যন্ত্রের অপব্যবহার নিয়ে বিস্তর অভিযোগ দায়ের করেছেন। ভোট কিনতে দলিত-বস্তিতে টাকা বিলির সঙ্গে সঙ্গে সরকারি ক্ষমতা অপব্যবহারের নতুন অভিযোগ ওঠায় বেগতিক লালু এখন অনেকটাই রক্ষণাত্মক। দুপুরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তরুবর সুব্বাইয়া কৃষ্ণমূর্তি এবং অন্য দুই কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেন লালু। কেন তাঁর দলের স্বীকৃতি বাতিল করা হবে না, এই প্রশ্নের লিখিত জবাব দেওয়ার পাশাপাশি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে আধঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সওয়াল করেন বিহারের সুপ্রিমো।

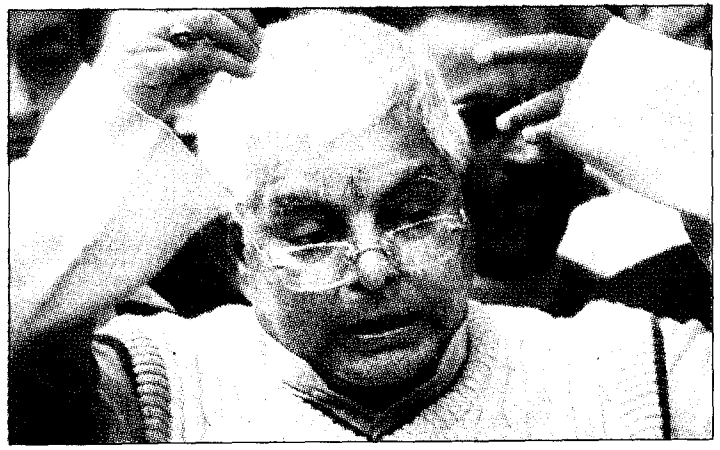

অব হমে জানে দিজিয়ে—নাছোড় সাংবাদিকদের কাছে অনুনয়। —পি টি আই

দু'পক্ষের বক্তব্য হাতে এসেছে। কমিশন সূত্রের খবর, কিছুদিনের মধ্যেই এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে। রাওয়ের রিপোর্টে লালুকে শাস্তি দেওয়ার কোনও প্রস্তাব না থাকলেও পর্যবেক্ষণে বিস্তর অভিযোগ করা হয়েছে। রাও রাতে বলেন, "আমি যা যা দেখেছি, সেটাই লিখেছি। বিহারে নির্বাচনের আগে কী ভাবে প্রশাসনযন্ত্র কাজ করছে, তা নিয়ে আমার মন্তব্য কমিশনকে জানিয়েছি। তবে লালুপ্রসাদের ক্ষেত্রে ঠিক কী করা উচিত, সেই বিষয়ে আমার রিপোর্টে কোনও সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দিইনি।"

কমিশনের শীর্ষ সূত্রের খবর, লালুর দল আর জে ডি-র স্বীকৃতি বাতিল করার মতো চরম ব্যবস্থা নেওয়ার সম্ভাবনা কম হলেও কমিশন আরও কঠোর হাতে নির্বাচনী ব্যবস্থা সামলাবে। ভোটের দিন রাজ্যের ভোটকেন্দ্রগুলিতে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী যত বেশি সম্ভব নিয়োগের নির্দেশ দিতে পারে কমিশন। রাজ্যের পুলিশের বদলে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলে রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে গণ্ডগোল পাকানো কঠিন হয়ে পড়ে। শুধু এই ব্যবস্থাই নয়, বাইরের রাজ্য থেকে আরও বেশি সংখ্যক ভোটকর্মী আনতে পারে কমিশন, যাতে শাসক দল প্রশাসন ও সরকারি কর্মীদের সাহায্য নিতে না পারে।

ইতিমধ্যেই কমিশনের ভয়ে লালু তাঁর 'মহারালা' বন্ধ করে দিয়েছেন। তার পরে আজ যে লালুপ্রসাদ কমিশনের সামনে এলেন, তিনি একেবারেই রক্ষণাত্মক। টাকা বিলির অভিযোগকে খণ্ডন করে তিনি এতদিন বলেছিলেন, "আমি তো টাকা নিইনি। দিয়েছি কেবল।" আজ তিনি সুর পাল্টে বলেছেন, "আমি কাউকে ঘুষ দিইনি। আমার গরিব পার্টি। এই সব বিজেপির ষড়যন্ত্র।" আপনি কি আবার মিষ্টি খেতে টাকা দেবেন? লালুর জবাব, "নমস্তে। অব হমে জানে দিজিয়ে।" অশোক রোডে নির্বাচন সদন থেকে বেরিয়ে লালু দাবি করেছেন, "রাজ্য মেশিনারির কোথাও কোনও অপপ্রয়োগ হয়নি।" যদিও রাওয়ের রিপোর্টে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে, কীভাবে নিয়ম ভেঙে যত্রতত্র ব্যানার পোস্টার লাগানো হয়েছে। রেল স্টেশন, সরকারি দফতর, এমনকী থানাতেও পড়েছে পোস্টার। এবং এইভাবে শাসক দলকে প্রচারে সুবিধা করে দিতে প্রভূত সাহায্য করেছে সরকারি কর্মীরা। রাজ্য সরকারের প্রশাসনযন্ত্রকে কী ভাবে অপব্যবহার করা হয়েছে।

গরিবদের 'মিষ্টি খেতে' টাকা দিয়ে রাজনৈতিক ভাবে লালুপ্রসাদ কতটা ফায়দা তুলতে পারবেন, তার প্রমাণ মিলবে ভোটের ফল বেরোনোর পরে। কিন্তু তার আগে কমিশনের সঙ্গে অযথা লড়াইয়ে পড়ে এখন রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিতে হচ্ছে লালুকে। এই চাপের মধ্যে থাকার ফলে কংগ্রেসও আসন দরাদরির ক্ষেত্রে নিজেদের চাপ বাড়াতে পারবে, কেন না সব দিক বিবেচনা করে লালুর পক্ষে এখন কংগ্রেসের সঙ্গে বেশি দর কষাকষি করা সম্ভব নয়।

CASHING IN

How politicians thrive on a votes-for-cash strategy is one of the worst kept secrets of Indian democracy. But only someone like Mr Laloo Prasad Yadav can brazenly pretend that there is nothing wrong about it. There is a sinister disregard for all norms and codes of public conduct in his seemingly ridiculous reaction to the Election Commission's charge against him. Faced with apparently irrefutable evidence, he could not deny that he had distributed money to some people even after the schedule for the assembly elections in Bihar had been announced. What he did was even more offensive — he sought to defend his action in the name of the people. It may be tempting to laugh at his attempted self-defence, but it is no laughing matter. The plea that he had distributed the money to people who had wanted him to "greet them with sweets for becoming the railway minister" is too facetious to be taken seriously.

But Mr Yadav's cynicism brings into focus a deeper malaise in the electoral system. It is not that politicians do not know what actions of theirs or those of their parties constitute a violation of the EC's rules. It is their open manipulation of the popular will and their shameless subversion of the law that threaten Indian democracy. Mr Yadav knew that he had violated the rules, but he obviously thought that he would not be held accountable for doing so.

Unfortunately, years of lukewarm responses by the EC to such abuses emboldened the politicians. They became reckless in their use of money, muscle power and other unfair methods because they feared no punishment. The EC's action against Mr Yadav and his Rashtriya Janata Dal reflects a new anxiety to clean up electoral politics. In fact, the party faces a truly difficult test. While the EC has sometimes taken individuals or parties to task for indulging in unfair electoral practices, it has never before threatened to de-recognize a party on such charges. This should be a warning to all politicians and parties who routinely violate the poll codes. This is a lesson also for the parties which have their own reasons to gloat over Mr Yadav's discomfiture. Irrespective of whether the RJD eventually loses its recognition or not, the EC must use the opportunity to discipline the parties. The episode must have come as a major embarrassment for the United Progressive Alliance and also for the Congress, which is the RJD's electoral ally in Bihar. The Bharatiya Janata Party and its allies in the National Democratic Alliance would naturally see an opportunity in it. But the larger interests of democracy and of a healthy political process demand that the parties help the EC's clean-up drive. Buying or selling votes is an insult to the people whom the politicians claim to represent. Politicians have played the dangerous game for far too long.

22 DEC 2004 THE TELEGRAPH

21 DEC 2004

ANANDABAZAR PATRIKA

টাকা বিলোনোয় লালুর নামে এফ আই আর

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি ও পটনা, ২০ ডিসেম্বর: দলিত বস্তিতে গিয়ে টাকা বিলোনোর দায়ে নির্বাচন কমিশনের কোপে পড়েছেন রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব। কমিশনের নির্দেশে ভোটারদের ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে আরজেডি সভাপতি লালুপ্রসাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দাখিল করা হয়েছে। আরজেডি-র স্বীকৃতি কেন বাতিল করা হবে না, তার জবাবও ২৪ ডিসেম্বর বিকেল তিনটের মধ্যে দিতে হবে লালুকে। ২৩ তারিখে লালুর 'মহার‍্যালা' বা জনসমাবেশ নিয়েও একগুচ্ছ নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ পেয়ে আজই বিহারের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পটনা জেলার বিহটা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭১ বি ধারায় এফআইআর দায়ের করেছেন। এই ধারায় নির্বাচনের সময়ে কাউকে 'ঘুষ দিয়ে প্রভাবিত' করার অভিযোগ আনা হয়েছে লালুর বিরুদ্ধে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষী ব্যক্তির এক বছরের জেল এবং জরিমানা অথবা দুই শাস্তিই একসঙ্গে হতে পারে। অন্যদিকে, আরজেডি-র অনুমোদন বাতিল করা হলে দলীয় প্রতীক ছাড়াই নির্দল প্রার্থী হিসাবে লড়তে হবে আরজেডি নেতাদের। কমিশনের সচিব এ কে মজুমদার জানিয়েছেন, "১৭১ বি-তে দোষী সাব্যস্ত হলে দলের প্রতীক কেড়ে নেওয়ার সুযোগ নেই। তাই আমরা আরজেডি-র কাছে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগেরও জবাব চেয়েছি। অভিযোগ প্রমাণিত হলে দলের স্বীকৃতি বাতিল হতে পারে।"

কমিশনের অন্য নির্দেশগুলি হল— • রেল বোর্ডের চেয়ারম্যানকে বলে দেওয়া হয়েছে, কোনও অবস্থাতেই যাতে কোনও ট্রেন ২৩ তারিখের 'মহার‍্যালি'র জন্য পথ ঘুরিয়ে পাঠানো না হয়। বিশেষ ট্রেনও যাবে না। • বিহারের মুখ্যসচিবকে দেখতে হবে, সরকারি পরিবহণ যাতে জনসভায় লোক নিয়ে না যায়। • সরকারি ভবন বা প্রশাসনযন্ত্রের অপব্যবহার করা যাবে না। • মন্ত্রীদের কোনও বৈঠকে নির্বাচনী কাজকর্ম হবে না। • বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসাবে উপ-কমিশনার সায়ন চট্টোপাধ্যায়কে কালই দিল্লি থেকে বিহারে পাঠানো হচ্ছে। একই দিনে যাবেন অপর পর্যবেক্ষক কে জে রাও।

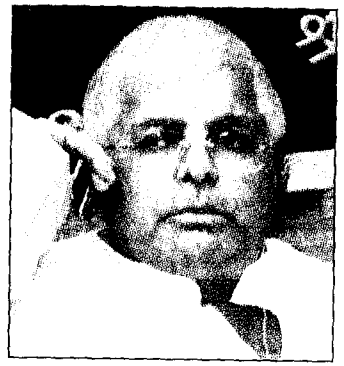

আজ সারাদিন লালু পটনার বাসভবন থেকে বের হননি। নির্বাচন কমিশন কী করতে পারে তা নিয়ে শুধু আইনজীবী এবং দলের নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করেছেন। বিকালে কমিশনের নির্দেশ শোনার পরে দৃশ্যতই উদ্বিগ্ন লালু বলেন, "নির্বাচন কমিশন তদন্ত করে দেখুক, আমি ভোট কেনার জন্য টাকা দিয়েছি কি না।" বিহটায় টাকা বিলির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আজও তিনি বলেন, "আমার গাড়ি ওই বস্তির সামনে দাঁড়াতে মহিলারা এসে বলেন, 'রেলমন্ত্রী হয়েছেন তো মিঠাই খাওয়ান।' আমি সঙ্গীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ওঁদের মিঠাই কেনার টাকা দিই। এর সঙ্গে ভোট কেনা বা কাউকে প্রভাবিত করার কোনও সম্পর্ক নেই। আমি গ্রামে গেলে সবসময়ই এ রকম করে এসেছি।" রেল সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের কড়াকড়ি নিয়ে রেলমন্ত্রীর বক্তব্য, রেল বাণিজ্যিক নিয়মে চলে। যে (এ ক্ষেত্রে আরজেডি) টাকা দেবে, তাকেই ট্রেন ভাড়া দেওয়া যেতে পারে।

বিহারে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পরে এ রকম একটা অস্ত্র আচমকা হাতে এসে পড়েছে ভেবে উল্লসিত বিজেপি। লালুর বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে বিজেপি প্রতিনিধি দল যখন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি এস কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে দেখা করতে যায়, তার আগেই কমিশন নির্দেশাবলী পাঠিয়ে দিয়েছে। ফলে কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ কেবল লালুর পদত্যাগই দাবি করতে পেরেছেন। একই দাবি তুলে লোকসভায় বিরোধীরা আজ কক্ষত্যাগ করেন, রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির দাবি জানান। কমিশনের সঙ্গে দেখা করেছিল আরজেডি-র প্রতিনিধি দলও। গতকাল লালু যে সাফাই দিয়েছিলেন, আজ সেটাই তাঁরা কমিশনকে বলেছেন। লালু গরিবদের মিষ্টি খেতে টাকা দিয়েছিলেন। তাঁদের ভোট কিনতে যাননি। দিল্লিতে আরজেডি-র গুরুত্বপূর্ণ নেতা, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী রঘুবংশ প্রসাদ সিংহের বক্তব্য, "লালু বরাবরই গরিবদের টাকা দেন। স্টেশনে হয়তো দেখলেন কেউ সাফাই করছে, লালু ট্রেন থামিয়ে নেমে পড়েন টাকা দিতে। উনি মন্ত্রী হওয়ার পরে বহু জায়গাতেই গরিব মানুষেরা ওঁর কাছে মিষ্টি খেতে টাকা চেয়েছে, উনি দিয়েছেন। এটা তো নতুন কিছু নয়।" এই দৃষ্টান্ত দেখিয়েই আরজেডি প্রমাণ করার চেষ্টা করছে এনডিএ কতটা গরিব-বিরোধী।

কিন্তু আগে লালুকে নির্বাচন কমিশনের ফাঁস থেকে মুক্ত হতে হবে। লালুর প্রতি কড়া ব্যবস্থা নিয়ে কমিশন বুঝিয়ে দিয়েছে, ভোটে তারা কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি সহ্য করতে নারাজ। 'মহার‍্যালা'র জন্য লালু জব্বর প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। রঘুবংশ আজ দুপুরে সংসদ ভবনে জানাচ্ছিলেন, কী ভাবে হাজার দেড়েক বাস 'বুক' করা হয়েছিল বিহারের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পটনায় লোক আনতে। ১৮টি ট্রেন পটনার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। পটনা জুড়ে সরকারি বাড়ি এবং জমিতে তাঁবু খাটিয়ে বাইরে থেকে আসা সমর্থকদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিজেপি বারবার অভিযোগ জানালেও গতকাল পর্যন্ত তাতে কর্ণপাত করেননি লালু। এ বার কমিশন মাঠে নামায় ছবিটা পাল্টে যাচ্ছে। লালুর 'মহার‍্যালা'র জন্য পটনা শহরের সরকারি জায়গায় লাগানো পোস্টার, হোর্ডিং, কাটআউট ও তোরণ জেলা প্রশাসন আজই খুলতে শুরু করেছে।

CBI registers bribery cases against Laxman, Jaitly

BJP slams decision, tehelka hopes for transparency

Agencies
New Delhi, December 6

Three years after the tehelka newsportal's sting operation caught them on spy cameras, the CBI today registered bribery cases against former BJP president Bangaru Laxman and former Samata Party president Jaya Jaitly.

After scrutinising the available evidence handed over by the Centre after the scrapping of the Phukan Commission of Inquiry on October 4, the CBI has booked Laxman, seen accepting wads of currency notes, and two of his personal staff — Uma Maheshwari Raju and Satyamurthy — under Section 120-B of the Indian Penal Code (conspiracy) and Sections 7 and 9 of the Prevention of Corruption Act.

Later, it was known he had received Rs 100,000 from a tehelka reporter posing as a person representing an arms dealer. While Section 7 of the PCA refers to a "public servant taking gratification other than legal remuneration in respect of an official act", Section 9 refers to "taking gratification for exercise of personal influence with a public servant."

The BJP termed as "condemnable" the registration of bribery cases and said it was a "continuation of a politically motivated act by the government". This is a continuation of a politically motivated act by the Centre. They wound up a judicial commission headed by a retired Supreme Court judge, which was on the verge of submitting its final report and, instead, preferred an executive police agency", party general secretary Arun Jaitley said. "Such motivated acts are condemnable, but one can't expect better from this government", he said.

Senior editor of tehelka Anirudh Bahal expressed the hope that though the move was delayed by nearly three years, things could now move in a more transparent and effective manner. "We hope this delayed justice will not end up merely as a political stunt, but will ensure that the defence deals have more transparency", he added.

Jaya Jaitly
Bangaru Laxman

The cases were filed before the designated court here after the Prosecution Division of the CBI had weighed all the evidence, including the tapes of tehelka that purportedly showed politicians accepting bribes and other gratification. A huge political controversy broke out after the tapes were made public on March 13, 2001, leading to the sacking of Laxman and resignation of then defence minister George Fernandes, who was, however, reinstated even before the Phukan Commission of Inquiry gave its interim report. Jaitly was caught talking to the arms dealer at the official residence of Fernandes.

Jaitly, who was then president of the Samata Party, has been booked by the CBI along with former Major-General S.P. Murgai, Surendra Surekha (a Kanpur-based industrialist) and Gopal Pajiwal (a Rajasthan-based Samata Party leader) under Section 120-B and Section 9 of the Prevention of Corruption Act, they said. The former Samata Party president was shown on the tapes as having said to the representatives of fictitious company Westend International that she would influence "*saab*". The CBI, in its FIR, alleged she was trying to influence top officials of the Defence Ministry to get the fictitious company enrolled in some defence deals. The CBI also booked all the four under Section 120-B of the IPC.

Three cases were registered separately against three suspended defence ministry officials, including H.C. Pant (deputy director), Nagendra Singh (assistant financial adviser) and P. Sasi (an assistant). All the three were booked under Sections 7, 9 and 13 (ii) (criminal misconduct), besides Section 120-B, the sources said. Some defence ministry documents indicated involvement of more army officials, but a case was not registered against them as they were already facing court martial proceedings.

07 DEC 2004 THE HINDUSTAN TIMES

পাবলিক হলে ঘুষই বলত

মুখোমুখি

সুদীপ্ত সেনগুপ্ত

পরিষ্কার করে প্রথমেই এ নিবন্ধের প্রতিপাদ্য দুটি বলে রাখা ভাল। প্রথমত, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধাননগরে মুখ্যমন্ত্রীর কোটা থেকে জমি দেওয়া যদি দুর্নীতি না হয়, তবে অভিধান থেকে দুর্নীতি শব্দটি তুলে দেওয়া উচিত। এবং দ্বিতীয়ত, অন্য অপরাধীরা যে সাজা পাননি সেটা একজন অপরাধীর শাস্তি না পাওয়ার যুক্তি হতে পারে না— না আইনের চোখে, না ন্যায়নীতির স্বাভাবিক বিচারে।

বিচারব্যবস্থা এবং প্রশাসনের উচ্চতম স্তরের মধ্যে যে অশুভ আঁতাতের কথা সুপ্রিম কোর্ট বলেছে তাতে এখন নানা পক্ষের নানা প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। কিন্তু কোনও কিছুই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট এই বিষয়টিকে আড়াল করতে পারে না যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোটার মাধ্যমে জমি বন্টন চালু রাখতে চেয়েছিল। বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায় জমি বন্টন বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে তিন দিনের মধ্যেই সেই নির্দেশ সংশোধন করে মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় জমি বন্টন বহাল রাখার নির্দেশ দেন। তার পরও একটি চিঠি দিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমি চান। তার দশ দিনের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় বণ্টিত বিধাননগরের প্রথম জমিটি বরাদ্দ হয় ওই বিচারপতিরই নামে। এটাকে কী বলে? আমার আপনার মতো সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এটাকে বলে ঘুষ দেওয়া এবং ঘুষ নেওয়া।

বিধাননগরে জমি বন্টনের প্রেক্ষাপটটি নিয়ে একটু আলোচনা এখানে দরকার। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার অব্যবহিত পরেই বুঝতে পারে যে, উন্নয়ন-বভুক্ষু কলকাতা শহরে এই জমির প্রবল চাহিদা। সঙ্গে রয়েছে নিজের বাড়ির প্রতি বাঙালির মজ্জাগত দুর্বলতা। সরকারের হাতে লোভনীয় এবং বন্টনযোগ্য যা কিছু আছে, যা দিয়ে সমাজের প্রভাবশালী অংশের আনুগত্য ক্রয় করা যায় তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল বিধাননগরের জমি। ক্ষমতায় আসার পরই ১৯৭৭ সালের ১২ আগস্ট বামফ্রন্টের এক ক্যাবিনেট বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বিজ্ঞাপন দিয়ে লটারির মাধ্যমে ছাড়াও সরকারের হাতে জমি বন্টনের (আসলে লিজ দেওয়ার) অধিকার থাকবে। ১৯৮০ সাল থেকে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, নগরোন্নয়নমন্ত্রী প্রশান্ত শূর, স্থানীয় বিধায়ক হিসাবে মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী এবং বিভাগীয় সচিবকে নিয়ে গঠিত একটি কমিটি এই সরকারি কোটায় জমি বন্টন করতে থাকে। বিধাননগরের আবাসিক এলাকায়, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সেক্টরে ২১৮৫টি প্লট (মোট আবাসিক প্লটের প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ) এভাবে বণ্টিত হয়।

একটা কথা এখন বলা হচ্ছে। যে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট গত সপ্তাহে ভগবতীবাবুকে জমি ফেরত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সেটি আদৌ জমি বন্টনের মামলাই নয়। সত্যি কথা। মানে, আইনের সত্যি কূটকাচালি। বাস্তবে বর্তমান মামলাটি হল বিধাননগরের মাস্টার প্ল্যান পরিবর্তনের প্রতিবাদে তার প্রতিকার চেয়ে বিধাননগর (সল্টলেক) ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের মামলা। ১৯৮৬ সালের ২০ জুন বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এই মামলায় প্রথম নির্দেশ দেন। ঠিক ওই ১৯৮৬ সালের ২০ জুনই তিনি বিধাননগরে জমি চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রথম চিঠি দেন। কী আশ্চর্য সমাপতন! আসলে মাস্টার প্ল্যান পরিবর্তনের সঙ্গে কোটায় জমি বন্টনের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মাস্টার প্ল্যান না বদলালে পার্কের জমি কেটে মুখ্য আমলাকে পুব-দক্ষিণ খোলা পছন্দমতো প্লট কী করে দেওয়া যাবে? বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই ২০ জুন ১৯৮৬ তারিখের নির্দেশেই দুটি বিষয়কে একরকমভাবে যুক্ত করে বলেছিলেন, 'মাস্টার প্ল্যানের বিচ্যুতি ঘটিয়ে কোনও (জমি) বন্টন করা হলে তা এই আবেদনের পরিধির মধ্যেই পড়বে।'

শুধু জমি বন্টনকে কেন্দ্র করেও ১৯৮৭ সালে কলকাতা হাইকোর্টে একটি আলাদা মামলা করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের তারক সিং। ১৯৯৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি পিনাকীচন্দ্র ঘোষের আদালতে তার নিষ্পত্তি হয়। সেই রায়ে বলা হয়েছিল, 'কোনও কারণ না দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে জমি বরাদ্দ করেছেন তাতে ন্যায়সঙ্গতভাবে এই অধিকার প্রয়োগ করা হয়েছে বলে প্রমাণ হয় না।' এবারের মতো সেই মামলায়ও মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় পাওয়া ২৯৪ জনের জমি কেড়ে নেওয়ার কোনও নির্দেশ হাইকোর্ট দেয়নি। কারণ, তাঁদের এই মামলায় বিবাদী পক্ষ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ওই মামলায় বাদীপক্ষের আইনজীবী, বর্তমানে কংগ্রেস বিধায়ক অরুণাভ ঘোষের বক্তব্য, তা করতে গেলে মামলা বড়-বিশাল হয়ে যেত, নিষ্পত্তি হতে লাগত বহু বছর। বাস্তবে, জ্যোতি বসু তথা সি পি আই এম নেতৃত্বের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াইটাই সম্ভবত মামলাকারীর কাছে মুখ্য ছিল। হাইকোর্টের ডজনখানেক বিচারপতি, কয়েকজন সাংবাদিক, সরকার বিরোধী বহু রাজনৈতিক নেতাও ওই কোটায় জমি পেয়েছেন। এঁদের সবার সঙ্গে আইনি লড়াই মামলাকারীদের পক্ষে শুধু অপ্রাসঙ্গিক নয়, অবাঞ্ছিতও বটে। বিস্ময়করভাবে রাজ্য সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে অদ্যাবধি কোনও আপিল করেনি। মানে, আইনের চোখে, অন্যায়ভাবে জমি বন্টন হয়েছে বলে মেনে নিয়েছে।

গত সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্ট মাস্টার প্ল্যান বদল সংক্রান্ত যে মামলাটির রায় দিয়েছে তার ২০ পাতার বয়ানে ছত্রে ছত্রে বিচারপতির বিশ্বাসভঙ্গের নজির ছড়ানো। ১৯৮৭ সালের ৮ জুন বিচারপতি বিধাননগরে জমি বন্টন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিলেন। তিন দিন পর ১১ জুন অ্যাডভোকেট জেনারেল নরনারায়ণ গুপ্তর সওয়ালের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধন করে নতুন নির্দেশে তিনি বললেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজে জমি বন্টন করতে পারবেন। ওই বছর ১৬ জুলাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমি চেয়ে চিঠি দিলেন বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৪ জুলাই মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় প্রথম জমিটি তিনিই পেলেন। দ্বিতীয় জমিটি পেলেন জনৈক সুবিমল বসু— যেটি হস্তান্তরিত হল চন্দন বসুর নামে। স্বজনপোষণ আর দুর্নীতি বলে দুটো শব্দ ছিল না অভিধানে?

বেস্ট বেকারি মামলায় জাহিরা শেখ এবং তাঁর দাদাদের বিস্মৃতি— অভিযুক্তদের কাউকেই চিনতে না পারা নিয়ে মিডিয়ায় এখন বিস্তর চর্চা হচ্ছে। ভুল কিন্তু সবারই হয়। এই যেমন মুখ্যমন্ত্রীর কোটা বহাল রাখার পরই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমি চেয়ে তিনি যে চিঠিটা লিখেছিলেন তার বিষয়ে বিচারপতি এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা প্রথম এফিডেভিটে কোনও উল্লেখ করেননি। পরের এফিডেভিটে চিঠির কথা বলা হয় এবং বলা হয়, তাঁর ফাইলে চিঠিটির কোনও কপি ছিল না বলেই এই ভুল! সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য,'একজন হাইকোর্টের বিচারপতির কাছ থেকে এই অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়।' কলকাতা হাইকোর্টের যে নথি এই মামলায় পেশ করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে ১৯৮৭ সালের ১৬ জুলাইয়ের পর ২০ জুলাই থেকে শুরু করে ২৪ জুলাই (যে দিন জ্যোতিবাবু বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে জমি দেন) সহ ২৭ আগস্ট পর্যন্ত মোট ১৪টি দিন এই মামলাটি কজ লিস্টে ছিল— অর্থাৎ এটি এজলাসে ওঠার কথা ছিল। কোনওদিনই মামলাটি বিচারের জন্য ওঠেনি। দীর্ঘ ১১ বছর ধরে, ১৯৯৮ সালে বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবসর গ্রহণের সময় পর্যন্ত মামলাটি পার্ট-হার্ড অবস্থায় ছিল। মানে সোজা বাংলায় মামলাটির বিচার বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের এজলাসেও হয়নি, সেটি অন্য কারও কোর্টেও যায়নি। কারা যেন বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে সেমিনারে লম্বা চওড়া বক্তৃতা করেন?

সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, এই সব তথ্য থেকে সত্য নিজেই প্রকাশিত হচ্ছে, 'বিচারবিভাগীয় অর্ডার দেওয়া আর (জমি) বন্টনের অর্ডার দেওয়ার মধ্যে একটা অশুভ আঁতাত ছিল।'

আঁতাতে তো দুটো পক্ষ লাগে! স্পষ্টতই এখানে একটি পক্ষ যদি ভগবতীবাবু হন, তবে অন্য পক্ষ জ্যোতি বসু। তিনি বলছেন, ওই সময়ে বিচারপতিকে চিনতেন না। তাতে কী যায় আসে? তাঁর নামে কৃত কাজের দায় শুধু নৈতিক বিচারে নয়, সাংবিধানিক পদাধিকারী হিসেবেও তাঁকে নিতে হবে। জানতে ইচ্ছে হয়, জ্যোতিবাবু কি সেই সুবিমল বসুকেও চিনতেন না, যাঁর নামে তাঁর দ্বারা বণ্টিত জমিতে জ্যোতিবাবুর আত্মজ বাড়ি করেছেন? জ্যোতিবাবু কি দেবযানী ঘোষ বলে কাউকে চিনতেন বা চেনেন, যাঁর নামে বিধাননগরের মহার্ঘ জমির ৪২ কাঠা একটি পূর্ব পরিচয়বিহীন স্কুল করার জন্য বরাদ্দ হয়েছে এবং যে বণ্টন নিয়ে মামলা আজও হাইকোর্টে ঝুলে আছে? অন্তত এই দেবযানীদেবীর স্বামী, ৩০ বছরের পার্শ্ব সহচর জয়কৃষ্ণ ঘোষকে কি চেনেন জ্যোতিবাবু?

এইসব অস্বস্তিকর প্রশ্ন থেকে বর্তমান সি পি আই এম নেতৃত্ব সম্মানজনক দূরত্ব রেখে চলতে চায় বলেই মনে হয়। বিশেষ করে যখন দেখি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস, এমনকি বিচারব্যবস্থার সঙ্গে ঘনঘন সার্ভ-অ্যান্ড-র‍্যালি খেলতে অভ্যস্ত বিমান বসুও এ প্রসঙ্গে এ যাবৎ নিরুচ্চার।

বাকি রইল তৃণমূল কংগ্রেস এবং মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা সেই পংক্তিটি: 'আমি কী আর কব'। কট্টর সি পি আই এম-বিরোধী তৃণমূল নেতাদেরই কেউ কেউ ১৮ বছর ধরে একটি (সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা এখন প্রমাণিত) অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন। সি পি এমের ২৭ বছরের শাসনকালে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে প্রমাণিত এমন স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির একটিরও নজির নেই। তথাপি তৃণমূল নেতৃত্ব দ্বিধাগ্রস্ত। কারণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন আগে ভগবতীবাবুর মধ্যে প্রজ্ঞা আবিষ্কার করেছেন— তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপত্রে প্রাক্তন বিচারপতি এখন নাগরিকের আইনি অধিকার নিয়ে নিয়মিত লিখছেন।

ভাগ্যিস এক প্রাচীন বিচারবিভাগীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের জমানা এখন নেই! থাকলে কমলাকান্ত নিশ্চয়ই বলতেন, আছে বাপু, বিচারক জনপ্রিয় হতে চাইলে তাঁকে হোমিওপ্যাথি, ক্রিকেট, জ্যোতিষগণনা, রক্তদান, চকোলেট বোম সব কিছুর বিশেষজ্ঞ হতে হবে! প্রসন্ন গোয়ালিনীটা এমন মূর্খ যে জানতে চায়, যে কাজের জন্য পাবলিক মাইনে দেয় সেটা ঠিকঠাক করে তো?

26 NOV 2004 AAJKAL

THE HINDUSTAN TIMES

26 NOV 2004

CBI appeal against Soren in graft case stalled

Jay Raina
New Delhi, November 25

JHARKHAND MUKTI Morcha (JMM) leader Shibu Soren, who is awaiting reinduction into the Manmohan Singh Cabinet, has been let off the hook by the UPA government in the infamous JMM bribery case.

Rejecting the CBI's plea to file a revision application against the judgment of the Dinesh Dayal-headed special trial court, the Union Law Ministry is understood to have directed the closure of the case for good. In its communication to the CBI, the Law Ministry did not even deem it fit to refer its plea for a reference to the Attorney-General of India.

The CBI's revision application plea followed the exoneration of the three accused JJM leaders — Shibu Soren, Suraj Mandal and Simon Marandi — by the trial court. The fourth JMM leader, Shailender Mahato who had turned into an approver, was not chargesheeted by the investigating agency.

Labelling the trial court's judgment "a gross travesty of justice" the CBI's legal eagles had painstakingly put together all the facts of the bribery case and the interlinking legal imperatives to go in for a revision application in the high court. However, the Law Ministry did not go along with their entreaties.

Cabinet berth not on cards

- Because UPA leadership is reluctant
- Soren doesn't want to nominate any other JMM leader. He fears loss of clout
- UPA wants to use Soren in Jharkhand polls to rework its alliance structure

Significantly, even as the then ruling BJP was desperately trying hard for a poll tie-up with the Jharkhand-centric JMM during the NDA rule at the Centre, the CBI's repeated requests – at least 19 in a row — for permission to prosecute Soren were stonewalled. The JMM leader happened to be a Lok Sabha member, necessitating the Speaker's permission for prosecution.

The investigating agency finally received the go-ahead, once the Lok Sabha was dissolved on February 6 this year. By then, the JMM — headed by Soren — had sealed an electoral tie-up with the Congress to emerge as an important component of the UPA.

In a post-haste move, the CBI filed a chargesheet on February 12, leading to the trial court's judgment that discharged all the three accused on August 15 this year. The Law Ministry's missive comes after the CBI had decided to go in for a revision petition to unfold the murky bribery case that had hogged the headlines during the infamous no-confidence motion in the then Narasimha Rao government in 1993.

Regarding Soren's reinduction into the Manmohan Singh government, the prospects appear to have receded, given his reluctance to nominate someone else from the JMM to wear his ministerial shoes.

Reliable sources said that, even as the UPA leadership was against Soren's immediate reinduction, it had offered him to nominate his party representative for a ministerial berth. Wary of letting any of his party MPs get into the government and pose a threat to his leadership, the Jharkhand tribal leader is understood to have refused to go along with the suggestion.

Ruling out any kind of reshuffle ahead of Parliament's winter session that begins next Wednesday, sources said Soren might be forced to cool his heels at least till the Jharkhand Assembly elections are over by end-February next year. The UPA is keen to make use of Soren in the ensuing Jharkhand Assembly election campaign to rework its alliance structure in the tribal state.

That apart, TRS leader Chandrashekhar Rao may have to continue as minister without portfolio for the present. He is reported to have spurned the offer of the Mines portfolio to be sliced from Soren's earlier charge of Mines and Coal. The TRS leader is reported to have preferred any other portfolio that could help him work for the development of his home state, Andhra Pradesh, in general, and the Telengana region, in particular.

ভিটে ছাড়ার প্রস্তুতি ভগবতীর

কোটার জমি নিয়ে মামলা আমার কাছে আসেইনি

দেবাশিস ভট্টাচার্য

সল্টলেকের এফ ডি-৪২৯ ছেড়ে চলে যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতি কার্যত সেরেই ফেলেছেন ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তার আগে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ হাতে পেলে প্রাক্তন বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ এক বার খতিয়ে দেখতে চান, আইনগত প্রশ্নে এই নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতে নতুন করে কোনও রকম আবেদন-নিবেদন করা যায় কি না। তাঁর দাবি: "সল্টলেকে মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় জমি বণ্টন সংক্রান্ত কোনও মামলা কলকাতা হাইকোর্টে আমার কাছে বিচারের জন্য আসেইনি।"

তাঁর দেওয়া যে-রায়কে কেন্দ্র করে এই পরিস্থিতি, তার পুরনো নথিপত্র ঘেঁটে আপাতত ভগবতীবাবুর ধারণা হয়েছে, "সুপ্রিম কোর্টে পুনর্বিবেচনার আবেদন করা যেতে পারে।" গত ৪৮ ঘণ্টায় সেই উপলব্ধিই তাঁকে কিছুটা মনোবল জুগিয়েছে। দোতলার ঘর থেকে নীচের লাইব্রেরি-কক্ষে নেমে এসে তিনি তাই শুরু করে দিয়েছেন ফাইল তৈরির প্রস্তুতি।

রবিবার দুপুরে সেই কাজ করতে করতেই বিশদে মুখ খুললেন ভগবতীবাবু। জানালেন, যে-মামলার প্রসঙ্গ তুলে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন পেশ করা হয়েছিল, সেটি সল্টলেকের মাস্টার প্ল্যান লঙ্ঘন করে জমি দেওয়ার অভিযোগ সংক্রান্ত। প্রাক্তন বিচারপতির কথায়: "১৯৮৬-র ৮ জুন সেই মামলাটির অন্তর্বর্তী আদেশ দিতে গিয়ে আমি সল্টলেকে যাবতীয় জমি বণ্টন তিন দিনের জন্য স্থগিত করে দিই। তার পরে ১১ জুন মামলাটি ফের উঠলে সরকার পক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর কোটা আটকে না-দেওয়ার আবেদন জানায়। আমার বিবেচনায়, সল্টলেকের মাস্টার প্ল্যান লঙ্ঘন বিষয়ক মামলার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কোটার কোনও সম্পর্ক ছিল না। তাই মুখ্যমন্ত্রীর কোটাকে তখনকার মতো ছাড় দিয়ে আমি আবার ১৭ জুন পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করি। সে-দিন মামলা উঠলে ফের শুনানির তারিখ স্থির হয় ১৬ জুলাই।" এবং ওই ১৬ জুলাইয়েই সল্টলেকে মুখ্যমন্ত্রীর কোটা থেকে জমি চেয়ে আবেদন করেন ভগবতীবাবু।

প্রশ্ন ওঠে, একই দিনে এই যোগাযোগ কি যথেষ্ট অর্থবহ নয়? ভগবতীবাবুর জবাব: "তারিখটা এই ভাবে মিলে যাওয়াকে কেউ অন্য রকম ব্যাপার বলে মনে করতেই পারেন। কিন্তু আমি জানি, এটা পুরোপুরি কাকতালীয়। এর পিছনে কোনও বাঁকা উদ্দেশ্য ছিল না বলেই কাকতালীয় ভাবে দিনটা মিলে গিয়েছে। জেনেবুঝে সচেতন ভাবে করা হলে কি এই ভাবে হত? এতেই তো প্রমাণ হয়, উদ্দেশ্য অসৎ ছিল কি না।"

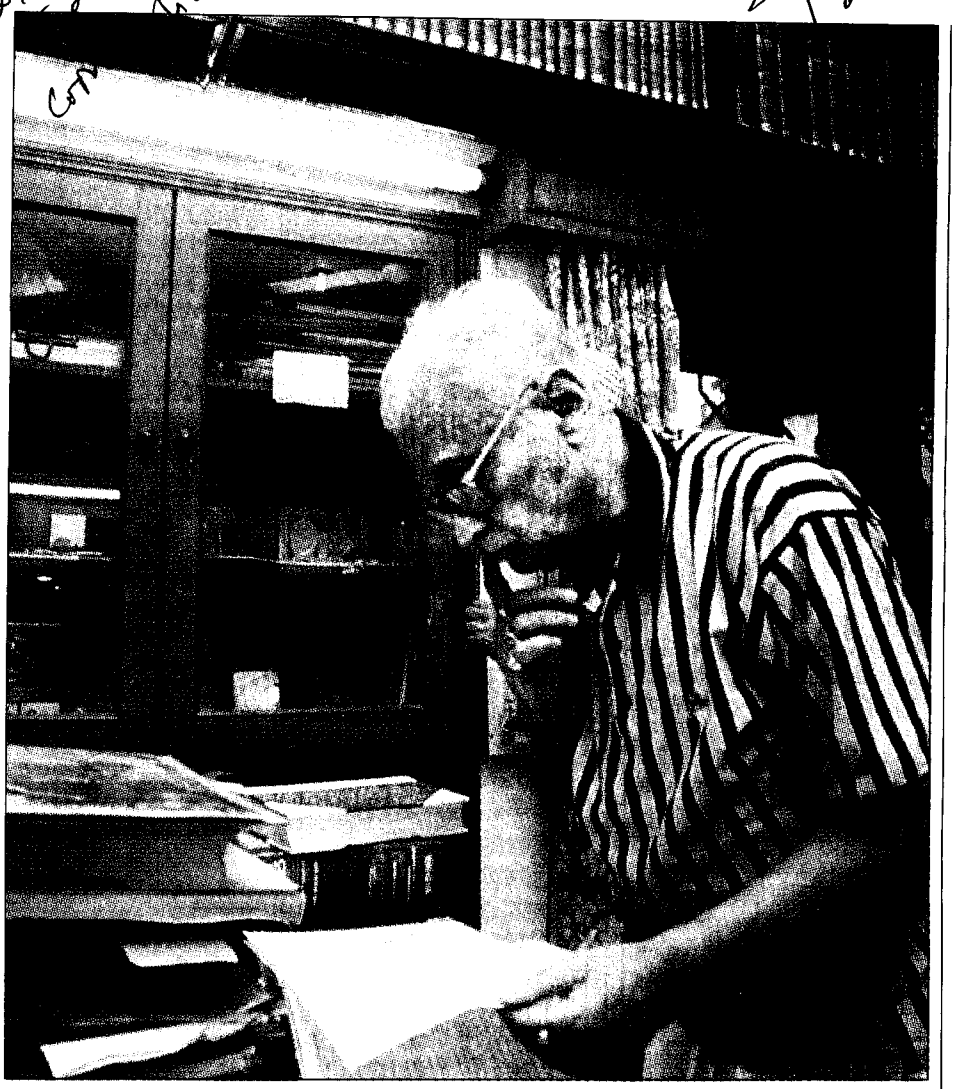

রবিবার সল্টলেকের সেই এফ ডি-৪২৯ বাড়িতেই ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। — অশোক মজুমদার

প্রাক্তন বিচারপতি আরও জানান, তাঁর নিজের বাসস্থান ছিল না বলেই তিনি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে ওই ঘটনার আগেও একাধিক বার বাসস্থান অথবা সল্টলেকে বাড়ি করার জন্য জমি চেয়ে আবেদন করেছিলেন। কারণ, তাঁর কথায়: "আমি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতাম। যদিও কর্মরত বিচারপতিদের বাসস্থান না-থাকলে সরকার বিনা ভাড়ায় সেই সংস্থান করতে বাধ্য।" কিন্তু তাঁর আবেদনে সরকার সাড়া দেয়নি বলে তিনি '৮৬-র ২০ জুন রাষ্ট্রপতির কাছেও আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। একই দিনে আরও একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। চার মাস পরে তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অশোক সেন ভগবতীবাবুকে লেখেন, "আপনার বাসস্থানের বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে মুখ্যমন্ত্রীকে জ্যোতি বসুকে চিঠি দিয়েছি।" আর সেই চিঠি লেখার আগের দিন, ১৬ অক্টোবর কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি ভগবতীবাবুর হাতে পৌঁছে যায় সল্টলেকের এফ ডি-৪২৯ জমিটি বরাদ্দ হওয়ার সরকারি চিঠি। তাঁর প্রশ্ন: "এটাই কি মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় জমি নিয়ে সরকারের সঙ্গে আমার অশুভ আঁতাঁত বলে গণ্য হল?"

অতএব? এ বার কী রাস্তা খোলা রয়েছে প্রাক্তন বিচারপতির সামনে? ভগবতীবাবুর সতর্ক মন্তব্য: "দেশের সর্বোচ্চ আদালত যে-রায় দিয়েছে, এক জন বিচারপতি হিসাবে আমি কখনওই সেই রায়ের অমর্যাদা করতে পারি না। করার প্রশ্নই ওঠে না।"

তা হলে বাড়ি ছাড়ছেন? আইনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে ভগবতীবাবুর গলায় এ বার আবেগ: "ছাড়তে হলে ছাড়ব! অসম্মান নিয়ে বাঁচতে শিখিনি। আমার সিংহ রাশি। আমি মাথা উঁচু করে রাজা সাজতে পারি। মাথা নিচু করে কুকুরের মতো বাঁচব না।"

সুপ্রিম কোর্টে রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করার বিষয়ে কী ভবলেন? ভগবতীবাবুর উত্তর: এখনও চূড়ান্ত কিছু ভাবিনি। কাগজপত্র গুছিয়ে তার পরে অন্য আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি। হতেও পারে, সুপ্রিম কোর্টের সামনে সব তথ্য হয়তো ঠিক ভাবে পেশ করা হয়নি। সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন করা যায়। কিছু ক্ষেত্রে 'কিওরেটিভ পিটিশন'-ও করা

এর পর ছয়ের পাতায়

● ভগবতীর পাশে মমতারা... পৃঃ ৬

গলদ আছে রায়ে, বললেন সোমনাথ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বোলপুর: সল্টলেকে প্রাক্তন বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমি পাওয়ার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট যে-রায় দিয়েছে, তাতে গলদ আছে বলে মনে করেন লোকসভার স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। রবিবার তিনি বলেন, "স্পিকার হিসাবে আমি ওই রায় নিয়ে কোনও মন্তব্য করছি না। এক জন আইনজীবী হিসাবে আমি মনে করি, ওই রায় ঠিক নয়।" সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বাক্য ব্যবহার নিয়ে আপত্তি তুলে তিনি বলেন, "ওই বাক্য প্রযোজ্য নয় বলে মনে করছি। ভগবতীপ্রসাদ কেন, বহু বিশিষ্ট মানুষ জ্যোতিবাবুর কোটায় জমির জন্য আবেদন করেছিলেন। তা মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পাওয়ার পরে যোগ্য ব্যক্তিদের জমি দেওয়া হয়েছে। তা হলে এত বিতর্ক কেন?"

সংশোধনী নয়, নির্দেশ রূপায়ণ করবে রাজ্য

অরুণোদয় ভট্টাচার্য

কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের অশুভ আঁতাঁতের যে-অভিযোগ সুপ্রিম কোর্ট করেছে, রাজ্য সরকার তা হজম করে নিচ্ছে। সর্বোচ্চ আদালত ভগবতীবাবুর সল্টলেকের বাড়িটি বিক্রি করার যে-নির্দেশ দিয়েছে, তা পুরোপুরি মানবে তারা। এ ব্যাপারে এক সপ্তাহের মধ্যেই ওই প্রাক্তন বিচারপতিকে নোটিস পাঠাবে রাজ্য। সরকার ওই নির্দেশের বিরুদ্ধে কোনও সংশোধনী চাইবে না।

সল্টলেকে মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় জমি বণ্টন সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে, রাজ্য সরকারের সঙ্গে অশুভ আঁতাঁত করে সল্টলেকের এফ-ডি ব্লকে জমি পেয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ভগবতীবাবু। ওই মামলা নিজের এজলাসে থাকার সময় মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় জমির জন্য আবেদন করেছিলেন তিনি। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যখন তাঁকে জমি দেওয়ার সিদ্ধান্তে সই করেন, তখনও মামলাটি বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ছিল। রাজ্য সরকারের সঙ্গে ভগবতীবাবুর 'অশুভ আঁতাঁতটা' ঠিক কী, সুপ্রিম কোর্ট তাদের নির্দেশেই সেটা পরিষ্কার করে দিয়েছে। বিষয়টি রাজ্য সরকারকে যতই বিব্রত করুক না কেন, তারা তার বিরুদ্ধে কোনও সংশোধনী চাইছে না।

অ্যাডভোকেট জেনারেল বলাই রায় রবিবার বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় জমি বণ্টনের মামলায় যে-রায় দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কোনও সংশোধনীর জন্য আবেদন করবে না। সুপ্রিম কোর্ট যে-নির্দেশ দিয়েছে, সরকার তা পালন করবে। বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের কাছে তাঁর মতামত জানানোর এক সপ্তাহের মধ্যেই রাজ্য সরকার তাঁর কাছে নোটিস পাঠাবে। সরকার তাতে ওই বাড়ির দাম ঠিক করে দেবে। সেই দাম বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পছন্দ না-হলে বাড়িটি নিলামে বিক্রি করা হবে।" ওই প্রাক্তন বিচারপতির জমি অধিগ্রহণের সব পদ্ধতি ছ'মাসের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আগামী এক বছর ভগবতীবাবু ওই বাড়িতে থাকতে পারবেন বলেও নির্দেশ

এর পর ছয়ের পাতায়

22 NOV 2004

ANADABAZAR PATRIKA

বসুকে চিঠিই কাল হল ভগবতীর

রায়ের আগে জমি পেতে দরাদরি করেন বিচারপতি

দেবব্রত ঠাকুর

সল্টলেকে একখণ্ড জমির জন্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে কার্যত দর কষাকষিই করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিজের হাতে এই সংক্রান্ত মামলাটি ধরে রেখে একবার নয়, পর পর দু'বার মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব কোটা থেকে জমি দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত অনুকূল রায়ের বিনিময়ে তিনি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছ থেকে চার কাঠার প্লটটি আদায় করেন। সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াটিকে 'নিতান্তই কাকতালীয়' হিসাবে দেখাতে চেয়েছিলেন ভগবতীপ্রসাদ। কিন্তু শীর্ষ আদালত একে কাকতালীয় বলে মানতে রাজি হয়নি।

বিচারপতি এস এন ভৈরব এবং বিচারপতি এইচ কে সেমার স্পষ্ট সিদ্ধান্ত, বিচারপতির রায় এবং তাঁর নামে জমি বরাদ্দ করার মধ্যে সন্দেহাতীত ভাবেই একটি 'অশুভ আঁতাঁত' কাজ করেছে। ভগবতীপ্রসাদের কর্তব্য এবং তাঁর ব্যক্তিস্বার্থের মধ্যেও 'অশুভ আঁতাঁত' তৈরি হয়েছে।

ঘটনার পরম্পরা, ভগবতীপ্রসাদের হলফনামা, কলকাতা হাইকোর্ট এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জমা দেওয়া নথি বিশ্লেষণ করে করে সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়েছেন দুই বিচারপতি। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৮, সল্টলেকের জমি সংক্রান্ত মামলা ভগবতীপ্রসাদের হাতে যাওয়া থেকে তাঁর অবসর নেওয়া— এই এক যুগে বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদের জমি সংক্রান্ত প্রতিটি পদক্ষেপ খতিয়ে দেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। শেষ পর্যন্ত বিচারপতিরা সিদ্ধান্তে এসেছেন, এই ঘটনা বিচার ব্যবস্থার পক্ষে অত্যন্ত অবমাননাকর। আর তাই ভগবতীপ্রসাদকে শাস্তি দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি। কেড়ে নিয়েছেন জমি। কার্যত ভিটেছাড়াই করেছেন তাঁকে।

শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের রায়দানের পর শনিবার রায়ের পূর্ণাঙ্গ, প্রত্যয়িত লিপি নিয়ে কলকাতায় ফিরেছেন এই মামলার অন্যতম আবেদনকারী, তৃণমূল নেতা তারক সিংহ। এই মামলায় শুধু ভগবতীপ্রসাদকে শাস্তি দেওয়ায় এবং অন্যান্য জড়িত ব্যক্তিদের, বিশেষ করে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সম্পর্কে শীর্ষ আদালত নীরব থাকায় অসন্তুষ্ট তারক সিংহ এবং আর এক তৃণমূল নেতা দীপক ঘোষ। এ দিন তৃণমূল ভবনে বসে তৃণমূলের আইনজীবী-বিধায়ক অরুণাভ ঘোষ তারকবাবু এবং দীপকবাবুকে পাশে নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সেখানেই তিনি জানিয়ে দেন, এই মামলায় অন্যান্যদের সম্পর্কে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হল না, কেন জ্যোতি বসু এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা খারিজ করে দেওয়া হল সেই সম্পর্কে যথেষ্ট যুক্তি দেওয়া হয়নি। রায়ের বিনিময়ে জমি নিয়ে ভগবতীপ্রসাদ শাস্তি পেয়েছেন। কিন্তু অরুণাভবাবুদের প্রশ্ন, জমি দিয়ে যিনি অনুকূল রায় আদায় করলেন, বিচারপতিকে উৎকোচ দেওয়ায় তাঁর কোনও শাস্তি কেন হল না? এই নানাবিধ বিষয় নিয়েই সুপ্রিম কোর্টে তাঁরা আরেকটি পুনর্বিবেচনার আবেদন দাখিল করবেন। ভগবতীপ্রসাদ সম্পর্কে তৃণমূল নেতৃত্বের উচ্চ ধারণাও তাঁরা লুকিয়ে রাখেননি। তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে ইদানীং ভগবতীবাবুর সুসম্পর্ক সকলেরই জানা। এ দিন সেই প্রসঙ্গে অরুণাভবাবুদের বক্তব্য, তিনি আইনজ্ঞ, পণ্ডিত। বিচারপতি হিসাবেও তিনি খুব ভাল ছিলেন।

সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের রায়ে কিন্তু ভগবতীপ্রসাদের সম্পর্কে উল্টো মনোভাবই পোষণ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ তাঁর পবিত্র বিচার বিভাগীয় কর্তব্যকে আপন স্বার্থে অপব্যবহার করেছেন। সাধারণ মানুষ তাঁর উপরে যে বিশ্বাস ন্যস্ত করেছিল, তিনি সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন। তাঁরা সময়ের ক্রমানুযায়ী যে-ভাবে ঘটনাটিকে দেখেছেন, তা হল: ১৯৮৬ সালের ২০ জুন সল্টলেক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের আনা জমি বণ্টন মামলাটি ভগবতীপ্রসাদের আদালতে প্রথম আসে। সে দিনই তিনি এই বিষয়ে সরকারকে হলফনামা জমা দেওয়ার জন্য দু'সপ্তাহের সময় দেন। পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেন চার সপ্তাহ পর। ওই একই দিনে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব কোটা থেকে সল্টলেকে জমি চেয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেন।

সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, মামলা নেওয়ার আগে আবেদন করেছিলেন, না পরে তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু মামলা নেওয়ার আগে যদি আবেদন করে থাকেন, তবে তাঁর এই মামলা নিজের আদালতে নেওয়া উচিত হয়নি। আর মামলা আসার পরে আবেদন করলে তা তাঁর করা উচিত হয়নি। কিন্তু ভগবতীপ্রসাদ এক দিকে মামলা হাতে রেখেছেন, অন্য দিকে জমি পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন।

১৯৮৭ সালের ৮ জুন তিনি সল্টলেকের সব ধরনের জমি বরাদ্দের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেন। তিন দিন পর, ১১ জুন তৎকালীন অ্যাডভোকেট-জেনারেল নরনারায়ণ গুপ্ত মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় জমি বণ্টন চালু রাখার জন্য আদালতে আবেদন করেন। ভগবতীপ্রসাদ মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় বণ্টনের উপর থেকে স্থগিতাদেশ তুলে দেন। ১৬ জুলাই পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেন। এবং সেই দিনই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে দ্বিতীয় আবেদন পত্রটি লেখেন। আবেদনের একটি কপি দেন অ্যাডভোকেট-জেনারেলকে। সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের রায়ে ভগবতীপ্রসাদের এই আবেদনের বয়ান অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২৪ জুলাই জ্যোতিবাবু তাঁর কোটা থেকে ভগবতীপ্রসাদকে জমি দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে ফাইলে (ফাইল নং: এসএল (এএল) / এসপি-১০৪৯/৮৭) সই করেন। ১৬ অক্টোবর সল্টলেকের এফডি-৪২৯ নম্বরের চার কাঠার প্লটটি বরাদ্দ করে ভগবতীপ্রসাদকে বরাদ্দ-পত্রটি দেওয়া হয়। ১৯৯৮ সালে অবসর নেন বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ। তাঁর অবসরের দিন পর্যন্ত তিনি এই মামলাটি আংশিক শুনানি করে নিজের অধীনেই রেখে দেন।

কেন তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিচারপতির বিরুদ্ধে এমন কড়া মনোভাব নিলেন তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন বিচারপতি ভৈরব এবং বিচারপতি সেমা। তাঁদের বক্তব্য, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া আমাদের পক্ষে যথেষ্ট বেদনাদায়ক। কিন্তু বিচার ব্যবস্থার শুদ্ধতা এবং বিচারপতিদের সততা রক্ষার খাতিরে এমন সিদ্ধান্ত নিতেই হল।

● আরও খবর আঠারোর পাতায়

যে পথে আঁতাঁত হল

২০ জুন, '৮৬	সল্টলেকে জমি বণ্টন নিয়ে মামলা
২০ জুন, '৮৬	জমি চেয়ে ভগবতীবাবুর চিঠি
৮ জুন, '৮৭	জমি বণ্টন মামলায় স্থগিতাদেশ
১১ জুন, '৮৭	মুখ্যমন্ত্রীর কোটা বহাল
১৬ জুলাই, '৮৭	জমি চেয়ে ফের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি
২৪ জুলাই, '৮৭	জমি দিতে জ্যোতি বসুর নির্দেশ
২৭ জুলাই, '৮৭	মামলাটি এ দিন পর্যন্ত ভগবতীবাবুর কাছে ছিল

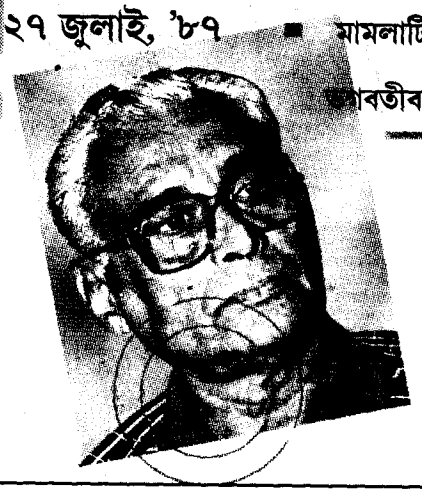

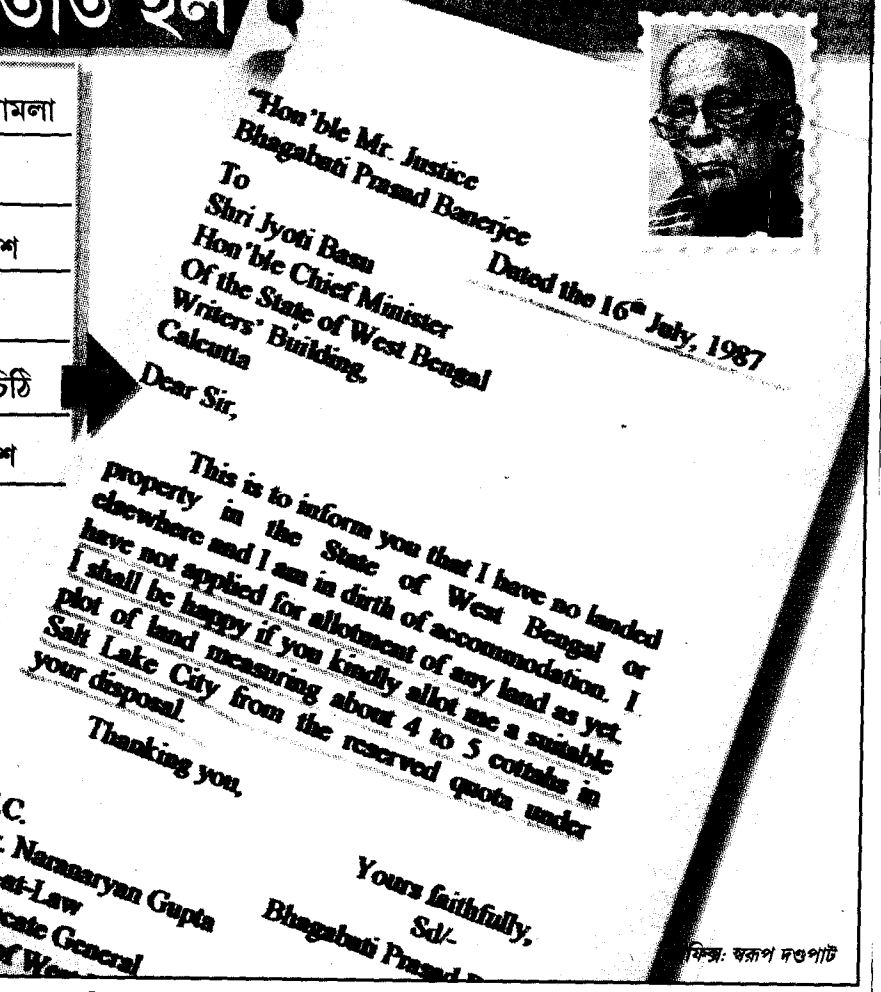

"Hon'ble Mr. Justice
Bhagabati Prasad Banerjee
Dated the 16th July, 1987

To
Shri Jyoti Basu
Hon'ble Chief Minister
Of the State of West Bengal
Writers' Building,
Calcutta

Dear Sir,

This is to inform you that I have no landed property in the State of West Bengal or elsewhere and I am in dirth of accommodation. I have not applied for allotment of any land as yet. I shall be happy if you kindly allot me a suitable plot of land measuring about 4 to 5 cottahs in Salt Lake City from the reserved quota under your disposal.

Thanking you,

Yours faithfully,
Sd/-
Bhagabati Prasad B...

C.C.
Mr. Naranaryan Gupta
Bar-at-Law
Advocate General
State of We...

ছবি: স্বরূপ দত্তগুপ্ত

21 NOV 2004 ANADABAZAR PATRIKA

SALT LAKE LARGESSE BY FORMER CHIEF MINISTER UNDER SUPREME COURT SCANNER

Basu's land allotment to judge quashed

Our Legal Correspondent

NEW DELHI, Nov. 19. — The Supreme Court (coram, Variava, Sema, JJ) today quashed a specific order of the former West Bengal chief minister, Mr Jyoti Basu, allotting land at Salt Lake City to the former Calcutta High Court judge, Mr BP Banerjee.

The Supreme Court had earlier decided to keep out of consideration of the proceedings the question of abuse of power by the former chief minister while making a tranche of land allotments in Salt Lake from what has been termed a discretionary quota due to the "long lapse in time". Today's judgment was thus restricted to only the judicial aspect of the allotments on whether there was any abuse of the judicial process to achieve personal gains.

The Supreme Court accordingly dismissed a petition challenging a bunch of the allotments, but added: "We clarify that the dismissal of the writ petition against other respondents should not be misunderstood as approval of the policy decision of the government with regard to the allotment of land by the chief minister from his discretionary quota," the court observed.

Among those named in the petition were the current chief minister, Mr Buddhadeb Bhattacharjee, and state finance minister Mr Asim Dasgupta. But the court came down heavily on the judge and quashed the allotment made to him. "The plot shall stand vested with the government," the court said. The judge had heard a PIL relating to conversion of forest land into non-forest land in Salt Lake City and issued a blanket order staying all land allotments there. Mr Banerjee later lifted it partially, at the intervention of the Advocate General, to permit the state chief minister to make such allotments under his discretionary quota so that the judge could become the first allottee of the next round of allotments.

"The facts speak volumes... that the learned judge has misused his judicial function as liveries to obtain personal interest is clearly discernible... There is undoubtedly an unholy nexus in between the passing of the judicial order and granting the order of allotment, it said. "With due respect to the judge, Justice BP Banerjee, he has misused his divine judicial duty as liveries to accomplish his personal ends. He has betrayed the trust of the people," the court said rejecting Mr Banerjee's prayer that the facts were a mere coincidence.

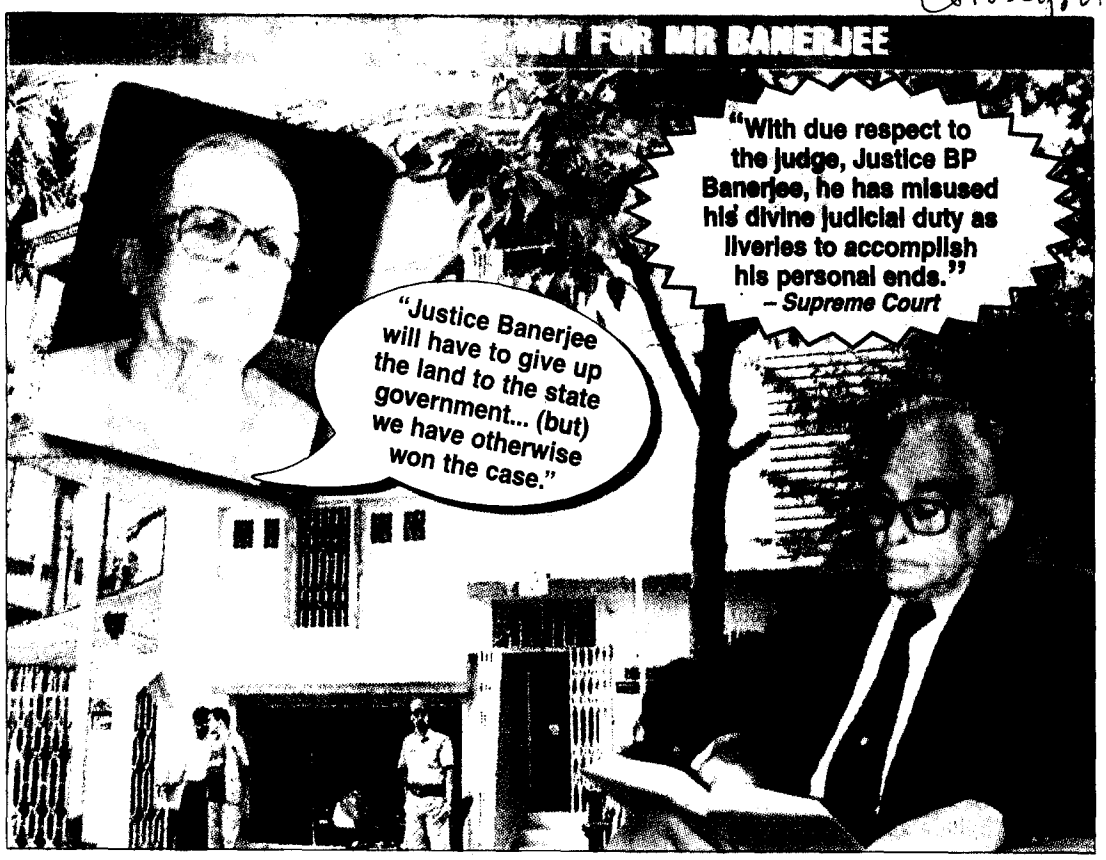

"The matter could have been different if the learned judge had got allotment from the chief minister's quota simpliciter like any other citizen." The court directed the retired judge to hand over "vacant and peaceful possession" of the plot of land and the bungalow constructed thereon (in lieu of the market value) to the state government.

The court gave various options to the state government to follow up its orders. The government could appoint a valuer and offer the construction price of the building to Mr Banerjee and take over the building within one year, provided the judge's family gave an undertaking within eight weeks to hand it over. Or give him the market price of the building after auctioning both and sell it off to the highest bidder. And the judge should vacate it within one week after receipt of the amount.

It directed the state chief secretary to submit a report of compliance with its orders within six months.

Quota row: Petitioners' perseverance pays

Anindya Sengupta in Kolkata

Nov. 19. — First, the information that shows how a judge passed an order to ensure allotment of a prime Salt Lake land in his favour and the chief minister and Left stalwart who made this allotment to the judge. From the mouths of the petitioners in the case themselves — Mr Dipak Ghosh, former IAS officer and Trinamul MLA, Mr Tarak Singh, former Congress councillor (from Delhi) and his lawyer Mr Arunava Ghosh, Trinamul MLA. This is what they told The Statesman in an exclusive interview on Friday:

"Following a case filed by Salt Lake Welfare Association, Mr Bhagabati Prasad Banerjee, the then Calcutta High Court judge, passed an order of injunction, disallowing allotment of lands in Salt Lake by the state government till the disposal of the case. The Association had filed the case on the ground that lands were being allotted in Salt Lake by the Marxist government in violation of Salt Lake's master plan.

"After hearing out the petitioners, Mr Banerjee passed the injunction order on 8 June, 1987. And then came the sudden turn of events. Three days after the injunction order was passed, the then Advocate General of West Bengal appeared in court and made an oral submission that only the chief minister be allowed to allot lands in Salt Lake from his discretionary quota. Interestingly, the very concept of a chief minister's 'quota' didn't exist when the submission was made.

"Immediately, that is on 11 June, 1987, Mr Banerjee vacated the injunction and passed an order allowing the then chief minister Mr Jyoti Basu to allot lands in Salt Lake. And the first thing Mr Basu did was to allot prime land to the judge in October 1987, based on the application for land he had made to the government before the case came up for hearing.

"After 1987, Mr Basu allotted Salt Lake lands to those close to him including politicians, bureaucrats, police brass and even his brother-in-law. Interestingly, Mr Basu's brother-in-law, Subimal Bose, is no more and Mr Jyoti Basu's son has built a palatial building on that plot. Over the next few years, Mr Basu made 294 land allotments from his so-called discretionary quota and there was little opposition to his actions. Indeed, prior to the Basu episode, a committee comprising CPI-M ministers and leaders had reportedly made as over 2000 land allotments of Salt Lake lands at will in the mid-1980s.

"Prominent among those allotted land, or beneficiaries of Mr Jyoti Basu's largesse, were Ms Indrani Sur, daughter of CPI-M leader and former minister Mr Prasanta Sur, Mr Somen Mitra, former PCC chief who has transferred his plot to his brother, Ms Ruby Noor, Congress MLA and sister of Mr ABA Ghani Khan Choudhury, Mr Bhaktipada Das, son-in-law of late Forward Bloc minister Bhaktibhushan Mondal, Mr Suranjan Das, pro-vice chancellor of Calcutta University and son-in-law of former state Attorney General Mr NN Gooptu, West Bengal state higher education minister Mr Satyasadhan Chakraborty, Mr Joykrishna Ghosh's (Mr Basu's confidential assistant's) wife."

Matters resurfaced in 1997 — exactly 10 years after Mr Banerjee was allotted land by Mr Jyoti Basu. Emboldened by a Supreme Court judgment against Mr Satish Sharma and Mrs Sheila Kaul for their discretionary allotments of petrol pumps and shops, Mr Arunava Ghosh, Mr Tarak Singh and Mr Dipak Ghosh, put their heads together and filed a case in Calcutta High Court. Mr Arunava Ghosh appeared in court on behalf of Mr Singh and demanded that, like Mr Sharma and Mrs Kaul, Mr Jyoti Basu be directed to pay a substantial amount as damages for the "illegal" allotments he had made in Salt Lake. Mr Justice Pinaki Ghosh gave a judgment that clearly stated that such allotments had not been made in accordance with guidelines and that if any chief ministerial quota exists, it should be advertised. However, on Mr Ghosh's demand that Mr Jyoti Basu be punished by the court, the judge ruled that it wouldn't be possible without dealing with the 294 cases.

Subsequently, Mr Tarak Singh moved the Supreme Court and Mr Dipak Ghosh filed another case in this regard under Article 32 of the Indian Constitution. Apparently sensing trouble, Mr Bhagabati Prasad Banerjee, added himself as a party to the Supreme Court case suo motu. And now the retired judge faces eviction. Adds Mr Tarak Singh: "Mr Banerjee has been punished for his judicial-ethical lapse. Mr Jyoti Basu should be punished for his administrative lapse."

AG imparts Basu spin to SC order

KOLKATA, Nov. 19. — All allotment of plots except for the one for Mr Justice BP Banerjee have been held "valid" by the Supreme Court in today's judgment, Mr Balai Roy, state Advocate General said today. This, despite the Supreme Court taking the significant step of insisting upon issuing a "clarification" in its judgment stating that the only reason why the case against the others was being dismissed was due to the "lapse of time" and emphasising that "the dismissal of the writ petition against other respondents should not be misunderstood as approval of the policy decision of the government with regard to the allotment of land by the chief minister from his discretionary quota."

Well, that was the Supreme Court. Here's what Mr Jyoti Basu had to say: "Justice Banerjee will have to give up the land to the state government... (but) we have otherwise won the case." Mr Basu — who holds no official position in the Buddhadeb administration — refused to elaborate and insisted that "the AG will talk to the press in this regard."

The AG did precisely that: "On 17 October, 1987 Mr Justice Banerjee was allotted this plot... the Supreme Court judgment has to be followed. But there is scope for filing a review application before the same Bench of the Supreme Court," said Mr Roy.

Mr Arunava Ghosh, the lawyer who fought the case against the state government in Calcutta High Court appeared horrified at the reaction of the state AG and Mr Basu.

"Let the Advocate General produce evidence in this regard." The AG did add, however, that it may be "difficult to file a review application by showing new grounds that might justify such a review." — SNS

More reports on page 7

20 NOV 2004

THE STATESMAN

বিচারে ভিটেছাড়া বিচারপতি

অশুভ আঁতাঁতে রায়, বদলে জমি ইনাম সল্টলেকে

স্টাফ রিপোর্টার: বিচারপতির 'পবিত্র পেশা'কে ব্যবহার করে আদায় করা সল্টলেকের জমি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি এস এন ভৈরব এবং এইচ কে সেমাকে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ ভগবতীপ্রসাদের জমি পাওয়ার প্রক্রিয়াটিকে সরাসরি বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সরকারের মধ্যে 'অশুভ আঁতাঁত'-এর ফসল বলে মন্তব্য করেছে। এর আগে দিল্লিতে পেট্রোল পাম্প ও সরকারি আবাসন বণ্টনে স্বেচ্ছাচারিতার দায়ে সতীশ শর্মা ও শীলা কলকে অভিযুক্ত করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। এ বার সল্টলেকের জমি বণ্টন কেলেঙ্কারিতে সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা হাইকোর্টের এক জন বিচারপতি (এখন অবসরপ্রাপ্ত) ও তদানীন্তন সরকারকে অশুভ আঁতাঁত করার দোষে অভিযুক্ত করল।

১৯৮৭ সালে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি জনস্বার্থের মামলায় সল্টলেকের জমি বিলির ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব কোটার উপরে স্থগিতাদেশ জারি করেন। তার কয়েক দিন পরে সরকারের আবেদনের ভিত্তিতে সেই স্থগিতাদেশ তুলে নেন ভগবতীবাবু। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু পরপর ২৯৪টি প্লট নিজস্ব কোটা থেকে বিলি করেন। সেই তালিকার প্রথম জমিটিই বরাদ্দ হয় বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদের জন্য। সেটি ওই এফ ডি-৪২৯-এর চার কাঠার প্লট।

সুপ্রিম কোর্টের রায় থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট: কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ সরকারের পক্ষে অনুকূল রায়ের বিনিময়ে ওই জমিটি পেয়েছিলেন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কোটা থেকে এটি ভগবতীপ্রসাদকে বরাদ্দ করেছিলেন। এই 'উৎকোচ-সম' জমিটি **সেই কারণেই** ভগবতীপ্রসাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলেও যে-সরকার এই জমির বিনিময়ে তাঁর কাছ থেকে অনুকূল রায় পেয়েছিল, তাদের কার্যত ছেড়েই দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যিনি জমিটি তাঁর নিজস্ব কোটা থেকে বরাদ্দ করেছিলেন, সেই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সম্পর্কেও সুপ্রিম কোর্ট তাদের রায়ে নীরব। প্রসঙ্গ এড়াতে মরিয়া সরকারি কর্তারাও। তবে সুপ্রিম কোর্ট কথিত 'অশুভ আঁতাঁত' নিয়ে মুখ খুলেছেন স্বয়ং জ্যোতিবাবু। তাঁর বক্তব্য, কার সঙ্গে আঁতাঁতের কথা ওঁরা বলছেন, তা স্পষ্ট হওয়া দরকার।

সুপ্রিম কোর্ট তাদের রায়ে এফ ডি-৪২৯ নম্বর প্লটটির বরাদ্দ খারিজ করে দিয়ে বলেছে, ওই জমিতে ভগবতীপ্রসাদ যে-বাড়ি তৈরি করেছেন, সরকারকে তার মূল্য নির্ধারণ করে সেই পরিমাণ অর্থ তাঁকে দিয়ে দিতে হবে। যদি প্রাক্তন বিচারপতি মনে করেন, বাড়ি বাবদ এই দাম যথেষ্ট নয়, তা হলে সরকারকে জমি-সহ বাড়ি নিলামে বিক্রি করে জমির দাম কেটে নিয়ে বাড়ি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ তাঁকে মিটিয়ে দেবে। ওই বাড়ি খালি করার জন্য প্রাক্তন বিচারপতিকে এক বছর সময় দিতে হবে বলে সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে। তবে বাড়ি বিক্রির সার্বিক প্রক্রিয়া আগামী ছ'মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশ কার্যকর করে একটি রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মুখ্যসচিবকে।

সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে আপাতদৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বস্তি প্রকাশ করেছে। রায় দেখে মন্তব্য করবেন বলে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিষয়টি এড়িয়ে গেলেও এই মুহূর্তে সল্টলেকের জমি যাঁর নিয়ন্ত্রণে, সেই নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য মনে করছেন, সুপ্রিম কোর্টের রায় 'ভালই'। তিনি বলেন, "সল্টলেকে জমি বণ্টন সংক্রান্ত তারক সিংহের দু'টি রিট আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে।

এর পর চারের পাতায়

মামলার ফাইল নিখোঁজ.... পৃঃ ৪

কাঠগড়ায় ভগবতীপ্রসাদ

সুপ্রিম কোর্ট যা বলেছে

- জমি পেতে বিচারপতি ও রাজ্য সরকারের 'অশুভ আঁতাঁত'
- বিচারপতির 'পবিত্র পেশা'কে জমি পেতে ব্যবহার
- বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সল্টলেকের জমিটি সরকার নিয়ে নেবে
- বাড়ি ছাড়তে তিনি এক বছর সময় পাবেন
- সরকারি দামে বিচারপতি রাজি না-হলে বাড়ি নিলাম
- ছ'মাসের মধ্যে সরকারকে এটা করতে হবে
- মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় অন্য যাঁরা জমি পেয়েছেন, তাঁদের কিছু হবে না
- তবে কোটায় জমি বণ্টন আদালতের স্বীকৃতি পাচ্ছে না

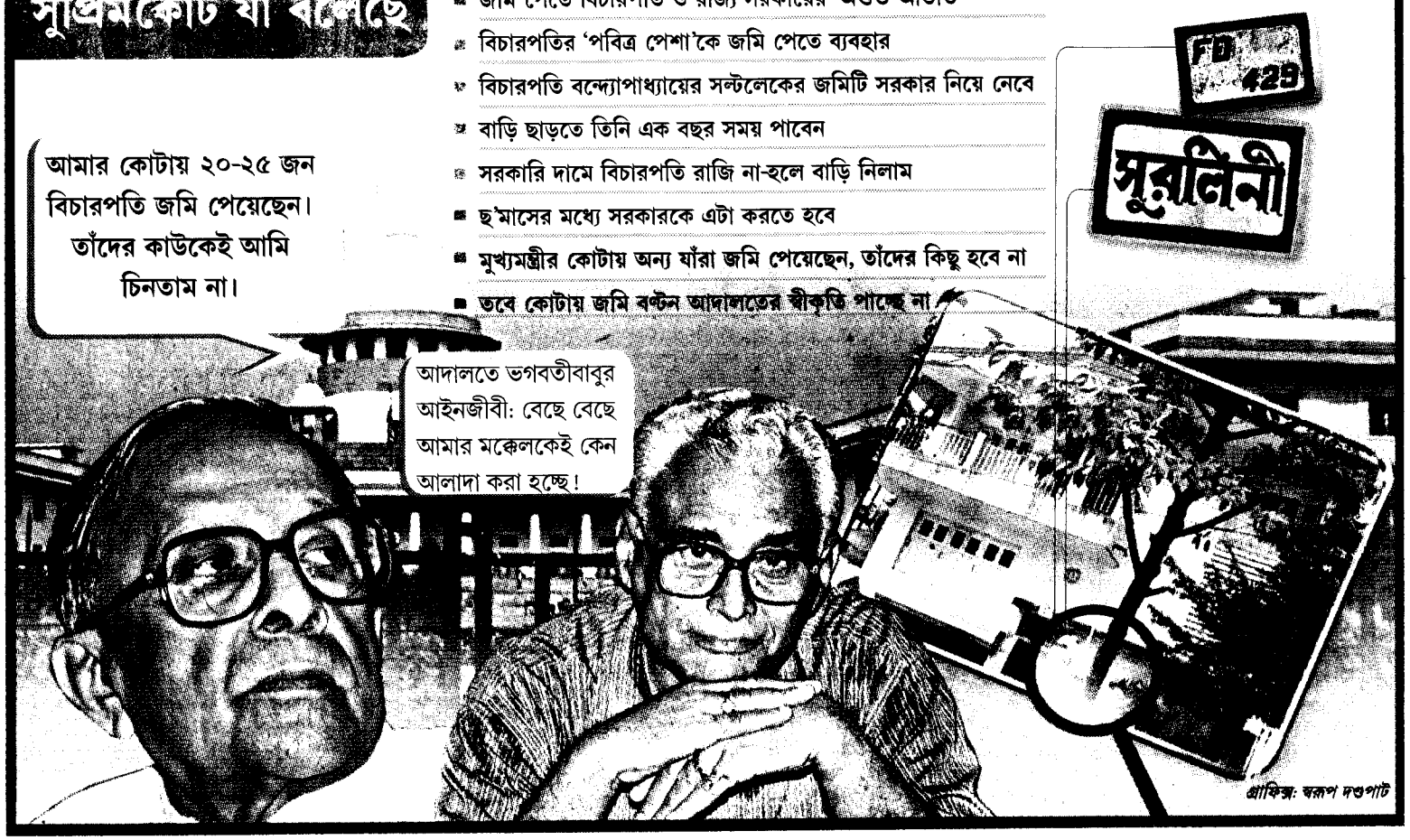

গ্রাফিক্স: স্বরূপ দত্তপাট

জ্যোতিবাবুর সাদা জামায় কাদার ছিটে লেগেই গেল

দেবাশিস ভট্টাচার্য

শেষ পর্যন্ত 'কলঙ্কিত' হলেন জ্যোতি বসু। নিছক বিরোধীদের অভিযোগে নয়, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে।

একটানা প্রায় ২৪ বছর মুখ্যমন্ত্রী-পদে থাকাকালীন জ্যোতি বসু তাঁর বা তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে আসা দুর্নীতির যে-কোনও অভিযোগকেই উপযুক্ত প্রমাণাভাবে নস্যাৎ করে দিতে পেরেছিলেন। যার মধ্যে নানা সময়ে একাধিক জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগও উঠেছিল। তিনি গায়েই মাখেননি। ঠিক যেমন, বেঙ্গল ল্যাম্প কেলেঙ্কারির বেলাতেও সরকারি ফাইলের 'অস্বস্তিকর' নোট মুছিয়ে তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীকে কার্যত 'পাগল' বলে মন্ত্রিসভা থেকে বার করে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এ বার সেই জ্যোতি বসু এবং তাঁর আমলের বামফ্রন্ট সরকার দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে কাগজে-কলমে কলঙ্কিত হলেন।

মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে সরে গেলেও সি পি এমের শীর্ষ নেতা হিসাবে দলে জ্যোতিবাবুর গুরুত্ব এখনও অটুট। এই অবস্থায় সল্টলেকে মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় জমি বণ্টন কেলেঙ্কারি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জ্যোতি বসুর সরকারের 'অশুভ আঁতাঁত' ছিল বলে সুপ্রিম কোর্টের কঠোর মন্তব্য স্পষ্টতই বুঝিয়ে দেয়, মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে রেকর্ড করার গৌরব যতই থাক, জ্যোতিবাবুর সাদা পাঞ্জাবিতে কাদার ছিটে থেকেই গিয়েছে। আর তারই ফলে সাতাশ বছরের মধ্যে এই প্রথম বামফ্রন্ট সরকার সন্দেহাতীত ভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে চিহ্নিত হয়ে গেল। প্রমাণিত হল, সি পি এমের সর্বোচ্চ নেতৃত্বও দুর্নীতির ঊর্ধ্বে নন। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, দলের আসন্ন সম্মেলনে সুপ্রিম কোর্টের এই অভিমত নিয়ে ঝড় উঠবে।

সরকার এবং সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্ব কোনও পক্ষই অবশ্য বিষয়টি নিয়ে কোনও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাতে চাননি। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস সকলেই শুক্রবার 'আদালতের রায়ের প্রতিলিপি না-দেখে কিছু বলব না' বলে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। সি পি এমের ভূমিকা এবং জ্যোতি বসুর মনোভাব না-বুঝে মুখ খুলতে চায়নি ফ্রন্টের অন্য শরিকেরাও। তবে জ্যোতিবাবু নিজে দাবি করেছেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় যে-সব বিচারপতিকে জমি দিয়েছিলেন, তাঁদের কাউকেই তিনি ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন না।

সকালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের খবর যখন কলকাতায় পৌঁছয়, জ্যোতিবাবু তখন ছিলেন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে, দলের রাজ্য সদর দফতরে। রুটিনমাফিক রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সাপ্তাহিক বৈঠক ছিল এ দিন। সেখানে প্রাথমিক ভাবে ওই রায়ের কথা জানতে পেরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া ছিল: "সরকার সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে ওই প্রাক্তন বিচারপতির সল্টলেকের বাড়ি

এর পর চারের পাতায়

ANADABAZAR PATRIKA
20 NOV 2004

কাদার দাগ

প্রথম পাতার পর

ফিরিয়ে নেবে।" তাঁর আমলে রাজ্য সরকারের সঙ্গে তৎকালীন ওই বিচারপতির 'অশুভ আঁতাঁত'-এর বিষয়টি তখনও তাঁর জানা ছিল না। সন্ধ্যায় টেলিফোনে বসু কিছুটা আক্রমণাত্মক মেজাজে বলেন: "রায়ের প্রতিলিপি না-দেখে বিশদ ভাবে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু শুনছি নাকি সরকারের সঙ্গে 'অশুভ আঁতাঁত' বলা হয়েছে। এই কথাটার মানে কী? আঁতাঁত কার সঙ্গে? সরকার বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে? মুখ্যমন্ত্রী? অন্য কোনও মন্ত্রী? মুখ্যসচিব, নাকি অন্য কোনও অফিসার? সেটা পরিষ্কার হওয়া দরকার।"

এর পরেই জ্যোতিবাবু দাবি করেন: "ওই সময় মুখ্যমন্ত্রীর কোটা থেকে আমি ১৩৫ জনকে জমি দিয়েছি। তাঁদের মধ্যে ২০-২৫ জন ছিলেন বিচারপতি। আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি, জমি দেওয়ার আগে ওই বিচারপতিদের কাউকে আমি চিনতাম না। যে-বিচারপতির নাম করে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, সেই বিচারপতিকেও আমি আগে কোনও দিন দেখিনি।" এরই পাশাপাশি তিনি সান্ত্বনা খুঁজেছেন এই ভেবে যে, "ওই এক জন বিচারপতির জমির বিষয়টি ছাড়া অন্য কোনও ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট কোনও বিরূপ কথা বলেনি। সে-দিক থেকে আমরা জিতেছি।"

20 NOV 2004 ANANDABAZAR PATRIKA

১০ বছর মামলার ফাইল নিখোঁজ, অঢেল জমি বিলি

অরুণোদয় ভট্টাচার্য

কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সল্টলেকের বাড়ি কেড়ে নিয়ে নিলাম করা এবং জমি সরকারকে ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ১৮ বছর ধরে চলা মামলার প্রথম পর্যায় শেষ হল।

ভগবতীপ্রসাদ কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি থাকার সময় এক অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজের কোটায় সল্টলেকের জমি বণ্টন করতে পারেন। তিনি এই নির্দেশ দেওয়ার পরেই মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় প্রথম যে-জমিটি দেওয়া হয়, তা পান ভগবতীপ্রসাদ। সুপ্রিম কোর্ট মনে করেছে প্রাক্তন বিচারপতির ওই অন্তর্বর্তী আদেশের সঙ্গে তাঁর স্বার্থ জড়িত ছিল। তাই তাঁকে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

সল্টলেকের জমি নিয়ে ১৯৭৮ সালের পর থেকেই নানা অভিযোগ উঠতে শুরু করে। এক সময় দেখা যায়, তৎকালীন নগরোন্নয়ন মন্ত্রী প্রশান্ত শূর খুশিমতো জমি বিলি করে চলেছেন। এই ভাবে ২১৮৫টি প্লট বিনা বিজ্ঞাপনে বিলি করে দেওয়া হয়। এই সময়েই সল্টলেক ওয়েল ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ('৮৭) হাইকোর্টে মামলা করে। মামলার বক্তব্য ছিল, মাস্টার প্ল্যান না-মেনে সল্টলেকের জমি নিয়ে যা খুশি করা হচ্ছে। সেই মামলার বিচার করেন ভগবতীপ্রসাদ। '৮৭ সালের ৮ জুন বিচারপতি একটি অন্তর্বর্তী আদেশে বলেন, সল্টলেকের কোনও জমি বিলি করা যাবে না।

১১ জুন তৎকালীন অ্যাডভোকেট জেনারেল নরনারায়ণ গুপ্ত এজলাসে দাঁড়িয়ে বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর অন্তর্বর্তী আদেশ পরিবর্তনের আর্জি জানান। বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায় তখন নির্দেশ পরিবর্তন করে জানিয়ে দেন, একমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় জমি দেওয়া যাবে। ব্যস, সেখানেই মামলার শেষ। ভগবতীপ্রসাদ যত দিন বিচারপতি ছিলেন, তত দিন আর মামলাটি উঠল না। অন্তর্বর্তী আদেশই বহাল রইল।

এমনকী কিছুতেই ওই মামলার ফাইলের খোঁজ পাওয়া গেল না। 'হারিয়ে গিয়েছে' বলা না-হলেও ফাইলটি শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সেই মামলা না-উঠলেও, ফাইল পাওয়া না-গেলেও ওই বছর ১৭ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় জমি দেওয়া শুরু হয়। প্রথম পুরস্কার পেলেন বিচারপতি ভগবতী বন্দ্যোপাধ্যায়— সল্টলেকের এফ-ডি ব্লকে।

তার অনেক পরে ভগবতীপ্রসাদ অবসর নেন। আর অবসরগ্রহণের পরে সেই ফাইলও খুঁজে পাওয়া যায়। হাইকোর্টেই ছিল। তবে মাঝখানে কেটে গিয়েছে ১০টা বছর।

তার মধ্যে ভগবতীপ্রসাদের অট্টালিকা উঠেছে। আর ওই অন্তর্বর্তী নির্দেশের ফলেই অকাতরে জমি বিলি চলল। শেষ বেলায় প্রশান্ত শূর মহাকরণ থেকে ছুটি নেওয়ার আগে '৮৭ সালের নির্বাচনের আগে দেওয়া হল আরও ১৬৯টি জমি।

'৯৬ সালে দিল্লি হাইকোর্ট কোনও নিয়ম না-মেনে নিজের লোকেদের বেশ কিছু পেট্রোল পাম্প বিলি এবং দিল্লিতে ফ্ল্যাট বিলি করার জন্য তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সতীশ শর্মা ও শীলা কলকে ৬০ লক্ষ টাকা জরিমানা করে। দিল্লি হাইকোর্টের ওই রায়ের উল্লেখ করে কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর তারক সিংহ কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ২৯৪টি প্লট নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী বিলি করেছেন, তিনি এটা করতে পারেন না।

কোনও বিজ্ঞাপন না-দিয়ে কেন কাকে মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় দেওয়া হচ্ছে, তা গোপনে রেখে ওই জমি বিলি করা হয়েছে। আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ সেই মামলার সওয়ালে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীরও জরিমানা হওয়া উচিত। কেননা তিনি তাঁর কোটায় যাকে খুশি জমি দিতে পারেন না।

বিচারপতি পিনাকী ঘোষ রায় দিতে গিয়ে মেনে নেন, এ ভাবে জমি দেওয়া যায় না। কিন্তু যে-হেতু মামলায় ওই ২৯৪টি জমির প্রাপকদের জড়ানো হয়নি, তাই তিনি মামলাটি খারিজ করে দেন। তারকবাবু তখন সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন। সেই মামলার সূত্রেই এ দিন ভগবতীপ্রসাদের বিরুদ্ধে ওই রায় দেওয়া হয়। ভগবতীপ্রসাদ সুপ্রিম কোর্টের কাছে নিজেই আবেদন করে জানিয়েছিলেন, তিনি ওই রায় দেওয়ার অনেক আগেই রাজ্য সরকারের কাছে জমির জন্য আবেদন করেছিলেন।

সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন তুলেছে, তিনি রাজ্য সরকারের কাছে সল্টলেকের জমির জন্য আবেদন করেও সল্টলেক বিষয়ক মামলাটির বিচার করলেন কেন? এটাও করা যায় না। সল্টলেকে ভগবতীপ্রসাদের ওই জমিটি ছাড়া আরও একটি জমি আছে, নিয়মানুযায়ী যা তিনি রাখতে পারেন না। যদিও ভগবতীপ্রসাদের ছেলে ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ওই জমির কথা অস্বীকার করে বলেছেন, "ওই জমি জেঠার। আমাদের অন্য কোনও জমি নেই।"

যাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর আনুকূল্য পেয়েছেন, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে তাঁদের তালিকা জমা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন বিচারপতি, একাধিক মন্ত্রী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও তাঁদের আত্মীয়বর্গ, আই এ এস এবং আই পি এস অফিসার প্রমুখ।

20 NOV 2004 ANADABAZAR PATRIKA

মায়ার কোটি কোটি টাকার অবৈধ সম্পত্তির হদিস দিল সি বি আই

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর: দলিত নেত্রী মায়াবতীর বিরুদ্ধে তদন্তের বোমা ফাটাল সি বি আই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এবং আয়কর বিভাগের যৌথ তদন্তে মায়াবতীর বহু কোটি টাকার বেআইনি সম্পত্তির হদিস মিলেছে। পাওয়া গিয়েছে অন্তত ৫০ জন হকার, ঝাড়ুদার, রিকশাওয়ালার হদিস, যাঁরা স্বীকার করেছেন কয়েকশো টাকার পরিবর্তে তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলানো হয়েছিল এবং ফাঁকা চেকে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সি বি আই সূত্রের খবর, এই অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহার করতেন বহুজন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো। তাজ কেলেঙ্কারির প্রসঙ্গটি ধামাচাপা পড়ার পরেই এই বেআইনি সম্পত্তির বিষয়টি নতুন করে প্রচারের আলোয় চলে আসায় মায়াবতী যথেষ্ট চাপে পড়বেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক শিবির। কংগ্রেস নেতারা মনে করছেন মায়াবতীর চাপের মুখে পড়ার সুযোগ রাজনৈতিক ভাবে তাঁরা নিতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে মায়াবতী কংগ্রেসের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হবেন। মুলায়মকে কোণঠাসা করতে মায়াবতীর সঙ্গে উত্তরপ্রদেশে বোঝাপড়ার রাস্তা এর ফলে সুগম হবে বলে মনে করছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব।

সি বি আই সূত্রের খবর, মায়াবতীর সম্পত্তি বিষয়ক এই রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টকে জানানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মায়াবতী ও তাঁর আত্মীয়দের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মোটা টাকা (১৩.১৮ কোটি) 'অনুদান' হিসেবে দিয়েছেন এরকম মোট ১৩০ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সি বি আই এই সমস্ত অ্যাকাউন্টে তালা মেরে দিয়েছে। সেই অ্যাকাউন্টে ১৩০ জন 'দাতা'কে পাওয়া গিয়েছে যাঁরা জেরার মুখে স্বীকার করেছেন মায়াবতীর পরিবারের সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই। যে লক্ষ লক্ষ টাকা তাঁরা অ্যাকাউন্টে 'দান' করেছেন তা আয় করার বা দান করার সামর্থ্যও তাঁদের নেই। এঁদের অনেকেরই বিবৃতি নিয়েছে সি বি আই। এখন চেষ্টা চলছে বাকি 'দাতা'দের শনাক্ত করার। তবে সে কাজ সহজ হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ এদের অনেকেরই অস্তিত্ব নেই বলে জানা যাচ্ছে।

এই সম্পত্তি ছাড়াও সি বি আই রিপোর্টে বলা হয়েছে, মায়াবতী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিশাল স্থাবর সম্পত্তির হদিশ মিলেছে। বলা হয়েছে, এইসব সম্পত্তির সঙ্গে মায়াবতীর তাজ করিডর নির্মাণের বিষয়টির কোনও সংযোগ খুঁজে বার করা যায়নি। তালিকায় রয়েছে মায়াবতী ও তাঁর পরিবারের ৪১টি কৃষিজমি, ১৬টি বাস্তুজমি, ৭টি দোকান, ৩টি আপেল খেত, ২টি দোকানবাড়ি, এই সম্পত্তির বেশির ভাগই রয়েছে দিল্লি ও নয়ডা অঞ্চলে।

উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে ততই সম্পর্ক ঘোলা হচ্ছে কংগ্রেসের। রাহুল গাঁধী প্রায় নিয়ম করে অমেঠিতে মুলায়ম সরকারের নিন্দা করে আসছেন। দিল্লির কংগ্রেস সদর দফতর বা ১০ জনপথেও মুলায়ম সম্পর্কে কড়া মনোভাব নেওয়ারই ইঙ্গিত মিলছে। রাজ্যে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে কংগ্রেসের গাঁটছড়া এখনও রয়েছে, তবে তা ছিঁড়তে আগ্রহী কংগ্রেস। কারণ, মুলায়মের ভোটব্যাঙ্ক না ভেঙে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের লুপ্ত জমি পুনরুদ্ধার যে অসম্ভব তা স্পষ্ট। মামলায় মায়াবতী কোণঠাসা হলে তাঁকে কংগ্রেসেরই দ্বারস্থ হতে হবে।

মায়াবতীর বিষয়আশয়

- স্থাবর সম্পত্তির মূল্য: আনুমানিক ৭ কোটি টাকা।
- কৃষিজমি: ৪১টি, বাস্তুজমি: ১৬টি, আপেল বাগিচা: ৩টি, দোকান: ৭টি, দোকান বাড়ি: ২টি।
- ৫৪টি গোপন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
- অ্যাকাউন্টগুলিতে ৩০৭টি লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে।
- লেনদেনের মোট পরিমাণ ১৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা।

ANADABAZAR PATRIKA 28 OCT 2004

CBI lists Mayawati's assets

Press Trust of India

NEW DELHI, Oct. 25. — The CBI today gave a long list of disproportionate assets allegedly belonging to former Uttar Pradesh chief minister Miss Mayawati and others, but said it has "so far" found no link of this wealth to the Rs 175 crore Taj Heritage Corridor (THC) scam.

Looking into the long list of the assets and the declared income of the accused in the THC scam, a Bench comprising Ms Justice Ruma Pal, Mr Justice SB Sinha and Mr Justice SH Kapadia was visibly surprised and asked: "For all these years the Income Tax department has been accepting these declarations! No questions were asked!"

The list submitted by Solicitor General Mr GE Vahanvati ran into more than five pages of which two pages each were on disproportionate assets and unaccounted money. However, on a pointed question from the Bench, the SG was quick to add that the CBI has, so far, not found any link of the unaccounted wealth with the THC scam.

The CBI was submitting status reports periodically before the Bench on the investigation carried out by it as the court had on 18 September last year directed registration of a case against the then Uttar Pradesh chief minister Miss Mayawati and five others to verify their assets in connection with the THC scam.

On the submission that CBI had not found a link of the wealth to the scam, the court ordered that the CBI was not required any longer to file status reports on the probe into unaccounted wealth and could independently pursue the case.

However, if at any point of time, some links between the wealth and the THC scam was found, the CBI should immediately report it to the court, the Bench observed.

THE STATESMAN 26 OCT 2004

St Kitts: Chronology of a cheating case

NEW DELHI, Oct. 25. — Following is the chronology of events in the St Kitts forgery case in which a Delhi court acquitted Chandraswami: 20 August 1989: A story is published in Kuwait-based *Arab Times* alleging that Janata Dal leader Mr VP Singh was the main beneficiary of a secret bank account with deposits amounting to USD 21 million in Carribean Island St Kitts.

22 August 1989: The story is picked up by Indian media.

26 September 1989: Mr AP Nandey, deputy director in the enforcement directorate (ED), appointed to probe the charges.

11 October 1989: Minister of state for finance Mr Eduardo Faleiro tables the report in Rajya Sabha. Two days later, it is presented before Lok Sabha.

26 November 1989: Lok Sabha general elections.

2 December 1989: Mr VP Singh becomes Prime Minister after Rajiv Gandhi demits office following his party's poll debacle.

25 May 1990: CBI registers FIR against ED director Mr KL Verma, Mr Nandey, controversial self-styled godman Mr Chandraswami, his aide Mr KN Agarwal arms dealer Mr Adnan Kashoggi's son-in-law Mr Larry J Kolb and First Trust Corporation Ltd, St Kitts, managing director Mr George McLean.

10 November 1990: Mr VP Singh government falls.

March 1991: CBI joint director Mr NK Singh investigating the case transferred.

21 June 1991: Mr PV Narasimha Rao becomes Prime Minister.

November 1995: Nandey dies.

Till January 1996: No progress in CBI probe.

13 February 1996: Supreme Court orders combining of charges against Mr Chandraswami in various petitions and allegations of Mr Narasimha Rao's involvement.

26 September 1996: CBI chargesheets Mr Rao, Mr Chandraswami, Mamaji and former external affairs minister Mr KK Tewari for criminal conspiracy to tarnish V P Singh's reputation.

9 October, 1996: CBI arrests Mr Rao at his residence in New Delhi, but releases him on bail.

9 May, 2001: Mr VP Singh deposes.

30 January, 2004: Investigating Officer Keshav Mishra, an Additional Superintendent of Police with CBI, deposes.

9 August, 2004: Chandraswami tells the CBI court that V P Singh government falsely implicated him in the case due to his proximity with former Prime Ministers Rao and Rajiv Gandhi.

31 August, 2004: Mamaji dies.

30 September, 2004: Special Judge Dinesh Dayal fixes October 25 for pronouncing verdict after final arguments.

25 October, 2004: Chandraswami acquitted. — PTI

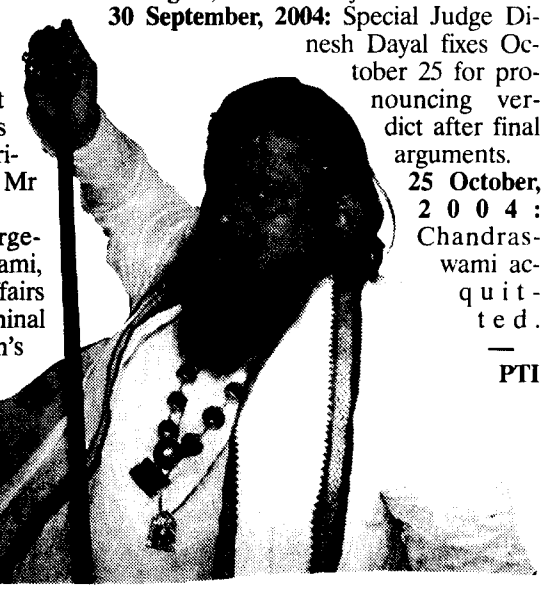

THE STATESMAN 26 OCT 2004

India high on graft index

OUR CORRESPONDENT

New Delhi, Oct. 20: A rating of 146 countries has put India among the 55 most corrupt nations of the world, with no attempts being made to improve over the last year.

The Corruption Perception Index for 2004 released today by Transparency International India reflects the views of the business community, corporates and analysts around the world. These were gathered through surveys by various international organisations.

Finland was the cleanest at 9.7 and Haiti the most corrupt at 1.5 on a scale of 1 (highly corrupt) to 10 (highly clean) for the perception of corruption at the highest levels of business in the surveyed countries.

The indices for developing countries like India, China, Pakistan, Bangladesh and Nepal showed corruption affected them in a big way, said Admiral (retd) R.H. Tahiliani, the chairman of Transparency International India, a nonprofit NGO that studies and makes recommendations on corruption.

Clearly, it was the developed countries that showed reduced levels of corruption, he said after releasing the report at the India International Centre here.

India was placed 91st at 2.8 and China 71st with a slightly better perception index of 3.5.

Pakistan registered higher levels of corruption at 2.1 and ranked 132, but was outdone by Bangladesh, which hit near bottom at 1.8 and a rank of 145.

The scores showed that when it came to cleaning up the system, China took the initiative by improving from 3.4 in 2002 to 3.5 this year.

India stayed at 2.8, the same as last year, but improving a little over its 2002 score of 2.7.

Pakistan, however, progressively slipped in reigning in corruption, scoring 2.1 compared with 2.5 in 2003 and 2.6 in 2002.

According to Transparency International India, each point amounts to millions of dollars lost in bribery.

For instance, it has estimated that bribery in government procurement and related activities in India costs the country's taxpayers $7,000 million. The worldwide figure for money lost in corruption is $400 billion.

THE GOOD AND THE BAD

Country	Rank
MOST CLEAN	
Finland	1
New Zealand	2
Denmark	3
Iceland	4
Singapore	5
MOST CORRUPT	
Haiti	146
Bangladesh	145
Nigeria	144
Myanmar	143
Chad	142
OTHERS	
UK	11
US	19
China	71
India	91
Nepal	94
Pakistan	132

THE TELEGRAPH 21 OCT 2004

Oil Scandal, Policy Mistakes Push Vajpayee Regime On Backfoot

SC cancels allotment of 297 petrol pumps made by NDA

Our Political Bureau
NEW DELHI 11 OCTOBER

IN a development, which could take the sting out of the NDA's campaign against the continuance of "tainted" ministers in the UPA government, the Supreme Court on Monday advocated the cancellation of 297 petrol pump permits allotted during the Vajpayee regime.

The Congress, which has been at the receiving end of a BJP-sponsored campaign on corruption, was understandably jubilant over the day's development in the Supreme Court. "We welcome its order. It vindicates our stand as it is a clear example of total indulgence in corruption by the NDA government," Congress spokesperson Jayanthi Natarajan told reporters here on Monday afternoon.

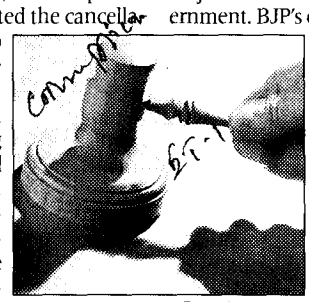

AND JUSTICE FOR ALL

It was the result of that corruption and lack of governance that led to the ouster of the BJP-led NDA government in the Lok Sabha polls, she claimed. For the BJP, the cancellation of the petrol pump permits couldn't have come at a more inopportune time. It is bound to embolden the Centre to carry forward its plans to re-open some of the major decisions taken by the previous government. BJP's campaign against the inclusion of "tainted" ministers is also likely to be blunted.

The apex court, which had in late 2002 set up a two-member committee to go into the complaints of irregularities committed in the allotment of petrol pump permits, made public the report submitted by the panel on Monday. The committee, comprising S.C. Agrawal, a retired judge of the Supreme Court, and P.K. Bahri, a retired judge of the Delhi High Court, had on September 29 submitted a detailed 21-volume report after going through the procedure adopted by the petroleum ministry in allocating the petrol pumps.

Watch on Team Atal's sell policy

Our Political Bureau
NEW DELHI 11 OCTOBER

THE UPA government on Monday used the Jessop case to underline its policy differences with the Vajpayee government on the disinvestment issue. In a submission before the Supreme Court, the government said it was in the process of reviewing the disinvestment policy pursued by the previous government.

Attorney general Milon Banerjee's submission to this effect came during the hearing of a petition challenging the disinvestment of Kolkata-based engineering PSU Jessop & Co, in which the NDA government had moved an application seeking review of the apex court order halting privatisation of oil PSUs — HPCL and BPCL.

The apex court in the oil PSUs' case had asked the Centre at that time to take approval of the Parliament before selling stake in companies nationalised by statute.

The Economic Times 12 OCT 2004

CBI books United Bank chief

NEW DELHI/KOLKATA, Oct. 11. —The CBI today registered a case against the chairman-cum-managing director and the general manager of United Bank of India for demanding Rs 84 lakh from an industrialist before sanctioning a Rs 42-crore loan.

The CBI also booked a retired chief income-tax commissioner and another businessman, who acted as a middleman.

The CMD of UBI, Mr Prakash Singh, had demanded two per cent of the loan amount as bribe for himself and his GM.

The industrialist, MD of Benz Automobile Pvt Ltd, Kerala, had applied for the loan to the bank's general manager.

The application was routed through the retired chief I-T commissioner who said that he would get it sanctioned and would take 0.25 per cent of the loan amount (Rs 10.50 lakh).

He introduced the industrialist to the CMD of UBI and struck the deal for two per cent of the loan amount. In the last week of September, Mr Prakash Singh got the bank's board of directors to sanction the Rs 42-crore loan. He received Rs 15 lakh and asked the industrialist to meet him at his Kolkata residence to pay the rest.

The CBI questioned Mr Prakash Singh in Kolkata. The cases have been registered on the basis of prima facie evidence.

CBI conducted raids in Kolkata, Delhi, Ernakulam and Chennai and seized documents relating to the deal.

Also raided were the UBI office at BBD Bag and Mr Prakash Singh's Ballygunge Circular Road residence. His home and office chamber were sealed. Cash and gold were seized.

Mr Singh was admitted to a nursing home when he claimed that he was unwell.

THE STATESMAN 12 OCT 2004

Tehelka oil in political blaze

Sparks fly on both sides

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

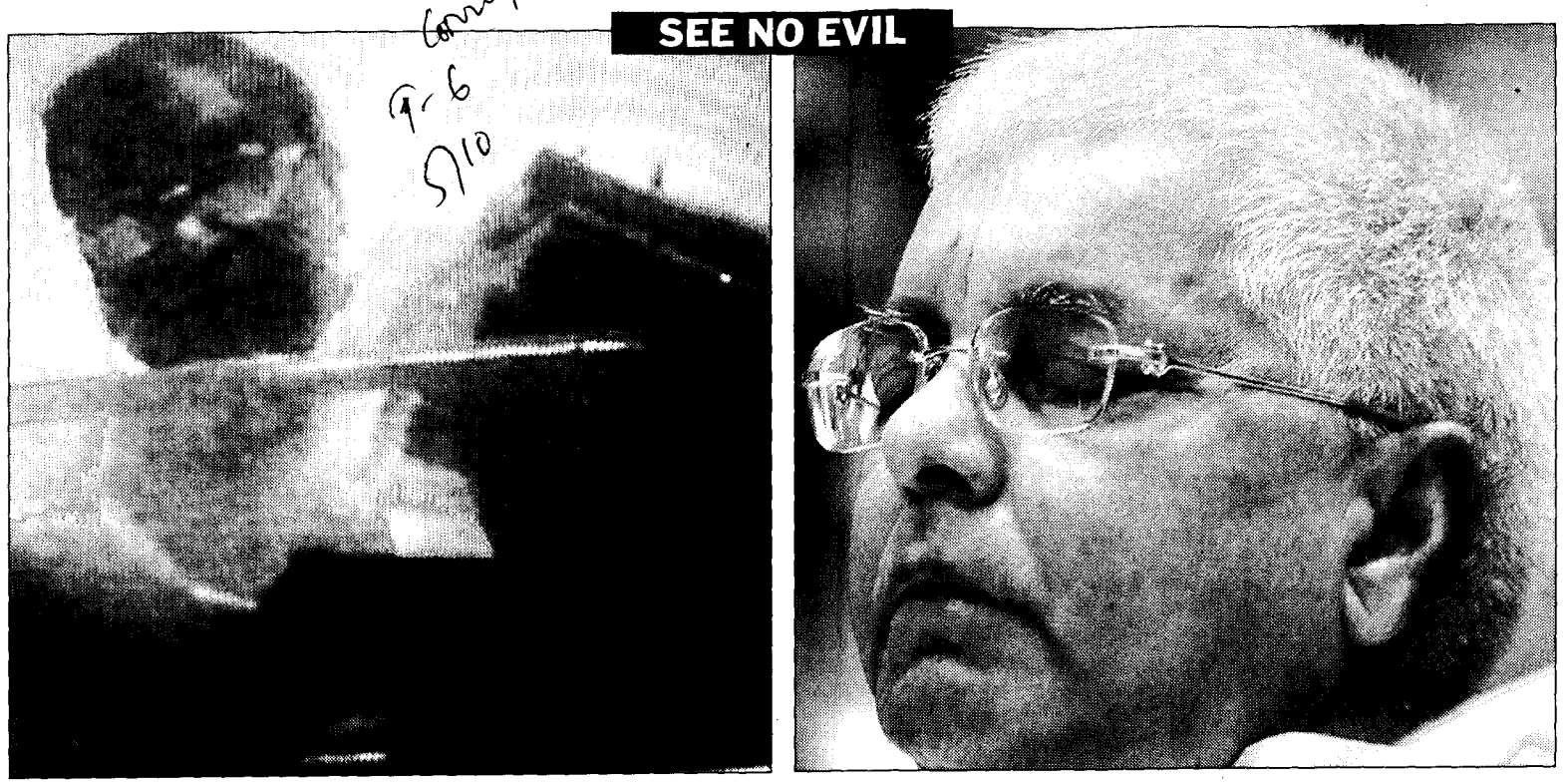

(Left) **Former BJP chief Bangaru Laxman caught on video in the Tehelka sting operation. The hidden camera showed him allegedly accepting a bribe for a fake weapons deal. Union railway minister Laloo Prasad Yadav, who is an accused in the fodder scam, takes a nap during the presentation of the Shram Awards in Delhi on Monday.** (Reuters file picture and PTI)

New Delhi, Oct. 4: The second coming of the Tehelka scandal has sharpened the political divide, ending an uneasy lull in the season of confrontation.

Signalling the extreme polarisation, terms like "witch-hunt" and "Bangaru-Judeo Party" flew back and forth today.

Former Samata Party chief Jaya Jaitly termed the Centre's move to hand the Tehelka probe to the CBI a "political game" and a "witch-hunt" which she was not scared of facing.

The BJP and the Janata Dal (United) assailed the probe, while the Congress and the CPM welcomed it, indicating that the wounds inflicted on each other during the truncated monsoon session of Parliament are still raw.

The war of words also belied hopes of a truce that flickered over the weekend when the Centre briefed the Opposition on the Prime Minister's foreign visit and the flare-up in the Northeast.

Leading the Opposition hitback, Jaya accused the government of trying to "nail innocent people" to divert the heat it was facing on the "tainted" ministers' issue.

The BJP spoke on similar lines, saying the decision to disband the Phukan commission that was probing the scandal amounted to "gross miscarriage of justice". This was the second attempt to divert attention from the "tainted" ministers' controversy, it claimed.

The Congress said the BJP should not raise objections as it "does not know the a-b-c of morality". It also referred to the BJP as the "Bangaru-Judeo Party", in a reference to the cash-on-camera scandals involving Bangaru Laxman and Dilip Singh Judeo.

BJP general secretary Arun Jaitley said the decision was politically motivated and condemned it.

Raking up the issue of the "large number of tainted ministers", he alleged that the Prime Minister and his government had been trying to evade the issue.

Jaya, stung by the accusation that she had used Fernandes' official residence as a "private person", said there was no law barring a minister's house from being used for his trade union and socialist activities.

"There is no officially-designated house of a defence minister. This was Fernandes' house as an MP and many of his trade union socialist activities and those pertaining to Burmese and Tibetan movements were carried out from here," she told reporters, adding that she had been Fernandes' "socialist colleague for 20 years". "Let the law minister also explain how Sonia Gandhi, as a foreigner, had lived in then Prime Minister Indira Gandhi's house and run an insurance business from there."

Training guns on the government, she continued: "They tried to sidetrack the issue by reviving an old case against Uma Bharti but that proved costly for the government and they did not succeed."

Insisting that it was unprecedented that the term of the commission had not been extended, she said "the decision taken due to political reasons amounts to gross miscarriage of justice".

Pointing out that the commission had already submitted one report, she questioned if there were some findings the government wanted to "reverse through the CBI". She said this reflected the insecurity of the government as it was on the verge of being proved that Tehelka had used unethical means to frame people.

"If it's proved that we didn't take any money, they would have been exposed."

Asked if she would cooperate with the CBI, she said she wanted to have nothing to do with an agency "which is part of witch hunting."

Laxman questioned the manner in which the Phukan commission was disbanded.

"On the 1st (of October), the government counsel sought time till October 8 to file his reply and on the 4th an order is issued that the commission wouldn't get an extension." On the CBI probe, he said "he was prepared for anything".

Dal (U) spokesman Shiv Kumar demanded that the commission's interim report be made public.

PHUKAN COMMISSION SCRAPPED

CBI to probe Tehelka tapes

Statesman News Service

NEW DELHI, Oct. 4. — The UPA government today scrapped the three-year-old Phukan Commission probing the Tehelka expose into alleged corruption in defence deals and asked the CBI to take over investigation into the tapes.

"The Cabinet Committee on Political Affairs (CCPA) has decided not to extend the term of the commission headed by Mr Justice SN Phukan," law minister Mr HR Bhardwaj told a press conference.

Defending the government move, he said that the "contents of the tapes are such that only investigations can reveal the truth. The commission did not enjoy any investigative powers to probe the corruption charges. It only enjoyed certain quasi-judicial powers".

"The government will hand over evidence, including the tapes available with the commission, to the CBI. The CBI will investigate the matter and decide whether a case exists against anybody or not. It will report to the government which will act on it."

Though "no time limit" has been set, the government would like the investigating agency to deal with it "speedily".

"The CBI will decide its own course. It will also go in for a forensic examination of the tapes though the commission has certified them as genuine," he said.

Mr Bhardwaj denied "political motives" behind the decision. "Every man who gets caught says the case against him is politically motivated. How could a private person function from a ministerial bungalow of the then defence minister. Why did the NDA government not probe the misuse," Mr Bhardwaj asked in a direct reference to Mr George Fernandes and Mrs Jaya Jaitley.

The government move even took Mr Justice Phukan by surprise. "I am yet to receive the official communication denying another extension to the commission," he said. Tehelka CEO Mr Tarun Tejpal said: "Only time will tell whether the probe will be just and fair..."

More reports on page 5

IN THE EYE OF THE STORM

Every man who gets caught says the case against him is politically motivated. How could a private person function from the ministerial bungalow of the defence minister. Why did the NDA government not probe the misuse?— *Mr HR Bhardwaj*

TROUBLED HISTORY

24 March, 2001: One-man panel headed by Mr Justice K Venkataswami set up to inquire into the allegations in the tapes

23 March, 2002: Mr Justice Venkataswami resigns after controversy over the government appointing him as head of the Authority on Advance Ruling on Customs and Excise

4 April, 2003: Government issues notification naming Mr Justice SN Phukan as panel head

20 April, 2003: Mr Justice Phukan takes over

4 Feb, 2004: The interim report of Mr Justice Phukan says that there was no "wrongdoing" in 15 major defence deals, including the Sukhoi 30 jets and the T-90 tanks, it had gone into. These included some deals concluded during Mr Fernandes' stint

THE STATESMAN

Laloo and Tehelka pots boil

OUR BUREAU

New Delhi, Oct. 1: Scandals have begun to blip again on the political radar with the Supreme Court asking railway minister Laloo Prasad Yadav why his bail should not be cancelled and the government casting an eye on the Tehelka issue.

The Supreme Court has sent notices to Laloo Prasad as well as his wife Rabri Devi in cases related to the fodder scam and unaccounted assets.

The notices come on a batch of petitions alleging that the Union railway minister, who was at the centre of the "tainted" ministers controversy that rocked Parliament recently, has been interfering in the investigation and trial of the cases.

The petitions have been moved by Laloo Prasad's political rivals. However, if the court cancels the bail, the railway minister could be taken into custody as happened in the case of Shibu Soren.

The petitioners have said Laloo Prasad's bail should be cancelled in view of "new grounds", which include change of key personalities conducting the cases.

The petition said R.K. Tyagi, an income-tax appellate tribunal member who was hearing the cases against the minister and Rabri, was "curiously" sent on deputation and replaced by a person who "was on the verge of retirement".

"In two weeks, the matter was heard and allowed in favour of the assessees and no appeal has been filed against the order," the petition said.

Citing another instance, the petition said, a public prosecutor in the fodder case was replaced by a retired police officer who "has commenced legal practice recently".

Away from the Supreme Court, a curious turn was added to the Tehelka tape scandal. The Centre submitted before a commission probing the scandal that the question of journalistic ethics of the portal in carrying out the sting operation fell outside the panel's scope of inquiry.

The contention marks a departure from the stand of the NDA government which had questioned the motives of Tehelka by alleging that it used "unethical" means to lure politicians into the trap.

The Centre today said the commission's scope was limited to establishing whether allegations that bribes were paid in defence deals are true or not. The government also said that allegations of violations of financial laws were not in the commission's ambit.

Several NDA leaders who have made an issue of the "tainted" ministers are linked to the Tehelka scandal. The term of the commission expires on Sunday. A meeting of the cabinet committee on political affairs on extending the tenure deferred a decision.

THE TELEGRAPH

THE HINDUSTAN TIMES

CBI nationwide raids net Rs 9 cr

Case against road project official accused by Satyendra Dubey

HT Correspondent
New Delhi, September 29

IN A nationwide swoop on corrupt officials, the CBI today seized Rs 9 crore in cash, jewellery and shares. It also booked cases against scamster Abdul Karim Telgi and a former project officer of the National Highway Authority of India, accused of corruption by Satyendra Dubey.

The case against the NHAI official relates to alleged bungling in a project in which Dubey was an engineer. Dubey was murdered after writing to then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee about corruption in the project.

"During the raids at 147 places, some of which are yet to be completed, we have seized cash, jewellery and shares to the tune of Rs 9 crore, and the figure may go up," CBI director U.S. Misra told reporters here at a hurriedly called Press conference. In all, 65 cases were registered against 190 people.

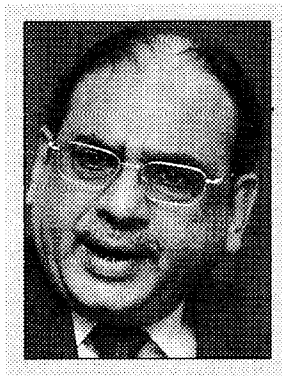

As the CBI is required to seek government permission before investigating any senior official, the secrecy of the investigation is compromised

— CBI director U.S. Mishra

Listing the highlights of today's operation, Misra said though the murder of Dubey turned out to be a simple roadside robbery, the agency was investigating every aspect of the letter he had written to Vajpayee about the bungling in the execution of the highway project in Bihar.

Following this, the CBI today registered a case of alleged bungling and named former project director of NHAI S.K. Soni and a retired army brigadier in the case. Searches were carried out at their residences, Misra said.

Raids were simultaneously carried out in major cities across the country as part of the agency's drive to check corruption among government officials.

CBI sleuths arrested a passport clerk in Hyderabad for allegedly accepting passport forms in bulk along with bribe. Searches were on against additional commissioner of the Municipal Corporation of Delhi, R.M. Singh, and the medical superintendent of the Rao Tula Ram Hospital.

Scamster Abdul Karim Telgi has yet another case against him when the CBI on Wednesday booked him for allegedly obtaining a duplicate passport from Mumbai on the basis of forged papers.

ARVIND YADAV/HT

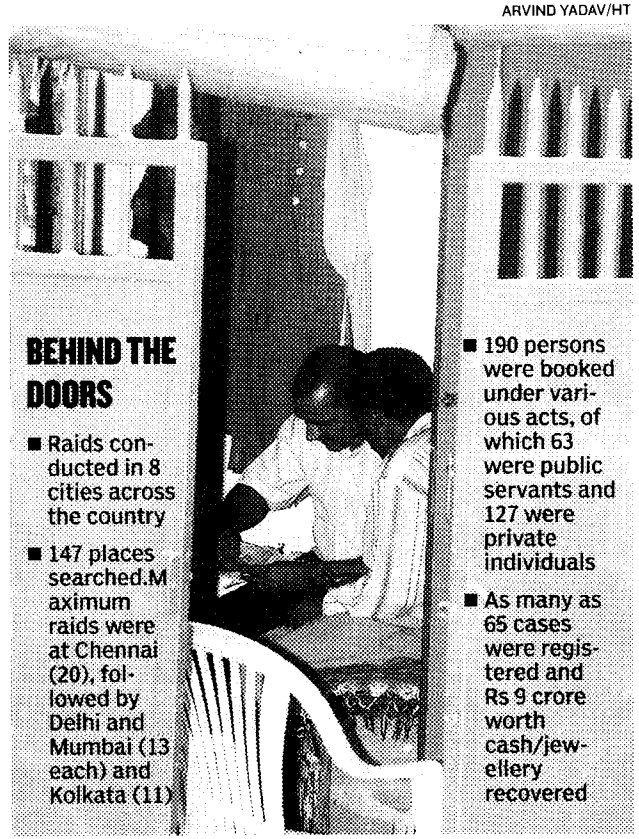

BEHIND THE DOORS

- Raids conducted in 8 cities across the country
- 147 places searched.Maximum raids were at Chennai (20), followed by Delhi and Mumbai (13 each) and Kolkata (11)
- 190 persons were booked under various acts, of which 63 were public servants and 127 were private individuals
- As many as 65 cases were registered and Rs 9 crore worth cash/jewellery recovered

CBI officers at MCD additional commissioner Rajmohan Singh's residence in New Delhi on Wednesday.

মার্কশিট জাল, কমিশনের ভুলে উধাও ১৭০ জন

স্টাফ রিপোর্টার: জাল মার্কশিটধারী প্রায় পৌনে দু'শো জনকে হাতের নাগালে পেয়েও ধরা গেল না স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিশ্চেষ্টতায়। বর্ধমানে কমিশনের পূর্বাঞ্চল দফতর এবং মালদহে উত্তরাঞ্চল দফতর এই ব্যাপারে কোনও এফ আই আর-ই দায়ের করেনি। ফলে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মার্কশিট জাল করার একটি বড় চক্র পুলিশের নাগালের বাইরে থেকে গিয়েছে।

গত বছর শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় প্রায় ২০০ মার্কশিট দেখে সন্দেহ হয় স্কুল সার্ভিস কমিশনের। ওই মার্কশিটগুলিতে ছাপ ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। কমিশন সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠায়। কমিশনের কেন্দ্রীয় দফতরের চেয়ারম্যান অরুণকিরণ চক্রবর্তী পরে জানান, ওই ২০০ মার্কশিটের মধ্যে ১৭০টিই জাল বলে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের জানিয়েছে।

ওই চাঞ্চল্যকর ঘটনার পরেও কমিশনের পক্ষ থেকে পুলিশে নির্দিষ্ট ভাবে অভিযোগ করা হয়নি। বর্ধমানের এ এস পি সুপার শিবশঙ্কর দত্ত এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি। কিছু জানাতে পারেননি কমিশনের পূর্বাঞ্চল দফতরের চেয়ারম্যান তপন দত্তও। তিনি বলেন, "গত বছর ঠিক কী ঘটেছিল কিংবা এফ আই আই করা হয়েছিল কি না, তা আমার জানা নেই।" ইংলিশবাজার থানাতেও এই ব্যাপারে এফ আই আর করা হয়নি। কমিশনের উত্তরাঞ্চল দফতরের চেয়ারম্যান বিবেকানন্দ প্রধান এই নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

অরুণকিরণবাবু শুক্রবার বলেন, "জাল মার্কশিটগুলি বেশির ভাগই এসেছিল কমিশনের পূর্বাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল দফতরে। তাই থানায় নির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করার দায়িত্ব ছিল ওই দুই দফতরেরই। তারা যে তা করেনি, তা-ও আমাকে জানায়নি। যা-ই হোক, এই বিষয়ে খোঁজখবর নেব।"

জাল মার্কশিট হাতে পেয়েও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই ক্ষেত্রে কেন এফ আই আর করেনি, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন পরীক্ষা-নিয়ামক ওঙ্কারসাধন অধিকারী। তাঁর কথায়: বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই সব ক্ষেত্রে জাল মার্কশিটধারী ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রই ছিল না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের নাম-ঠিকানা থাকে না। ফলে পুলিশকে বিষয়টি জানানো গেলেও নির্দিষ্ট ভাবে অভিযোগ করা সম্ভব হয় না। যাঁরা মার্কশিট যাচাই করতে পাঠাচ্ছেন, তাঁদের কাছে ওদের নাম-ঠিকানা থাকে। তাই পুলিশে অভিযোগ জানানো উচিত তাঁদেরই। যে-সব ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ভুয়ো মার্কশিট বা ডিগ্রিধারীর নাম-ঠিকানা পায়, সেই সব ক্ষেত্রে থানায় নির্দিষ্ট অভিযোগ করা হয়। উদাহরণ হিসাবে তিনি সাম্প্রতিক কালে কয়েক জন আইনজীবীর ভুয়ো মার্কশিট সম্পর্কে জোড়াসাঁকো থানায় অভিযোগ জানানোর কথা বলেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকপদের আবেদনকারীদের মার্কশিট, শংসাপত্রও খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাল মার্কশিট নিয়ে ভূরি ভূরি অভিযোগ আসায় সরকার উদ্বিগ্ন। শিক্ষা দফতরের এক অফিসার বলেন, "কোনও মতেই যাতে জাল মার্কশিট নিয়ে কেউ শিক্ষকতার চাকরি করতে না-পারে, সেই ব্যাপারে আমরা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদকে সতর্ক করে দিয়েছি। কোনও মার্কশিট বা শংসাপত্র নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলেই বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডকে দিয়ে তার সত্যতা যাচাই করতে হবে। জাল মার্কশিট নিয়ে শিক্ষকতা করছেন, এমন কেউ ধরা পড়লে স্কুল ও পর্ষদকে এফ আই আর করতে বলা হয়েছে।"

ANADABAZAR PATRIKA 26 SEP 2004

২০০ কোটির স্লিপার দুর্নীতি: সি বি আই তদন্ত লালুর

মোদির বিরুদ্ধে গোধরা-গোপনীয়তা ভঙ্গের অভিযোগ

পাটনা, ৮ সেপ্টেম্বর (পি টি আই)— প্রাক্তন রেলমন্ত্রী নীতীশ কুমারের আমলে ২০০ কোটি টাকার স্লিপার দুর্নীতির তদন্ত দ্রুত সারতে সি বি আইকে নির্দেশ দিলেন লালুপ্রসাদ। রেল মন্ত্রকের স্থায়ী কমিটির রিপোর্টে সম্প্রতি এই দুর্নীতির কথা ফাঁস হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ইতিমধ্যেই তুলে দেওয়া হয়েছে সি বি আইয়ের হাতে এবং তারা কাজও শুরু করে দিয়েছে। লালুপ্রসাদ আজ এখানে সাংবাদিকদের এ খবর দিয়ে বলেন, রেলের স্লিপার কেনায় বিপুল টাকা নয়ছয়ের কথা অডিটর জেনারেলের রিপোর্টেও স্বীকার করা হয়েছে। এদিকে, গোধরা বিতর্কে বি জে পি-র বিরুদ্ধে পাল্টা তোপ দেগে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সরকারি গোপনীয়তা রক্ষা আইন ভাঙার অভিযোগ এনে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবি জানিয়েছেন লালু। তাঁর প্রশ্ন, গোধরা হত্যাকাণ্ডের ফের তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে গুজরাট ফরেনসিক আধিকারিকের সহঅধিকর্তা এম এস দাহিয়ার সঙ্গে টেলিফোনে তাঁর কথাবার্তার রিপোর্ট বি জে পি নেতা সুশীল মোদির হাতে গেল কী করে? মুখ্যমন্ত্রী মোদিকে কটাক্ষ করে লালু বলেন, সম্ভবত এক মোদিই আরেক মোদির হাতে পৌঁছে দিয়েছেন।নীতীশ কুমার এখানে সাংবাদিকদের বলেন, 'সি বি আই তদন্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। কোনও বেনিয়ম হয়নি। অতএব ভয় পাওয়ার কিছু নেই।' লালুপ্রসাদ সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন, দুর্নীতির বহু তথ্য প্রাথমিকভাবে হাতে এসেছে। তদন্তের পর বড় চক্রের হদিশ মিলবে। নীতীশ কুমার ব্যক্তিগতভাবে কেলেঙ্কারিতে জড়িত কিনা, সে ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি লালু। তবে ইঙ্গিত দিয়েছেন, বেশ কিছু বড় মাথাও দুষ্টচক্রে জড়িত ছিল। গোধরা তদন্তকে প্রভাবিত করতে চাইছেন বলে রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদের বিরুদ্ধে গতকাল অভিযোগ তুলেছেন বি জে পি-র সহ-সভাপতি সুশীল মোদি। তাঁর দাবি, নানাবতী কমিশনের উচিত লালুকে তলব করা। এর জবাবেই সরকারি গোপনীয়তা আইন ভঙ্গের অভিযোগ এনেছেন লালুপ্রসাদ। দাহিয়াকে ফোনের কথা আদৌ অস্বীকার করেননি। বলেছেন, 'ফরেনসিক রিপোর্টের খুঁটিনাটি জানতেই ফোন করেছিলাম। এমনকি, রেলরক্ষী বাহিনীর অধিকর্তাকেও পাঠিয়েছিলাম ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। দাহিয়াকে দিল্লি আসতেও অনুরোধ জানাই।' কিন্তু কথাবার্তার খুঁটিনাটি নিয়ে গুজরাটের স্বরাষ্ট্র কমিশনারকে পাঠানো দাহিয়ার চিঠি ফাঁস হল কীভাবে? উল্লেখ্য, গতকাল মোদি এই চিঠির জেরক্স সাংবাদিকদের দেখিয়েছেন।

AAJKAL

9 SEP 2004

Thatcher son funded coup to control oil

Associated Press
Malabom, August 26

HATCHED BY Old Etonians and other members of the British political and financial elite, an alleged scheme to seize control of this oil-rich nation was no ordinary African coup plot, according to witnesses and prosecutors.

The plan as outlined in a trial that began on Monday: send in a motley crew of European, Asian and African mercenaries to oust the 25-year ruler of what is widely considered one of the world's most corrupt regimes. The prize: control of Africa's third-largest oil producer. But if there was any plot, it went disastrously wrong.

Mark Thatcher, the 51-year-old son of former British Prime Minister Margaret Thatcher, found himself detained in his pajamas Wednesday at his South African home and later charged with helping to finance the plot, which African authorities said they foiled in March. Investigators said that Thatcher was preparing to flee South Africa when he was arrested.

He was planning a hasty exit when investigators swooped down on his luxurious home in a Cape Town suburb on Wednesday and searched the premises, armed with an arrest warrant, said Sipho Ngwema, spokesman for the Scorpions elite investigating unit. Ngwema confirmed a report in the Johannesburg newspaper This Day that Thatcher had sold four luxury vehicles, put his house on the market for $3.3 million and reserved flights for his Texan-born wife and two children to the US on Monday.

Ngwema, however, would not confirm reports that Thatcher had put up some $275,000 to topple President Teodoro Obiang Nguema, the long-serving ruler of the central African nation, where huge oil reserves were discovered recently.

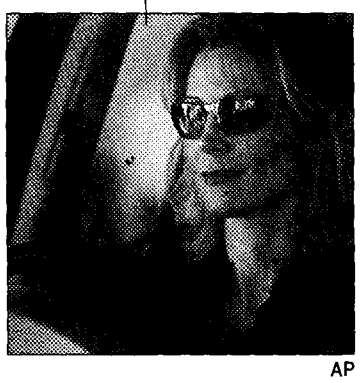

AP

Mark Thatcher's American wife, Diane, drives out of their house in Cape Town on Thursday.

Thatcher, an ex-race car driver who has been dogged by accusations of questionable arms deals and shady ventures, was placed under house arrest but not before he was robbed of his shoes, jacket and cell phone in a crowded holding cell. Police recovered the items.

Thatcher's attorney said his client was cooperating with authorities. "Mr Thatcher is not guilty of any allegations," attorney Alan Bruce-Brand said.

Equatorial Guinea had taken steps toward Thatcher's extradition, a lawyer for the government said. No arrest warrant has yet been announced.

But 89 other suspects, including Britons and South Africans, already are on trial — 19 in Equatorial Guinea and 70 in Zimbabwe, having come to the worst pass an accused soldier of fortune can reach — chained hand and foot in dank African prisons, facing possible decades in prison, and, for one defendant, possible execution.

UK varsities mark up foreign students

Vijay Dutt
London, August 1

THE BELIEF in the infallibility of British degrees has been severely eroded with a report that some cash-strapped institutions, including a few Oxford colleges, are awarding degrees to students who should be failed.

The "degree for sale" scandal stretches from the prestigious colleges to the former polytechnics and includes undergraduate and post-graduate degrees, according to *The Observer*.

So far, it has been widely known that most universities encourage admission of foreign students even with less marks because they have to pay on an average seven times more fee than the local ones. But the paper now alleges staff are being put under pressure to pass foreign students studying for Master's degrees because the income from them keep many universities afloat.

The number of foreign students is estimated to be over 33,000 and income from the non-EU ones to be over £600 million. The number of Indian students is around 2,000, second only to the Chinese. As against the income from the overseas students, universities lose around £5,000 on each UK student in the form of subsidies.

Professor Richard Wynne of Bournemouth University, who heads its design, computing and engineering department, emailed staff telling them to minimise the number of failures because of a drop in applications. The university is fully backing the professor, saying his e-mail urges a closer scrutiny of borderline students.

Even some Oxford colleges have, it is alleged, "climbed aboard the graduate-student bandwagon". A literature don is quoted saying it was "nigh on impossible to fail a Master's degree, regardless of the quality of the student". But a statement from Oxford disputed this.

THE HINDUSTAN TIMES

2 AUG 2004

THE STATESMAN

SC notice to Mayawati in Taj case

Press Trust of India

NEW DELHI, July 19. — The Supreme Court today issued notices to former Uttar Pradesh chief minister and BSP supremo Miss Mayawati and two other officials on a petition challenging an Allahabad High Court order granting them anticipatory bail in the multi-crore Taj Heritage Corridor scam.

Taking note of an SLP filed by advocate Mr Ajay Kumar Agrawal, the Bench also issued notices to her then principal secretary Mr PL Punia and former UP environment secretary Mr V K Gupta.

The CBI had originally registered a case of alleged irregularities in the construction of the Rs 175-crore Taj corridor linking five historical places in Agra, including the Taj Mahal and the Agra Fort. The High Court had given relief to Miss Mayawati and others on their petition seeking quashing of the FIR. The CBI had sought time to complete the probe into the disproportionate assets case against Miss Mayawati as ordered by the Supreme Court. The Bench granted the CBI three months time to complete the probe into the case. The Court also took strong exception to the manner in which the officers, Mr Punia, Mr Gupta and Mr RK Sharma, have been suspended, reinstated and then put on compulsory

Gandhi Azad to lead in case of arrest

NEW DELHI, July 19. — Fearing a possible arrest in the Taj Corridor case, Miss Mayawati has indicated to her partymen that Rajya Sabha member Mr Gandhi Azad would lead the party in the event of her imprisonment. Highly placed party sources said she gave the indication at the meeting of the party's state and district presidents and office bearers here yesterday. In her marathon four-and-a-half hour address, she spoke yesterday of her possible arrest and said that Mr Azad would "carry her message to the people".

Sources said that former UP advocate general Mr SC Mishra who was recently made the BSP general secretary, will look after the legal aspects of her cases. Mr Mishra has already represented her in theTaj Corridor case.

BSP spokesman Mr Sudhir Goyal, however, sought to clarify the developments, saying: "Mr Azad would only be acting as a bridge and coordinator between Miss Mayawati and the party workers in the event of her arrest." — PTI

20 JUL 2002

অস্বস্তির আশঙ্কায় পবিত্র-বিতর্ক এড়াচ্ছে সিপিএম

স্টাফ রিপোর্টার: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য পবিত্র সরকারের 'ডক্টরেট' ডিগ্রি নিয়ে মামলা হলে দল আরও অস্বস্তিতে পড়তে পারে, এই আশঙ্কায় বিষয়টি কাঁধ থেকে একদম ঝেড়ে ফেলছে সি পি এম। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই বিতর্কে পবিত্রবাবুর পাশে দাঁড়ালেও সি পি এম কোনও ভাবেই এ বিষয়ে আর জড়াতে চায় না। দলের নেতৃমহলে এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে।

পবিত্রবাবু দলের অনুগামী হলেও তাঁর ডিগ্রি বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চায় না সি পি এম। এমনকী পবিত্রবাবুর পিএইচ ডি ডিগ্রি পাওয়ার ব্যাপারে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস তাঁর সঙ্গে ইতিমধ্যে কথাও বলেছেন। পবিত্রবাবু তাঁকে জানিয়েছেন, পিএইচ ডি পাওয়ার জন্য তিনি মৌখিক পরীক্ষাও দিয়েছিলেন। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষার কোন পর্যায় পর্যন্ত তিনি দিয়েছিলেন, সি পি এমের নেতৃত্বের কাছে তা পরিষ্কার নয়। দলে বিষয়টি নিয়ে বিস্তর ধন্দও আছে। তা ছাড়া বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ ডি ডিগ্রির পাওয়ার প্রক্রিয়াটাও সি পি এম নেতৃত্বের অজানা।

শুক্রবার সি পি এমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকের পরে অনিলবাবু বলেন, "পবিত্র সরকারের ব্যাপারে যে-বিতর্ক উঠেছে, তা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়। এর সঙ্গে আমরা রাজনীতিকে জড়াতে চাই না। বিরোধী দলগুলি বিষয়টিকে রাজনৈতিক ময়দানে টেনে আনতে চাইছে। কেউ কেউ বলছেন, তাঁরা মামলা করবেন। তা তাঁরা করতেই পারেন। সে-ক্ষেত্রে আদালতেই ফয়সালা হবে।"

অথচ পবিত্রবাবু ওই 'পিএইচ ডি ডিগ্রি' ব্যবহার করেই রিডার হয়েছিলেন। সি পি এম নেতারা মনে করছেন, ওই সময়ে যাঁরা একই সঙ্গে রিডার-পদের প্রার্থী হয়েছিলেন, তাঁদের কেউ এখন মামলা করলে সেটা গুরুতর ব্যাপার হয়ে যেতে পারে। তাই এই বিষয়টি থেকে সি পি এম গোটা দলকেই সরিয়ে নিতে চাইছে।

মুখ্যমন্ত্রী পাশে দাঁড়ানোয় পবিত্রবাবুকে 'রাজনৈতিক আশ্রয়' দেওয়া হচ্ছে বলে যে-অভিযোগ উঠেছে, সেই প্রসঙ্গে অনিলবাবু বলেন, "রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রশ্ন ওঠে না। মুখ্যমন্ত্রী তো শুধু প্রশাসনের মাথা নন, তিনি আমাদের দলের নেতাও। পবিত্রবাবুর দক্ষতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, তার সঙ্গে আমরা সহমত পোষণ করি। যে-সমস্যাটি দেখা দিয়েছে, তা শিক্ষা সংক্রান্ত। তাই এই সমস্যা মেটাতে শিক্ষক ও বিদ্বজ্জনদেরই এগিয়ে আসতে হবে।" বামফ্রন্টের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনাও খারিজ করে দিয়েছেন অনিলবাবু।

এ দিকে, পবিত্রবাবু পিএইচ ডি ডিগ্রি না-পেয়ে তা ব্যবহার করে শিক্ষা জগতের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন বলে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বি জে পি আলাদা আলাদা ভাবে অভিযোগ তুলেছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে বি জে পি সোমবারেই হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করবে বলে এ দিন জানিয়েছেন দলের রাজ্য সম্পাদক রাহুল সিংহ। আবার বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, আগামী সপ্তাহেই তাঁরা পবিত্রবাবুর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করছেন।

এ দিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সামনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ পবিত্রবাবুর কুশপুতুল পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের দাবি, পবিত্রবাবুকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পদ থেকে সরাতে হবে। তাদের হুমকি, ২৪ জুলাই পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে পবিত্রবাবুকে ঢুকতে দেবে না তারা।

রায়গঞ্জ থেকে **নিজস্ব সংবাদদাতা** জানাচ্ছেন, ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পবিত্র সরকার পিএইচ ডি-র সার্টিফিকেট দেখাতে না-পারলে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছে সি পি এমের যুব সংগঠন ডি ওয়াই এফ। বিরোধীদের সুরেই সুর মিলিয়ে এ দিন ডি ওয়াই এফের রাজ্য সম্পাদক অসিতাঙ্গ গঙ্গোপাধ্যায় রায়গঞ্জে বলেন, "পবিত্রবাবুকে প্রমাণপত্র দেখাতে হবে। আমরা সময় দিলাম। তার মধ্যে তিনি কাগজপত্র দেখাতে না-পারলে আন্দোলনে নামব।" এ দিন দুপুরে ডি ওয়াই এফের এক অনুষ্ঠানে গিয়ে রায়গঞ্জের নেতাজি পল্লিতে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি হলে তিনি এ কথা ঘোষণা করেন।

CBI probes Naik role in pump allotment scam

Dalip Singh
NEW DELHI 14 JULY

PETROL pumps have returned to haunt former Union petroleum minister Ram Naik. And this time, he may be courting even more trouble. Mr Naik, who survived a raging controversy when his ministry was accused of allotting petrol pumps to Sangh Parivar members and sympathisers in a scam that shook the NDA government two years ago, is now under CBI's scanner for allegedly going out of his way to favour a retail dealer from Maharashtra.

NAIK

CBI registered a preliminary enquiry —a prelude to an FIR— on June 29, accusing Mr Naik, of misusing his official position to favour a petrol pump dealer while he was petroleum minister. Mr Naik lost the Lok Sabha polls to matinee idol Govinda this year. CBI has alleged in its preliminary enquiry, a copy of which was given to the petroleum ministry, that the former minister had "directed" the restarting of an HPCL petrol pump in Jalgaon, Maharashtra. The outlet, owned by a Mr A.G. Kulkarni, had been shut down for selling adulterated fuel.

That this outlet was selling adulterated fuel had apparently been noticed by HPCL officials more than three years ago. During a random check, HPCL officials had picked up samples from Mr Kulkarni's pump and found his high-speed diesel was adulterated, ministry sources said. As a fallout, HPCL had ordered that the pump remain shut for a month.

However, the pump was found selling adulterated high speed diesel during another raid some time in 2001 or 2002, ministry sources said. Finding that the pump-owner was allegedly violating petroleum laws repeatedly, HPCL cancelled its licence on February 12, 2002, ministry sources said.

CBI has alleged that under the "directions" of then-minister Ram Naik, the pump's licence was restored, ministry sources said. The petrol pump again started selling adulterated high-speed diesel, inviting action from the company. Sources said sales were terminated for the third time thereafter. But Mr Naik's ministry again intervened and reportedly asked HPCL (on September 30 last year) to allow the pump to function.

The Economic Times

Political nexus in stamp scam under scrutiny

By S. Vijay Kumar

MADURAI, JULY 14. The Central Bureau of Investigation will soon probe the political angle in the fake stamp paper scam.

Three officials, including the Deputy-Inspector General of Police (CB-CID), A.P. Mohamed Ali, were arrested on July 1. The agency is expected to follow up on "specific" information on a couple of politicians, including a first-time MP, in the multicrore "transactions". A high-level team is expected to arrive in Chennai this weekend to finalise the plan of action, according to a top police official.

The allegation is that the leaders "facilitated" the flow of fake stamp papers in Tamil Nadu, "brokering" deals with top police and revenue officials. One of them was even associated with the prime suspect, Abdul Karim Telgi. "Apart from the confessional statements of the accused already in custody, the police have gathered clinching evidence to prove the involvement of the duo," the official pointed out.

The CBI is preparing to conduct raids on the premises of some persons in southern districts, suspected to be "close" to Mr. Ali and two others. The investigators are closing in on a few State Government officials, who were "hand-in-glove" with the suspects.

Meanwhile, police sources in Virudhunagar district claimed that the July 9 arrest of Mahaboob John, a former printing press owner at Sivakasi, was an operation of the Corps of Detectives attached to the Karnataka police. Though the kin of the accused maintained that the police in plainclothes claimed to be CBI sleuths, it was actually the CoD, who secured John in connection with a 2002 case of printing fake stamp papers and counterfeit currency notes in the Yashwanthpur police station limits in that State. The sources said the search for two others was still on.

THE HINDU

JUL 2004

THE HINDU

Stamp scam: police officers, insurance officials held

By Our Special Correspondent

NEW DELHI, JULY 1. The Central Bureau of Investigation (CBI) today carried out searches at the residential and official premises of a number of public servants, including senior police officers and executives of public sector insurance companies at Chennai and Hyderabad. It has arrested four persons — a DIG of police, an Assistant Commissioner of Police and two officials of public sector insurance companies.

The searches and arrests were carried out in connection with the investigations into 48 cases of fake stamps, registered by the CBI on transfer from various States in pursuance to the orders of the Supreme Court.

In Chennai, A.P. Mohamad Ali, DIG, S. Sankar, ACP, and administrative officer of the Life Insurance Corporation, Ramaswami Sadhu, were arrested. In Hyderabad, former administrative officer of the National Insurance Company, A. Venkateswar Rao, was held.

In Chennai, fake stamps were being sold by a licensed stamp vendor through his firm, Marina Services, operating from Anna Nagar. Both the cases were initially registered by the Crime Branch CID, Chennai, in 2002 but the probe was not pursued along proper lines, CBI sources claimed here.

Although the Crime Branch CID, Chennai, had arrested the stamp vendor in April 2002, the police officers could recover only fake stamps worth about Rs. 5,000, whereas the authorities in Karnataka recovered fake stamps to the extent of Rs. 170 crores in October 2002 from the same person in Chennai. As a result of the alleged inaction on the part of the local police, the vendor managed to come out on bail and continued the illegal operations, as a part of the organised network of the prime accused, Abdul Karim Telgi, according to a CBI spokesperson.

To bring out the nexus between the suspect police officials and the crime syndicate of Telgi, searches were conducted today at the residential and official premises of the DIG, Crime Branch, CID, Chennai and the ACP, Anti-Dowry Cell, Chennai, who was the Investigating Officer of the cases registered by the Chennai police initially. The CBI said incriminating documents had been seized. Both the DIG and the ACP have been arrested and are being subjected to custodial interrogation.

The investigation has revealed the involvement of a number of officials of public sector insurance companies, who reportedly had a close association with Telgi and his associates. Besides, they had allegedly connived with the gang and actively facilitated the illegal sale of fake stamps.

Searches were conducted on the premises of Mr. Sadhu, LIC officer, in Chennai. He allegedly facilitated the sale of fake insurance stamps, running into crores of rupees by Telgi and his associates to various offices of the LIC in Chennai and other places in Tamil Nadu between 1998 and 2002. The companies of Telgi, established for this purpose at Chennai, included M/s Marina Services, Sahara Services, Paramount Services and Bharat Enterprises. Other outlets included Rockfo Services at Tiruchi, Meenakshi Services at Madurai and Blue Mount Services at Coimbatore. Mr. Sadhu has been put under arrest.

At Hyderabad, searches were conducted at the residence as well as the earlier office of the then administrative officer, National Insurance Company Ltd., Hyderabad, A. Venkateswar Rao, in another fake stamp case. While posted as the administrative officer in the Hyderabad Regional Office of National Insurance Company (NIC), he had written a letter addressed to all the Divisional Offices of the NCI, recommending the name of M/s SAM's Services for procurement of insurance and revenue stamps. A copy of this letter was given only to the representatives of this firm but the letter was never sent officially to any Divisional Office.

Copies of this letter were presented by the representatives of M/s SAM's Services, whenever they approached the office of NIC for obtaining purchase orders for supply of insurance/revenue stamps.

It was established earlier during the investigation that M/s SAM's Services was being operated by the close associates of Telgi and the stamps supplied by this company were fake. Thus, the then administrative officer of NIC had allegedly aided, abetted and facilitated the illegal acts of accused persons involved in the sale of fake stamps in Andhra Pradesh. During the searches at the premises of the NIC official, incriminating documents, including the visiting cards of the representatives of M/s SAM's Services were seized. He has been also been arrested.

Ceasefire extended

GUWAHATI, JULY 1. The Assam Government has extended for one more year the ceasefire with the Adivasi Cobra Militant Force (ACMF) from today, an official notification said.

The decision followed the Government's discussion with the chairman and 'commander-in-chief' of the Cobra force, it said.

The Government had earlier declared ceasefire with the outfit to bring about peace in the Adivasi-dominated lower Assam. — PTI

Land link in marks scam

BAPPA MAJUMDAR AND SOUMI BHATTACHARYA

Santiniketan/Calcutta, June 29: Dilip Sinha claims he did not know Mukti Deb before 1997, but the CID has pieced together evidence that suggests the two met as early as 1991.

During interrogation after his arrest — for alleged involvement in appointing Deb lecturer on the basis of fake marksheets — and even before, the former Visva-Bharati vice-chancellor had maintained that he could vaguely remember her.

She was just "another candidate" who appeared for an interview in 1997 before a board, which gave her the job.

Investigators then concentrated on Deb. "She broke down in the face of intense questioning and confessed that she knew Sinha for a long time," a senior CID official said.

"We had a hunch about their long-term association. Now we have some evidence and are working on more clues to strengthen our case."

The CID has documents that show Deb had done a UGC fellowship under Sinha in 1991-92 when he was Rashbehari professor at Calcutta University.

"In fact, Sinha was also supposed to send appraisal certificates every two-and-a-half months to the UGC. So there is no question about the fact that they knew each other," said a senior officer.

A CID team recently found that Deb bought a plot on the outskirts of Bolpur in 1992 and built a house there after being appointed lecturer in 1997.

In 1994, Sinha bought an adjacent plot at a nominal price. The former VC bought six cottahs along with three relatives.

CID officials said Deb also helped two of Sinha's friends in senior positions in Vidyasagar University and Jadavpur University get plots for amounts ranging between Rs 7,000 and Rs 10,000 per cottah. "...There is no doubt that both of them knew each other for a long time," inspector-general (CID) Bhupinder Singh said.

Visva-Bharati authorities have decided to scan 37 appointments during Sinha's tenure. Current vice-chancellor Sujit Basu said all documents would be thoroughly checked for any irregularities. "Our investigations are on in full swing," he added.

For yet another day, CID officials could not question Sinha, who was shifted to an intensive care unit following chest pain last night.

"We had put him in a general bed, but his deteriorating condition forced us to shift him back to the ICU. He will be under strict observation for another four-five days. But he has been responding well to treatment," said an attending doctor.

■ **See Page 9**

THE TELEGRAPH

Enough is enough! V-B to review all appointments

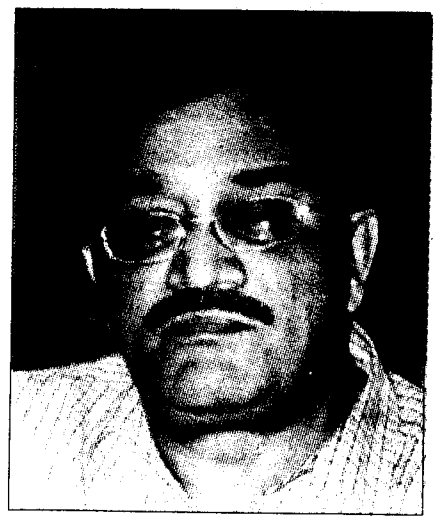

Prof. Sujit Basu: This is a real eye-opener

Pranesh Sarkar in Santiniketan

June 28. — Enough is enough, seems to be the message from Tagore's abode of peace reeling under the former Visva-Bharati vice-chancellor and his protege's arrest that came within months of the sensational theft of the poet's Nobel medallion.

Visva-Bharati vice-chancellor Prof. Sujit Kumar Basu today ordered the setting up of a committee to inquire into all academic appointments made during Dilip Kumar Sinha's tenure as vice-chancellor. University officials said the committee had been asked to find out whether illegal appointments were made, as in the case of Ms Mukti Deb who was appointed as lecturer in the mathematics department in 1997. She was recently dismissed by the university on charges of submitting fake B.Sc and M.Sc marksheets. An FIR was lodged against her on 31 May.

Sleuths investigating the matter suspect that Sinha, the then vice-chancellor, had a hand in her appointment. Sinha and Ms Deb were arrested three days ago. The two were remanded in police custody for 12 days on 26 June.

Prof. Basu told The Statesman: "This is a real eye-opener for us. We are trying to find out whether anybody else was illegally appointed, especially to academic posts, during that period. We have ordered the formation of a review committee. It will start work soon and look into each and every academic appointment between 1995-2001."

And not just the academic posts. Questions are being raised about the marksheets of a number of non-academic employees too.

A few senior university officials confirmed that a number of Group E employees had submitted Madhyamik certificates and marksheets issued by the Bihar board, before being promoted to Group D. The university is, apparently, thinking of inquiring into the matter after the recent incident.

Prof. Basu said: "It is not possible for me to comment about this right now. But I can say that academic recruitments between 1995-2001 will be reviewed as soon as possible."

'Nobel in Santiniketan'

Dilip Sinha

KOLKATA, June 28. — Visva-Bharati's former vice-chancellor, Dilip Sinha, has told the CID during interrogation that the burgled Nobel medal of Tagore is still in Santiniketan. "That's all and he has not spoken further," said Mr RK Mohanty, Additional Director-General, CID. Sinha's statement, he added, has not been conveyed to the CBI, which has been probing the heist since March.

The former V-C, arrested in connection with the fake certificate scandal, is now at SSKM Hospital. He had complained of a chest pain on his way from Bolpur to Kolkata last Saturday — PTI

Centre in touch with CBI, bureau keen to quiz Sinha

Fake teacher recruiters face probe

A STAFF REPORTER

Calcutta, June 27: The CID will question members of the panel headed by then Visva-Bharati vice-chancellor Dilip Kumar Sinha that cleared the appointment of Mukti Deb as an applied mathematics lecturer in 1997.

The multi-pronged questioning is aimed at digging out Sinha's association with Deb since her days as a UGC fellow in 1991. The former vice-chancellor's dealings with ex-registrar Dwijadas Bandopadhyay would also be looked into in connection with the affiliation scam.

Deb had furnished fake certificates attested by Sinha to secure the varsity appointment. Visva-Bharati had also issued affiliations to 40 fake institutes during Sinha's tenure. The affiliation fraud, which the CBI is investigating, is said to be worth crores.

Sources said the findings on Sinha as chairman of the selection committee and vice-chancellor have rattled the Union human resource development ministry. The department got in touch with CBI director U.S. Mishra after the arrest and apparently requested the Union home ministry for a CBI scan of Sinha.

A central team is scheduled to interrogate the former VC, who was admitted to SSKM Hospital yesterday after he complained about pain in the chest. "The CBI has informed us about its willingness to interrogate him," said R.K. Mohanty, the additional director-general of the CID.

With the court remanding the professor of applied mathematics in custody for 12 days, the sleuths should have ample time to interrogate once he is released from the hospital, he added.

Sinha was chairman of the five-member committee that gave the nod to the selection of Deb as a lecturer of applied mathematics. Investigators believe the panel members had been influenced by Sinha into believing that Deb was the best of two candidates to turn up for the interview.

"In the process, the most suitable candidate was left out. We are looking into how Sinha found his way to convince the selection committee members on this candidate and why they all agreed," said Mohanty.

Some of the members, the sleuths said, have admitted to being influenced by their "boss". Some of them have also said that they could not question Deb despite wanting to do so.

Sinha had attested Deb's certificates as the Rashbehari Professor of Calcutta University.

Besides looking for the means Deb took to procure the fake certificates, CID sleuths will probe all associations that the former vice-chancellor had with the woman who fared poorly at the Higher Secondary level. All her certificates beyond that are said to be false.

In 1991-92, Deb was awarded a UGC fellowship for applied mathematics under Sinha. There was a condition though. Sinha had to send an appraisal every two months. The CID is checking whether he did so.

Bandopadhyay, the former registrar who is in judicial custody, visited the institutes that applied for university affiliation to check out facilities. His association with Sinha, who was the VC then, is now under the scanner.

SSKM authorities ruled out any immediate interrogation of Sinha. "No one would be allowed to question him before five to six days," said Dr Monotosh Panja.

THE TIMES OF INDIA 28 JUN 2001

Forgery before eyes, cops sleep

OUR BUREAU

Santiniketan/Calcutta, June 27: For nearly a year, Calcutta police sat on a "confidential report" sent by Calcutta University stating that Mukti Deb, the arrested lecturer of Visva-Bharati University, had failed in her BSc exams and was never awarded a degree.

Former Visva-Bharati vice-chancellor Dilip Kumar Sinha, too, was held for his alleged involvement in appointing Deb on the basis of fake certificates and marksheets.

Visva-Bharati registrar Sunil Kumar Sarkar tonight said CU had informed them about Deb this April. "While sending us a detailed report about the arrested lecturer's credentials, CU also wrote to us saying that in July 2003 they had lodged a complaint with the commissioner of police after they found that Deb had never cleared her exams," Sarkar said.

Soumen Mitra, the then deputy commissioner of police (detective department), could not recall the complaint. "We will have to check properly to see whether we did receive any such complaint," he said.

CU vice-chancellor Asish Banerjee confirmed they had informed the police "a long time ago".

Early last year, Deb, a lecturer in applied mathematics, sought permission to do a PhD. Visva-Bharati authorities asked for her original certificates, which she could not produce. "She told us that she had lost her documents and, accordingly, we asked her to lodge an FIR with the police and submit a copy of a certified application seeking duplicate certificates from CU," Sarkar added.

Deb got in touch with a few "close friends" in CU, who asked her to submit her application and promised to take care of the rest. But her luck ran out when a senior CU official decided to probe deeper.

It was found that the registration number mentioned by Deb was false. She had not passed the BSc Part II examination in 1979, as she had claimed.

The CU authorities immediately informed Calcutta police, hoping they would conduct a probe. But the police did not.

Visva-Bharati found out when vice-chancellor Sujit Basu sought a detailed report about Deb from CU. "We were completely in the dark about this otherwise," he said.

The CID, which is investigating the case, has found that after failing in CU, Deb managed to get admission in Jadavpur University. She failed again.

"In the next few days, we will get a clear picture about the entire admission procedure and who all are involved in the scam," said CID inspector-general Bhupinder Singh.

Deb also managed to get hold of a document claiming she was awarded a fellowship from CU to work under Rashbehari Professor Dilip Kumar Sinha.

The CID is also looking into allegations that Deb got a person in Santiniketan to do all the critical problems before taking her classes. **(See Page 9)**

THE TELEGRAPH

28 JUN 2004

8 charged in stamp scam

STATESMAN NEWS SERVICE

NEW DELHI, June 26. — The CBI filed a chargesheet against eight accused in the multi-crore rupees stamp paper scam in the metropolitan court of Ahmedabad yesterday.

Chief metropolitan magistrate Mr NB Ranekshaw will hear the case on 30 June. Among those chargesheeted include associates of scam kingpin Abdul Karim Telgi: Daulat Singh Darbar, Kishore Patel, his wife Falguniben and Bebubhai Patel. Bebubhai's licence was used for circulation and sale of fake stamp papers.

Gujarat police registered a case on 9 October 2001 after it had recovered a stock of fake stamps and stamp papers. The case was later transferred to the CBI on the direction of the Supreme Court.

According to the CBI, the accused used to buy fake stamp papers and tickets from Sadiq Ibrahim alias Anwar alias Suresh Hudali from Karnataka and received a commission of 15 to 20 per cent.

Sadiq is now lodged in Bangalore Central jail. He was brought to Ahmedabad on a transfer warrant in May 2003. His interrogation led to the seizure of fake stamp papers worth Rs 8.57 crore in Ahmedabad.

The CBI said the accused were initially running two firms, Sadguru Krupa and Sahaya Services, in Ahmedabad for sale of fake stamps and stamp papers to corporate offices, banks and other financial institutions. The accused had recruited executives, telemarketing girls and delivery boys to run their business in an organised way. These executives and telemarketing girls took orders from corporate offices, banks and other financial institutions. Delivery boys delivered the fake stamp papers and collected payments from the business houses.

Abdul Karim Telgi

In another fake stamp case relating to Telgi, CBI sleuths have arrested one of his aides in Bangalore.

Syed Mohiyuddin has been remanded in police custody till June 30. The CBI said fake stamp papers were being printed at Citizens Enterprises here by Telgi and his associates using the vending licence issued in the name of Mohiyuddin. The CBI has also seized documents linking Mohiyuddin to Citizens Enterprises.

THE STATESMAN 27 JUN 2004

তহলকা টেপ আসল, জানালেন লন্ডনের বিশেষজ্ঞ

নয়াদিল্লি, ২১ জুন: তহলকা টেপ সম্পূর্ণ আসল, এবং সেখানে বাইরে থেকে আলাদা করে কোনও শব্দ ডাবিং করে ঢোকানো হয়নি। টেপটি পরীক্ষা করার পর এই ঘটনার তদন্তে নিযুক্ত এস এন ফুকন কমিশনের কাছে এই গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট পাঠিয়েছেন লন্ডনের বিশেষজ্ঞ ম্যাথু জেমস ক্যাস। তিনি বলেছেন, টেপটিতে কিছু কাটছাঁট বা সম্পাদনা করা হয়েছে, কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবে তথ্য বিকৃত করা হয়েছে কি না, অথবা সম্পাদনার ফলে আদৌ মূল বিষয়বস্তু আমূল বদলে গিয়েছে কি না, তা কমিশন ঠিক করবে। কমিশনের প্রধান হিসাবে বিচারপতি ফুকন জানান, সকলের বক্তব্য শুনেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট প্রকাশের পরই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন তহলকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর তরুণ তেজপাল। সেইসঙ্গে তিন বছর ধরে পূর্ববর্তী সরকারের হাতে অহেতুক হেনস্থা হওয়ার জন্য তিনি ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন।

তিন বছর আগে এনডিএ সরকারের জমানায় তহলকা ওয়েবসাইটে প্রতিরক্ষা লেনদেন সংক্রান্ত দুর্নীতি বিষয়ে এই টেপে গোপনে তোলা ছবি প্রকাশিত হওয়ার পরই দেশ জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। তার জেরে সেই সময়কার প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজকে পদত্যাগ করতে হয়। টেপটি আদৌ আসল কি না তাই-নিয়ে তখন জোরদার সওয়াল করেছিলেন সমতা পার্টির নেত্রী জয়া জেটলি, সেনাবাহিনীর ৩ অফিসার-অনিল সেহগল, ইকবাল সিংহ ও পি এস কে চৌধুরী, ও ব্যবসায়ী আর কে গুপ্তা। এঁদের প্রত্যেকের ছবিই টেপে ছিল। তাঁরা অভিযোগ করেছিলেন, বাইরে থেকে আলাদা করে শব্দ বসিয়ে ও সম্পাদনা করে টেপে তথ্য বিকৃত করা হয়েছিল। তাঁদের বক্তব্যের ভিত্তিতে সম্পাদিত অংশের সঙ্গে ক্যামেরায় তোলা আসল অংশ মিলিয়ে দেখার জন্য ২০০৩-এর ৫ জুন টেপটি ক্যাসের কাছে পাঠানো হয়।

টেপের সঙ্গে একটি ব্রিফকেস ক্যামেরা ও একটি টাই ক্যামেরা তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছিল। ওই ক্যামেরাগুলি দিয়েই গোপন ছবি তোলা হয়। সব কিছু পরীক্ষার পর লন্ডনের বৈদ্যুতিন তথ্য বিভাগের অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর তথা ব্যুরো অফ ফরেনসিক সায়েন্সের ভিডিও-অডিও-ইমেজিং বিশেষজ্ঞ ম্যাথু জেমস ক্যাস ফুকন কমিশনকে ১৬ পাতার রিপোর্ট দিয়েছেন। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, "টেপটি সম্পূর্ণ আসল। এমন তথ্য পাওয়া গিয়েছে যার ভিত্তিতে নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, ঘটনাটি ঘটার মুহূর্তেই ছবি তোলা হয়েছে।" ম্যাথু আরও বলেছেন, "টেপে বিভিন্ন মানুষের কথোপকথন ও পারিপার্শ্বিক শব্দের মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে। কারিগরি ভিত্তিতে এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি যাতে বলা যায় বাইরে থেকে আলাদা করে শব্দ এখানে জোড়া হয়েছে।" উচ্চমানের প্লে-ব্যাক যন্ত্রে আসল টেপটি ভাল করে দেখে তার পর তার সম্পাদিত অংশের বিষয়ে কমিশনকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুপারিশ করেছেন ক্যাস।

এ দিকে, বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট প্রকাশের পর তহলকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর তরুণ তেজপাল জানিয়েছেন, "আমরা অনেকটা স্বস্তি পেলাম। কিন্তু এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা যে গত সাড়ে তিন বছরে আমাদের চূড়ান্ত নাজেহাল হতে হয়েছে এবং আমরা সবকিছু হারিয়েছি। এর থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়, কী ভাবে প্রশাসনের চাপে সব তদন্তকে আটকে দেওয়া হয়েছিল। সরকারের অনৈতিকতায় এতদিন তদন্ত কমিশনও তাদের কাজ ঠিকমতো করতে পারেনি।" এত দিন ধরে অহেতুক হেনস্থা হওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন তেজপাল। তিনি বলেছেন, সরকারের মাধ্যমে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কমিটি তৈরি করে তাঁদের দিয়ে ক্ষতির হিসেব করিয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। — পি টি আই

SUSPECT BUREAUCRACY-II

Instruments For Fighting Corruption Getting Blunted

By SANKAR SEN

The biggest factor behind the cancerous growth of corruption in civil service has been the unholy nexus that has grown up between the corrupt politicians and venal civil servants "babu-neta syndrome". This explains the rare unanimity among the politicians to nullify the Supreme Court's direction in the hawala case declaring the single directive null and void. It was a set of executive instructions issued by the central government, prohibiting the CBI from undertaking an inquiry or investigation against an officer of joint secretary and above in the central government, including those in public sector undertakings and nationalised banks, without prior sanction of the head of the department. However, all political parties agreed to bring the single directive back on the ground that officers at the decision-making level of the government require protection. The Central Vigilance Commission Bill, which has been passed in the Lok Sabha, (but not yet in Rajya Sabha) contains this vicious clause and seeks to derail the judgement of the Supreme Court.

Compulsions

Politicians have perhaps their own compulsions. Today, elections have become prohibitively expensive and also entry points for criminals in politics. Election expenditure is 20 to 30 times more than the legal ceiling prescribed. All over India it is estimated that Rs 7,000 crores are spent on elections to Parliament and state assemblies in five years. This expenditure can be sustained only when the return is high and return can be high only when high levels of corruption are sustained over a long period of time leading to institutionalisation of corruption.

In consequence, political masters rely on civil servants considered pliable and dependable. Honest officers are marginalised and dishonest officers get plum postings. Recently a senior officer listed as one of the most corrupt officers by the IAS Association of UP became the chief secretary of the state. Corruption in India, as the UNDP report says, leads to promotion and not prison.

Unfortunately, instruments for fighting against corruption are getting blunted. The CBI's charter has now been widened to deal with various other forms of cases not connected with corruption. With a strength of 600 to 700 investigating officers spread all over India, it cannot prosecute more than 1,000 corruption cases a year. This is hardly enough to make a dent, especially when such cases are decided after long years of trial. It is also unfortunate that anti-corruption

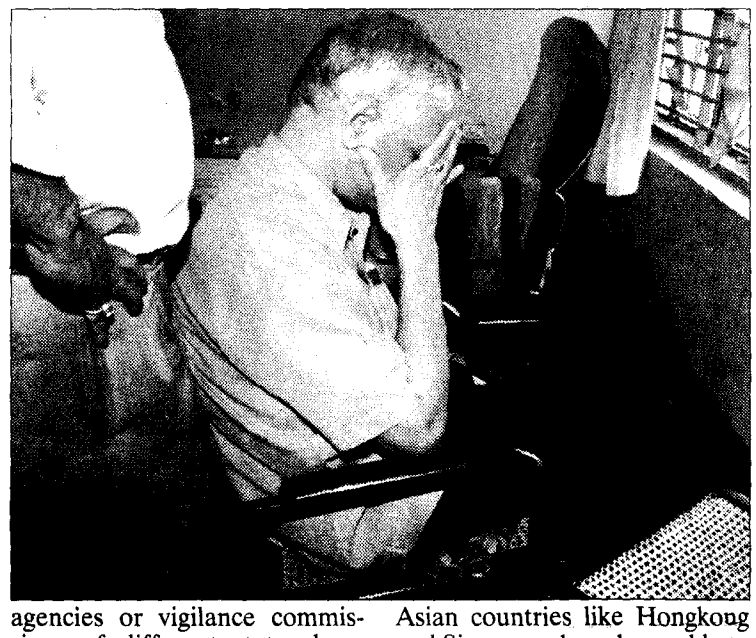

agencies or vigilance commissions of different states have become totally politicised and often utilised for political witch-hunts rather than preventing corruption.

In some states, it has become a practice to launch criminal cases against political opponents when a new party comes to power. Very few cases are thoroughly investigated and resolutely pursued in courts of law. As a result, political leaders charged with corruption are seldom brought to book. They only stand tarnished in the eyes of the public and develop a highly cynical attitude towards corruption. Even without a crystal ball, one can foresee the fate of cases launched by the Punjab government against Prakash Singh Badal.

Widespread

The head of the anti-corruption units in the states also acts as a hatchet man of the government. The vigilance chief is not permitted to submit a charge-sheet against any senior government officer without clearance by the government, and if the government servant involved (as is very often the case) is close to the powers-that-be, the permission is withheld. While overall control of the government over anti-corruption wings is understandable, control over the registration of cases and submission of final forms is contrary to the provisions of Criminal Procedure Code.

Today, corruption has become so widespread and all-pervasive that many people cynically believe that it is not possible to get out of the corruption trap. There are, however, success stories. Asian countries like Hongkong and Singapore have been able to complete the transition from high-corruption societies to low-corruption ones. Within the South Asian region, Bhutan has succeeded in keeping corruption at a low level.

The foremost requirement in the battle against corruption is to have a strong political will. No anti-corruption agenda will be successful if this is missing. So far the political masters have not displayed any resolute will to combat corruption. However, it is hoped that growing pressure of public opinion and international concern will force the hands of the politicians. The World Bank and IMF have openly condemned corruption and decided to accord greater priority to combat it in their programmes. In December, 1996, the UN General Assembly adopted a resolution calling upon its member states to take effective concrete action "to combat all forms of corruption, bribery and related illegal practices in international commercial transactions".

Successful anti-corruption strategies to stem the rot in the civil services must include: (i) A mechanism to identify the corrupt public servants without disclosing their names publicly. A provision to this effect in the Prevention of Corruption Act should help drawal of a list of corrupt public servants without legal acrimony; (ii) Confiscation of ill-gotten property. The Benami Transaction Prohibition Act, 1988 has remained a dead letter because the rules laying down the manner and procedures of acquiring benami property under the Act have been inexplicably not been framed; (iii) Public officials must submit every year a detailed break down of their assets position and tax returns. If the returns are carefully scrutinised and followed by swift inquiries against some of the known corrupt public servants living beyond their means, it will have a deterrent impact. The existing provision in the government servants conduct rules regarding submission of annual property returns is honoured in the breach; (iv) Exclusive anti-corruption courts for completion of trials within a time frame; (v) Provide immunity to informers. There is a need to have Whistle Blowers Act to ensure that whistle blowers are protected against retributive action.

Cornerstone

Many western countries have the Whistle Blowers Act to prevent employers from taking retributive action against the whistle blowers. In our country, the tragic case of Satyander Dubey is fresh in public memory. The Government of India's resolution (April 2004) now empowers the chief vigilance commissioner to act on the complaints of the whistle blowers and to protect them.

However, it is futile to hope that corruption can be eradicated by the government's efforts alone. Public vigilance is the cornerstone of any anti-corruption strategy. In the United Kingdom, bodies known as anti-corruption leagues have done useful work in educating the people and consolidating their will to resist corrupt practices. Citizens are fertile sources of information about where corruption is occurring. It is also necessary to evolve sound group norms and service ethics based on twin concepts of honesty and efficiency. The service associations instead of concerning themselves solely with the improvement of pay and career prospects must take initiatives in establishing such group norms.

(Concluded)

ROADSIDE ROBBERY: CBI

Four more arrested for Dubey murder

Statesman News Service

NEW DELHI, June 7. – The Satyendra Dubey murder case took a new turn today with the Central Bureau of Investigation claiming that it was only a roadside robbery-cum-murder case. The CBI yesterday arrested four more suspects who allegedly shot Dubey dead after robbing of his valuables.

The CBI now says that it was not the handiwork of the contractor-mafia racket against whom the IIT engineer had complained to the higher authorities. The murder was committed by small time robbers who waylaid Dubey in connivance with a rickshaw puller near Gaya station, the CBI sources said.

Satyendra Dubey, the whistle-blower about corruption prevailing in the National Highway Aut—hority of India's golden quadrilateral project in Bihar, was shot dead on November 27 last year while he was returning to his residence from Gaya railway station in a rickshaw.

Initially it was suspected that Dubey was murdered by the contractor mafia racket operating in Bihar because he had written a letter to then Prime Minister Mr Atal Behari Vajpayee revealing the corruption and nexus between higher officials of the National Highway Authority of India and contractors of Bihar.

The case was later transferred to the Central Bureau of Investigation, which first traced the mobile phone of Dubey and the rickshaw puller who was carrying it and then arrested the four robbers who killed him.

According to the CBI, the rickshaw puller, who used to rob passengers, took the IIT scholar to a secluded place and killed him with his five associates who then robbed him of his valuables.

While the CBI arrested four suspects, Uday Mallah, Mantu Kumar, Tutu Kumar and Rajesh Mehtar, and brought them to Delhi for further interrogation, the fifth is still absconding.

The suspects would be put under some scientific tests, including the lie detector test.

The CBI has not yet recovered Dubey's belongings except his mobile phone. The weapon of offense is still untraceable but a CBI officer said "we are quiet confident to recover it soon".

The officer added: "We are looking for the fifth suspect in the case, who was carrying Dubey's briefcase and will arrest him soon."

THE STATESMAN 8 JUN 2004

SUSPECT BUREAUCRACY-I

Corruption A High-Reward And Low-Risk Activity

By SANKAR SEN

The recent arrest of a senior IAS officer of the Haryana cadre by the CBI for acquisition of properties disproportionate to the known sources of income is shocking but no longer surprising. In this case, the CBI has made a record of sorts in terms of cash recovery from public servants. From the residence and the bank lockers of this officer it could recover cash worth Rs 2 crores. Of late, a number of officers of *All India* Services, both IAS and IPS, have been detected for involvement in brazen acts of corruption. Intervening in a debate in the Rajya Sabha (7 May) on corruption in bureaucracy, the then deputy prime minister LK Advani said "out of 186 cases pending against IAS and IPS officers the overwhelming majority related to corruption charges".

Steep decline

The decline in the standards of probity of the senior civil services has become more pronounced during the last three decades. In August 1947, when India became independent, the country's bureaucracy was, by and large, regarded as efficient, disciplined and devoted to its own responsibilities.

It was also subjected to fairly rigorous Government Servant Conduct Rules. Even in the early sixties, when we joined service, the number of officers of dubious reputation in All-India Services could be counted on the fingers of one hand.

But by 1998, the Indian bureaucracy was adjudged as one of the worst in Asia, let alone in the world. This was the verdict of a Hongkong based think-tank called Political and Economic Risk Consultancy and was based on its annual survey of businessmen who have been interacting with the bureaucracies of Asian countries. On a 10-point scale, Singapore was rated the best at 2.53 and Vietnam the worst at nine. India with eight points was occupying the ninth position among the 12 Asian countries. This is indeed a very depressing state of affairs for a country, once proud of the quality of administration and dedication of its senior bureaucrats.

No punishment

There are many reasons for this precipitous downslide. One of the reasons as to why corruption has become endemic and all-pervasive is that it has become a high-reward and low-risk activity. Very few venal public servants ultimately get punished. Some kind of law of the jungle, as a sociologist puts it, prevails. Over 4,000 cases under the Prevention of Corruption Act are pending in different courts of the country. It is reported that since 1990, the CVC granted sanction for prosecution against 100 IAS officers but only one has been convicted so far by the court of law. During my two stints in the vigilance organisation in Orissa, I have seldom seen conviction of a senior IAS or IPS officer. Ultimately, everybody has wriggled out. Only junior functionaries have been convicted. No big fish has been caught.

Further, departmental proceedings, particularly against senior bureaucrats, drag on interminably and very few are ultimately punished. N Vittal, as the chief vigilance commissioner, caused a stir by putting on the Web names of officers against whom departmental proceedings on charges of corruption are pending. But, ultimately, how many have been visited with punishment? The procedures of disciplinary proceedings have become very involved and long-drawn.

While the disciplinary proceedings applicable to civil servants, observed the Santanam Committee, "are not dissimilar to those in several other countries, the procedure for imposing penalties of dismissal, removal and reduction in rank is far more elaborate and formal. This is mainly due to the way in which courts have interpreted Article 311 of the Constitution. There is an increasing tendency on the part of the civil servants to rush to the courts, questioning the propriety of punishment imposed on them and in a number of cases, the courts have set aside punishment orders, as being violative of Article 311 of the Constitution, resulting in payment of arrears of heavy sums and public services being saddled with officers of doubtful integrity".

Simplify procedure

The cardinal principle of departmental inquiry is that it should be initiated and completed expeditiously and that is the reason why a different procedure free from the severe restrictions of the Evidence Act has been prescribed for such inquiries.

But in practice, the departmental proceedings have become involved and intricate and civil servants enjoy various guarantees of fair procedures, which are not enjoyed by their counterparts in other countries. There is considerable weight in the suggestion of Santanam Committee that, "it would not be a unreasonable classification to treat departmental proceedings involving charges of bribery, corruption and lack of integrity in a separate category and provide for a simplified procedure".

(To be concluded)

The author is a former Director, National Police Academy.

On the other side

now and again

By SWAGATA DASGUPTA

As a student, I often envied our professors during examination time. Here we were slogging away at what had been taught for the past months while they merrily passed their time. This was all the more apparent during the crucial hours of the examination. Walking up and down the examination hall, a peek here and a peek there, it seemed they had a nice time. Now, after graduating to the other side, I find it an extremely boring affair.

Over the years I have, however, learnt to bide my time. The first thing you observe are the many types of students who walk in. The serious ones come in way ahead of the scheduled time making last-minute preparations in the hall.

Others walk in casually, locate a friend, exchange knowledgeable smiles and sit down ready to face the music. In some cases, wrist watches are set in front lest time is lost in turning the wrist over to look at the time. Others position their watches so that a quick glance will tell the time. I even saw a small alarm clock! On the topic of watches and clocks, I have never really understood the concept of keeping them ahead of time. Knowing fully well that your timekeeper is 10 or 15 minutes fast, don't you lose precious moments figuring out the exact time? If you know the actual time anyway, why bother? A lot of my friends thought to the contrary, but I have never really been convinced.

Coming back to my two to three hours of "examination duty", I have learnt to gather statistics. I have noticed an increase in the number of spectacle users among students. More studying or more computers? The idea of forcing your naturally born left-handed child to be right-handed has dwindled over the years. Thee are students who will write till the end of the stipulated time while others will submit answer scripts with whatever they could or could not write. I belonged to the former category. My grandfather used to tell me that in case I did run out of time what I should do is actually make a mark of the pen down the page as if the professor had pulled away the answer sheet even though I had more to write!

A lot of students literally stare at the ceiling with a vacant look. There are others who chew on their pens and pencils. Some twirl their pens between their fingers with a commendable number of revolutions per minute. A student once held his pen up between his nose and mouth, the expression on his face with pursed lips would have made Miss Piggy blush!

I was questioned on what an examination meant by my daughter a few years ago when she was in kindergarten. She had just received her first "examination time-table".

Having appeared for examinations, invigilated them, corrected them and set question papers, I failed to give her a satisfactory answer. She came back from her first exam and announced that she now knew what an examination meant.

Curious to know the answer, I asked her. She promptly replied that, instead of your notebook, you just write the answers on a different sheet of paper! Only if life were so simple!

George The Gladiator Set To Take Doc Head On

Fernandes dares UPA probe in coffin scam

Our Political Bureau
NEW DELHI 30 MAY

NDA convenor George Fernandes on Sunday hit back at the Congress, and dared the Manmohan Singh government to institute a time-bound probe into the "coffin scam" that had come to haunt him during the later phase of his tenure as the country's defence minister.

Mr Fernandes served as the defence minister for three terms, but it was his third stint, which commenced with his reinduction in the Union cabinet within six months of his resignation in the wake of the Tehelka revelations in March, 2001, which proved to be a stormy one, with the Congress-led opposition boycotting him in the two Houses of Parliament.

With the NDA having been voted out of power, Mr Fernandes is getting ready to don the gladiatorial robe to spar with the Congress and its allies. He made it clear that he was not afraid of a probe into the so-called coffin scam, as was now being demanded by a section of the ruling UPA.

The JD (U) veteran, who is something of a red rag to the Congress and its allies such as the Left partners and RJD, in fact, sought to pre-empt the ruling benches by writing a letter to Prime Minister Manmohan Singh in support of the demand for a time-bound investigation into the allegations.

"I would like to be the first to demand an immediate and speedy inquiry into the "specific" matter of the purchase of reusable caskets by the army headquarters. The inquiry should not take too much time, say two weeks, since the material is easily available with the army headquarters and it will not be a cumbersome task to establish whether I or anyone else has made illegal money out of this stalled procurement," Mr Fernandes said in the letter, copies of which were released to the press this afternoon.

He made light of the report by the Comptroller and Auditor General, which had raised questions about the purchase and which had provoked the Congress and its allies to stall the proceedings of the two Houses of Parliament for several days. It also became one of the talking points in the Congress' election campaign. "This sort of query is routine in every department of the Centre or states," the former defence minister pointed out in the letter.

The NDA convenor was also disturbed by reports appearing in a section of the media that senior government and army officials were queuing up before Congress president Sonia Gandhi and advising her on matters of national security for the limited purpose of securing "promotions and plum posts" for themselves.

"The new government should take immediate action against such officers, who are allegedly leaking official secrets to Ms Gandhi," he demanded.

With the JD (U) veteran gearing up to don the battle fatigue once again, it is clear that the first session of the 14th Lok Sabha, which commences on June 2, will get off to a fiery start.

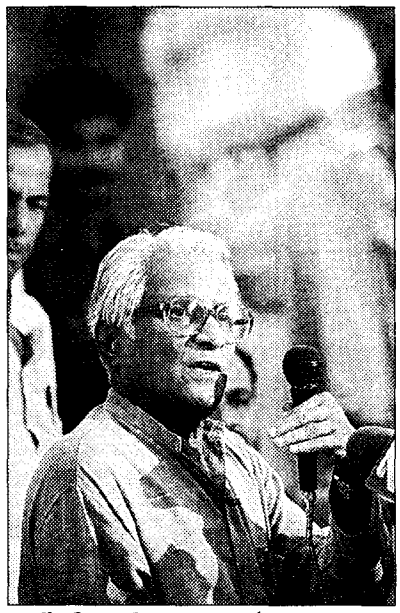

I'M CLEAN: George Fernandes at a press conference in New Delhi on Sunday. – AP

The Economic Times 31 MAY 2004

কফিন নিয়ে শীঘ্র তদন্ত চাইলেন জর্জ নিজেই

নয়াদিল্লি, ৩০ মে: কফিন কেলেঙ্কারি নিয়ে অবিলম্বে তদন্ত শুরু করার দাবি জানালেন প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহকে লেখা এক চিঠিতে সময়সীমা বেঁধে দিয়ে দ্রুত তদন্তের কাজ শেষ করার দাবিও জানিয়েছেন তিনি। জর্জের আমলেই কার্গিল-শহিদদের জন্য বিদেশ থেকে কফিন কেনার ক্ষেত্রে আর্থিক কেলেঙ্কারি হয়েছে বলে অভিযোগ। সম্প্রতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন, এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে তা তদন্ত করে দেখা হবে। সরকারের এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে জর্জ আগ বাড়িয়ে তদন্ত দাবি করে এক দিকে যেমন নিজের ভাবমূর্তি বজায় রাখতে চাইছেন, অন্য দিকে তেমনই সরকারকে চাপে রাখতে চাইছেন বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

জর্জ বলেছেন, "কফিন কেনা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সেনাবাহিনীর কাছ থেকে সহজেই মিলবে। ফলে, আমি বা অন্য কেউ এই কফিন কেনা থেকে অবৈধ ভাবে টাকা রোজগার করেছে কি না, সেটা বার করা মোটেই কষ্টকর হবে না। এই কাজ করতে খুব বেশি সময় লাগারও কথা নয়, বড়জোর দু'সপ্তাহ।" তাঁর বক্তব্য, কফিন কেনা এবং দাম মেটানোর পদ্ধতি নিয়ে সিএজি-র বিরূপ মন্তব্যকে অযথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হচ্ছে। — পি টি আই

ANADABAZAR PATRIKA 31 MAY

Fodder scam accused get five years' RI

Statesman News Service

RANCHI, April 1. — The special CBI court trying the fodder scam cases today rejected the plea of the accused who were convicted on Wednesday that they be awarded the minimum sentence. Special judge Mr Justice Ramanuj Prasad sentenced all the nine accused to five years' rigorous imprisonment along with other sentences of lesser periods, all of which will run concurrently.

The defence counsel had prayed before the court that all the offences of which the accused have been found guilty, may be tried by the first class judicial magistrate and if they have not been tried by the special courts they may be sentenced up to three years and fined up to Rs 5,000 only. Counsels for the accused Mr PK Tripathi, Mr BB Prasad and Mr SB Verma contended that their clients were suffering from illness. But CBI special public prosecutor Mr Shiv Kumar told the court that this was a case of misappropriation of government money and if the convicts are awarded a minimum sentence it would be a wrong precept before the society. Mr Kumar added that the medical reports of the accused did not prove their illness.

The judge agreed with the submissions made by the CBI advocate and all the nine accused have been found guilty under Section 120(B) read with Section 420 of the IPC. Regional director, animal husbandry department, Mr J Bhengaraj along with accused BB Prasad and Mahendra Prasad, Ram Nandan Singh, BK Sinha, AK Singh and RS Singh have been further sentenced to four and five years rigorous imprisonment under Sections 467, 468 and one year rigorous imprisonment under Section 471 of the IPC and a fine of Rs 20,000 has been imposed. PK Tripathy and SB Verma have been sentenced to undergo four years RI and a fine of Rs 20,000. The four government servants have also been sentenced to four years rigorous imprisonment under Section 13(2) of the Prevention of Corruption Act.

The case pertains to the Lohardagga treasury where the accused had conspired and fraudulently withdrawn Rs 15.48 lakh in 1989-90 through a forged allotment letter seeking a supply of fodder. The prosecution examined 40 out of the 60 witnesses, none of whom turned hostile. This judgment is the first in the fodder scams where 585 persons have been accused including former Bihar chief ministers Mr Jagannath Mishra and Mr Laloo Prasad Yadav. CBI said the accused were involved in a criminal conspiracy pertaining to the withdrawal of Rs 721 crore from different treasuries in Bihar.

THE STATESMAN

Court directs CBI to probe 48 stamp scam cases

By Our Legal Correspondent

NEW DELHI, MARCH 15. The Supreme Court today directed the Central Bureau of Investigation (CBI) to investigate 48 fake stamp paper scam-related cases across 12 States and submit a status report in four months.

A three-Judge Bench, comprising the Chief Justice V.N. Khare, Justice S.B. Sinha and Justice S.H. Kapadia, passed the order after the Central Government submitted that 12 States had agreed to entrust 48 cases relating to the Rs. 30,000-crore scam for investigation.

The Bench directed the 12 States to provide necessary infrastructure and resource facilities to the CBI for taking over these cases for investigation. It also restrained the High Courts from entertaining any petition or passing any interim order in respect of these cases. Of the 48 cases, 23 are from Maharashtra, 10 from Karnataka, three each from Uttar Pradesh and Andhra Pradesh, two each from Tamil Nadu and Madhya Pradesh and one each from Bihar, Delhi, Gujarat, Kerala and West Bengal.

The Bench was passing orders on five public interest litigation petitions, including one by an advocate, Ajay Agarwal, seeking a unified CBI probe into the scam cases in 37 States and Union Territories within a time-frame.

Mr. Agarwal also demanded that the Supreme Court monitor the progress of the CBI probe. He said the Karnataka Government had passed an order that the main accused, Abdul Kareem Telgi, shall not be removed from the prison till the CBI took over effective investigation. This would hamper the investigation into the cases as Telgi was the main accused and the CBI could not be prohibited from taking him into custody for interrogation, he contended.

The Bench, while directing the CBI to file its status report regarding its investigation into the cases within four months, made it clear that the Karnataka Government order would not come in the way of the CBI taking Telgi into custody.

THE HINDU

16 MAR 2004

48 stamp scam cases shifted to CBI

R. VENKATARAMAN

New Delhi, March 15: The Supreme Court today directed that 48 cases in the Telgi stamp paper scam be handed over to the CBI.

After the CBI submitted a status report with details of the cases, a bench of Chief Justice V.N. Khare, Justices S.B. Sinha and S.H. Kapadia asked the states concerned to cooperate with the investigating agency.

The apex court also gave the green signal to the CBI to arrest and interrogate the main accused, Abdul Karim Telgi, who is lodged in a Karnataka jail.

Posting hearings to July, the court asked the CBI to submit further status reports within four months. The judges also made it clear that no high court in the country would entertain any petition in the matter.

Twenty-three cases from Maharashtra, 10 from Karnataka, three each from Uttar Pradesh and Andhra Pradesh, two each from Tamil Nadu and Madhya Pradesh and one each from Bihar, Delhi, Gujarat, Kerala and Bengal will come under CBI probe.

TELGI TRAIL

State	Total cases	Cases to CBI
Andhra	13	3
Bihar	11	1
Delhi	1	1
Gujarat	1	1
J&K	2	None
Karnataka	16	10
Kerala	2	1
MP	9	2
Maharashtra	91	23
Tamil Nadu	2	2
UP	5	3
Bengal	3	1

The counter-affidavit of the CBI stated that Assam and Punjab did not give any response. Mizoram, Rajasthan, Sikkim, Jharkhand, Manipur, Haryana, Himachal Pradesh, Tripura, Goa, Daman Diu and Nagar Haveli have said there is no case in their territorial jurisdiction while Orissa and Chandigarh have refused to transfer any case to the CBI.

In Tamil Nadu, one case is said to involve a politician who is likely to be fielded as a candidate of a national political party for the Lok Sabha elections.

Seizure of fake stamp papers, suspected involvement of interstate gangs headed by Telgi and national security were the parameters to decide which of the cases would be taken up for investigation, the CBI said, explaining why it had taken over 48 cases out the 156 across the country.

Keeping in view the CBI's acute resource constraints and the widespread field-investigations required in the cases, the apex court said states would have to provide resources, including manpower, vehicles, camp offices and office equipment.

Maharashtra's former deputy chief minister, Chhagan Bhujbal, today welcomed the apex court decision. "Since... L.K. Advani had been talking of a suspected ISI hand and Jaswant Singh describing it as one having national ramifications, it is but appropriate that a scam of such magnitude be handed to... the CBI," Bhujbal, who had been summoned by the SIT for his alleged involvement in the scam, said.

THE TELEGRAPH 16 MAR 2004

Impeached Roh pins hopes on court decision

By P. S. Suryanarayana

SINGAPORE, MARCH 12. The South Korean President, Roh Moo-hyun, was today stripped of his powers following his impeachment by the National Assembly in Seoul. The Constitutional Court will decide within 180 days whether Mr. Roh should be indicted or allowed to resume office. The impeachment motion was based on the charge that Mr. Roh had violated electoral laws by openly pledging to do whatever he could, within legal bounds, to ensure the success of the pro-Government Uri Party in the prospective parliamentary elections, scheduled for April 15. The political genesis of the move was traced to the financial irregularities which his aides were alleged to have perpetrated at the time of his election in December 2002 to a five-year term.

Soon after the impeachment, the Prime Minister, Goh Kun, took over as chief executive, without being formally sworn in as President, to prevent a political vacuum. Mr. Goh, 66-year old veteran politician, identified "economic stability" as the "supreme priority" and pledged to prevent the erosion of South Korea's "international credibility".

The Government said Mr. Goh would function as the supreme commander of the armed forces and uphold the domestic and foreign policies. It was stated officially that "the Government has quickly moved to take necessary measures to prevent the nation from spiralling into confusion".

A continuance of the policies was also cited as a reason for such swift action. The unprecedented action by the unicameral Parliament against South Korea's plenipotentiary head of state brought Seoul under intense international spotlight. South Korea is a key participant in the ongoing process of six-party talks on North Korea's nuclear weapons 'programme'. Seoul is also poised to send additional troops, inclusive of combat-ready personnel, to Iraq.

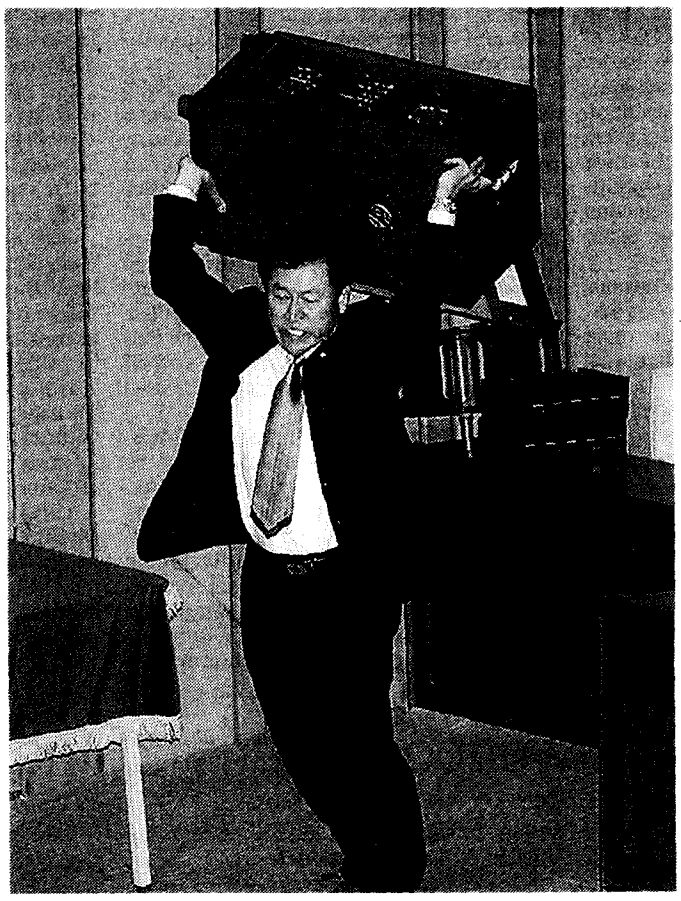

A Uri Party lawmaker who supports the South Korean President, Roh Moo-hyun, gives vent to his anger by throwing a ballot box after the National Assembly voted 193 votes to two to impeach Mr. Roh in Seoul on Friday. — AFP

The U.S.-South Korean military alliance has also come under scrutiny by both sides, with neither indicating a strategic divorce, though. The impeachment resolution was carried by the mandatory two-thirds majority in the 271-member Assembly, with 193 voting for and only two against. The pro-government legislators did not participate in the voting in a chamber dominated by the Opposition parties.

Scenes of anger and frustration punctuated the proceedings prior to the voting that followed the Speaker, Park Kwan-yong's orders that the protesting members be removed from the House. The pro-government Uri Party had earlier sought to block a passage-way inside the chamber.

Shock waves swept across the financial markets in South Korea, which was among the early East Asian countries to make the grade as a "tiger economy".

The Government said that the Korea Composite Stock Price Index plummeted, on the whole, by 2.43 per cent. A series of fluctuations had marked the day's trading. The pro-government party characterised the political denouement as "parliamentary coup d'etat".

At the other end of the political spectrum, the main architect of the impeachment move, the Opposition Grand National Party, said the suspension of Mr. Roh, "who contaminated state affairs with corruption and confusion, was an act of (political) determination to save the nation". Another prime mover, the Millennium Democratic Party, described the impeachment as "a victory for the people and representative democracy".

Even as the South Korean Foreign Ministry sought to reassure immediate neighbours of continuity in policies, the Head Justice of the Constitutional Court, Yun Yung-chul, pledged that the court would "try its best to make a proper decision (on Mr. Roh's impeachment) as soon as possible, considering the possibilities of political and social turmoil following the President's suspension from duty".

A two-third majority is required in the nine-member Constitutional Court as well. Mr. Roh, on his part, expressed the hope that the outcome would be different at the Constitutional Court because "it will make a legal judgment which is different from a political judgment".

THE HINDU 13 MAR 2004

Centaur sale pops up to torment govt

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

New Delhi, Feb. 19: In a pre-election battle that could set the tenor for Opposition campaigning, the BJP-led government today traded charges with Left leaders and its own allies — the Shiv Sena and the Trinamul Congress — over the controversial privatisation of Centaur Hotel Mumbai which was completed a year back.

CPM leaders Sitaram Yechury and Nilotpal Basu attacked the BJP government, charging it with corruption, pointing to a recent Comptroller and Auditor General (CAG) report which indicted the government for losing up to Rs 145.69 crore by undercharging lease rent and reducing the turnover levy while selling the prime hotel property to Batras Hospitality.

Batras Hospitality had sold the hotel to the Sahara group just one month after closing the deal with the government. The Batras are known RSS sympathisers and bought the hotel for Rs 83 crore only to resell it for approximately Rs 30 crore more.

Sanjay Nirupam, the MP from Shiv Sena, the BJP's ally in Maharashtra, who had first raised allegations of corruption in high places over the Centaur sale, today said the CAG report vindicated his stand.

Dinesh Trivedi, the Trinamul MP who had joined Nirupam in raising the issue in Parliament a year-and-a-half back, said: "It was wrong. We had said so then; we say so now. What the government is trying to do to Air-India and Indian Airlines by stripping them of their bilateral rights to favour private airlines is an equally controversial move."

Nirupam and Trivedi had demanded the sale be scrapped as the resale of the hotel to new buyers violated a clause of the agreement which stipulated the new buyers would have to hold the hotel for a fixed period or hand it back to the government.

"Corruption and the lack of transparency in the privatisation process are going to be among the major planks for the Opposition's answer to the BJP's feel-good campaign," Yechury said.

Basu and Yechury demanded a CBI probe into the deal and said they would be consulting other parties to coordinate their action plan on this issue.

The man in the eye of the storm, disinvestment minister Arun Shourie, however, tried to brazen it out by terming the attacks "absolutely bunk of an issue".

The CAG's contention in a report placed in Parliament has been that the government actually lost Rs 145.69 crore by reducing the lease rent charged from the hotel about one-and-a-half years before the actual sale and by deciding to reduce the turnover levy imposed on Batra Hospitality from an original 6 per cent to 2 per cent.

Shourie, who said the CAG note had never been sent to him, defended the sale stating that only the Batras had come forward as buyers and other qualified bidders, including the Tata-owned Indian Hotels and ITC's Welcomgroup, had backed out.

THE TELEGRAPH 20 FEB 2004

এই ব্যাধি তো মজ্জাগত

ঘটনাটি নূতন অর্থাৎ সাম্প্রতিক, কিন্তু সমস্যাটি বহু পুরাতন এবং অত্যন্ত মামুলি। চতুর্দিকে এ সমস্যা অহরহ, বস্তুত এতই অহরহ যে আলাদা করিয়া তাহা চোখে পড়াই মুশকিল। সংক্ষেপে, সমস্যাটি রাজনীতিক তথা মন্ত্রিবরের ব্যক্তিগত দুর্নীতি। ভারতের মতো দেশে ইহা এখনও একটি সমস্যার পর্যায়ে পড়ে কি না, প্রশ্ন উঠিতে পারে সে বিষয়েই। যাহা প্রাত্যহিকের সত্য, তাহা কি আর 'সমস্যা' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? তবে কি না, বছরটি বিশেষ, সময়টি প্রাক্-নির্বাচনী চাপান-উতোরের, সুতরাং সহসা সকলেই এ বিষয়ে একটু মাথা না ঘামাইয়া পারিতেছেন না, এই আর কী। সম্প্রতি প্রকাশ, কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রাজীব প্রতাপ রুডি গোয়াতে গিয়া একটি পাঁচ-তারা হোটেলে সপরিবারে মনোরম, বর্ণময়, এবং অবশ্যই বিলাসবহুল ছুটি কাটাইয়া আসিয়াছেন, এবং নিশ্চিন্তে আড়াই লাখ টাকার বিল কাটিয়া দিয়াছেন তাঁহার দফতরাধীন 'এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া'র নামে। সহসা এক ঝলকে খবরটি শুনিয়া বোঝাই মুশকিল, কী অন্যায় তিনি করিয়াছেন, এমনই তো ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক, নির্বাচন সম্মুখে, সাংবাদিকরা উক্ত সংবাদের সন্ধান পাইয়া রীতিমতো মাতিয়া উঠিয়াছেন। সরকারি স্তরে অনেক তোলাপাড়া হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর সততার অভিমান লইয়া অনেক কটূক্তি বর্ষিত হইয়াছে। কংগ্রেস মুখপাত্র কপিল সিবাল মন্তব্য করিয়াছেন যে, সি বি আই-কে এই ঘটনার তদন্ত করিতে দেওয়া উচিত, এবং প্রয়োজনে মন্ত্রীকে গ্রেফতার করা কর্তব্য। এই গোলযোগের মধ্যে বিপাকে পড়িয়া বেচারা রুডি নিজের পকেট হইতেই বিলগুলি মিটাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। অবশ্য এই উপলক্ষে অতীতে তিনি এয়ারপোর্ট দফতরের অর্থে আরও যাহা যাহা আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেগুলি এই সুযোগে ফেরত দেননি। কী ভাবেই বা দিবেন? তাঁহার বাড়ির বাথরুম, কিংবা সুদৃশ্য বাগান, কিংবা কক্ষের এয়ার-কন্ডিশনারসমূহ, বহুমূল্য পর্দাসজ্জা, রেফ্রিজারেটার বা গিজারের মূল্য গনিয়া গনিয়া ফেরত দেওয়া কি সহজ কথা? তা ছাড়া, সব ব্যাটাকে ছাড়িয়া বেঁড়ে ব্যাটাকে ধরিবার মতো তাঁহাকেই বা এত খেসারত দিতে হইবে কেন, যখন অন্যরা বহাল তবিয়তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, রুডি এ প্রশ্নও তুলিতে পারেন সঙ্গত ভাবেই।

রুডির বিষয়ে তাঁহার দল বা সরকার কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা লইবেন কি না, অনেকেই ইহা দেখিতে উৎসুক ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বি জে পি নেতৃত্ব প্রত্যাশিত ঘোষণাই করিয়াছেন, না, রুডিকে পদ ছাড়িতে বলা হইবে না। দলীয় মুখপাত্র বেঙ্কাইয়া নাইডু বলিয়া দিয়াছেন, তিলকে তাল করিবার এই প্রয়াস অত্যন্ত আপত্তিজনক। তাঁহার ও তাঁহার দলের আঙুল স্বভাবতই কংগ্রেসের দিকে, কেননা কংগ্রেস ইতিমধ্যেই ধুয়া তুলিয়াছে যে বাজপেয়ী সরকার যে কেবল আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত তাহাই নয়, বেশ একটা মিথ্যা সততা ও আদর্শবাদিতার মোড়কে নিজেদের মুড়িয়া তাঁহারা দুর্নীতিসাধন করিয়া চলিয়াছেন বলিয়া এন ডি এ প্রাশাসনের আমলে দুর্নীতিও ক্রমে ক্রমে সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করিতেছে।

নাইডু প্রমুখের উদ্দেশ্য যতই অমহৎ হউক, বক্তব্যে বিশেষ ভুল নাই। ঘটনা হইল, ভারতীয় রাজনীতিকদের এই যে সহজ সর্বব্যাপী দুর্নীতিপরায়ণতা, ইহার পশ্চাতে কংগ্রেস ঐতিহ্যের ভূমিকা কিছু কম নয়। এবং ইহা কেবল ইতিহাসের কথা নয়, ঘটমান বর্তমানেরও কথা। সুতরাং মন্ত্রীর দুর্নীতি লইয়া নৈতিক বিস্ফোরণ আর যাহারই সাজুক, কংগ্রেস রাজনীতিকদের সাজে না। বস্তুত, এই সমস্যা একটি বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা, ভারতীয় সমাজ-মনের অচ্ছেদ্য সামন্ততান্ত্রিকতার সমস্যা। অপরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া নিজে নবাবি চালে থাকিবার এই আত্যন্তিক বাসনা সেই সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবেরই প্রকাশ। এবং এই বাসনায় আচ্ছন্ন উপর হইতে নীচ পর্যন্ত, সমাজের সব কয়েকটি স্তর। বিচ্ছিন্ন, অর্ধমনস্ক হাঁকডাক বা সংস্কারে ইহা হইতে পরিত্রাণ নাই। বরং চিন্তা করিবার মতো বিষয় যে নির্বাচনের আগে রাজনীতিকরা ইহা লইয়া যতই হম্বিতম্বি করুন, সাধারণ মানুষ কি আদৌ এমন দুরাচার লইয়া ভাবিত? ভাবা দরকার, ভারতচরিত্রের এই সুগভীর ধরনটিকে পালটাইবার জন্য ব্যবস্থাগত কী কী পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব। অন্যের পরোক্ষ সুযোগসুবিধা কমাইয়া উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মী ও নেতৃবৃন্দকে যথেষ্ট উচ্চহারে কিন্তু প্রত্যক্ষ মাহিনা দেওয়ার প্রথা হয়তো এ বিষয়ে সহায়ক হইতে পারে। পরোক্ষ পাওনা যত বেশি, দুর্নীতির সুযোগও ততই বেশি। অপর দিকে, উপার্জন যদি প্রত্যক্ষ টাকার অঙ্কে হয়, তবে যত বেশিই হউক না কেন সে সংখ্যা, তবু তাহার উপর এক ধরনের নজর ও নিয়ন্ত্রণ রক্ষা সম্ভব। মোট কথা, সত্য সত্যই কোনও পরিবর্তন চাহিলে কুনাট্য না ফাঁদিয়া, অরণ্যে রোদন না করিয়া সমগ্র ব্যবস্থাটি লইয়াই আর একটু গভীরে তলাইয়া ভাবা প্রয়োজন। প্রশ্ন হইল, ভাবিবে কে? রাজীব প্রতাপ রুডি বা তাঁহার সহধর্মীরা নহেন নিশ্চয়ই।

ANANDABAZAR PATRIKA 14 FEB 2004

THE HINDUSTAN TIMES 11 FEB 2004

Telgi scan reveals Vilasrao role

HT Correspondent
Mumbai, February 10

AFTER THE former Mumbai police chief, the two most powerful leaders in the previous Maharashtra government have been sucked into the stamp paper scam, following further revelations by Abdul Karim Telgi.

Telgi spilled the beans on former chief minister Vilasrao Deshmukh and deputy chief minister Chhagan Bhujbal when he underwent the "brain mapping" technique (see graphics) of interrogation, sleuths have told a Pune court.

Bhujbal has long been trying to shake off allegations of his involvement in the scam. He was forced to resign from the Cabinet in the face of an Opposition campaign. His nephew Sameer has been questioned on his alleged links with Telgi.

Bhujbal, who held the home portfolio, had a major say in the appointment of senior police officers. R.S. Sharma, who has been arrested in connection with the scam, was appointed Mumbai police chief when he was under a cloud for extending favours to Telgi as the Pune police chief.

Bhujbal had then said that Sharma had been given a clean chit by the Special Task Force (which was later disbanded). On Monday, it was revealed that Telgi, under a narco-analysis test, had said he had paid Rs 22 lakh to Sharma. There is some doubt, however, whether the 'Bhujbal' named by Telgi is Chhagan or Sameer; but either way, the former deputy CM is tainted.

Vilasrao had helped Telgi get a licence as a stamp vendor in 1994, when he was revenue minister. Vilasrao had forwarded Telgi's application to the superintendent of stamps, asking him to consider it, but he sent it back saying there was a passport and visa forgery case against Telgi.

Deshmukh then said he had recommended the licence only under pressure from Anil Gote, then a reporter. Still, the police report cleared Telgi for the licence. Gote, now an SJP MLA, has already been chargesheeted in the stamp paper case.

Brain mapping: Watch the mind in action

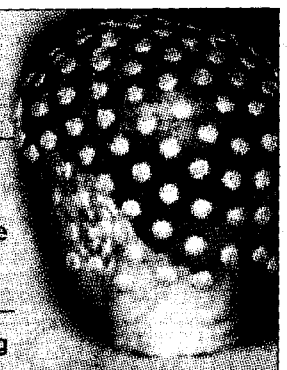

▶ **Technique** A computer converts suspect's brain scan data into an animated 3-D image that 'shows' questioners the subject's memory responses

▶ **Advantage** Brain mapping reveals suspect's concealed knowledge and is thus better than polygraphs, which read his emotional response to questions. In a polygraph test, the guilty can train themselves to deceive questioners while easily flustered people are often wrongly branded guilty

▶ **Implication** Brain mapping helps investigators, but the results cannot be used as evidence in a court

Tests on Telgi nail Bhujbal, Deshmukh

Press Trust of India

MUMBAI, Feb. 10. — Tests performed on the prime accused in the fake stamp paper scam, Abdul Karim Telgi, have revealed that former Maharashtra chief minister Mr Vilasrao Deshmukh had recommended Telgi's case for a stamp vendor's licence in 1994, while former Maharashtra deputy chief minister, Mr Chhagan Bhujbal, had received money from Telgi to issue favours.

Mr M Naniah, Telgi's lawyer, today dubbed the report as "fabricated" and told a TV channel that Telgi "never mentioned any name of any person and their connection or payment of money. It's nothing but a fabricated document".

The SIT probing the scam claimed Telgi tested positive in the P-300 Brain Mapping Test conducted on him to ascertain whether he made payments to Mr Bhujbal. A Narco Analysis Test on Telgi revealed Mr Deshmukh had helped Telgi get the stamp vendor's licence in 1994. The SIT submitted the report, prepared by Bangalore-based Forensic Science Laboratory, before a Pune special court yesterday. Several names in the report were blanked out as the matter was considered sensitive. Copies of the report were made available to the media today. The report said Telgi was subjected to three tests — Lie Detector Test, P-300 Brain Mapping Test and Narco Analysis Test.

Another special court in Pune will hear the bail plea of former DCP Mr Pradeep Sawant tomorrow. The SIT had filed chargesheets against seven accused, including Mr Sawant, on 3 February. Also today, former Karnataka minister Mr R Roshan Baig denied any link with Telgi. In Hyderabad, former DCP Mr N Narasimha Rao was today remanded in judicial custody for his alleged role in the scam, SNS adds.

THE STATESMAN

THE STATESMAN 10 FEB 2004

Stamp scam panel quotes Telgi payoff

PUNE, Feb. 9. — The Special Investigation Team, probing the fake stamp paper racket, today claimed before the special court here that former Mumbai police commissioner Mr RS Sharma had received Rs 22 lakh and former Telugu Desam Party MLA Mr C Krishna Yadav Rs 32 lakh from prime accused Abdul Karim Telgi.

This was submitted before special court judge Mr BN Deshpande by the SIT when it handed over reports of the narco analysis test carried out on Telgi last month.

The six-page report, prepared by Bangalore's Forensic Science Laboratory, alleged that Mr Sharma was Telgi's good friend who helped him in the business to sell all his goods in Mumbai. In return, Telgi paid Mr Sharma Rs 22 lakh through Mano Mehta, a close associate.

The report said Samajwadi Janata Party MLA Mr Anil Gote too was Telgi's close friend, who allegedly helped the accused in his business. Mr Gote allegedly got a large sum of money from Telgi for Kisan Trust that was floated by the two in Mumbai.

The Forensic Science Laboratory conducted the narco analysis test on 22 December 2003 on the Maharashtra special court's orders at the SIT's request. It has been signed by Dr S Malini, assistant director of the laboratory.

The report alleged that former TDP MLA Mr Yadav had demanded Rs 2 crore from Telgi and when he expressed his inability to pay that sum, Mr Yadav kidnapped two of Telgi's officials and demanded a "huge amount" as ransom.

Finally, Telgi paid Rs 32 lakh to Mr Yadav through a "key person" in Hyderabad in the presence of six people. The report said when Telgi was asked about the role of police officers and politicians from Karnataka, he refused to name anyone saying he feared a threat to his life.

But persistent questioning made him give the names of the politicians and police officers who had allegedly threatened him. The SIT masked the names in the report. Telgi reportedly said he had relations with some Karnataka ministers, MLAs and police officers, adding that everyone had taken help from him. — PTI

THE TELEGRAPH
10 FEB 2004

Under attack, Rudy pays bill

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

New Delhi, Feb. 9: Scalded by allegations of a government-owned outfit picking up the tab for a family holiday in Goa, civil aviation minister Rajiv Pratap Rudy today paid the bills of a five-star hotel after over a month.

Rudy sent two drafts totalling Rs 2.44 lakh to clear the dues, sources close to him said. The payment followed demands by the Opposition for his dismissal — the controversy erupting in the middle of the BJP-led government's India Shining publicity campaign around the "feel-good" theme.

It was quite obviously the good life Rudy was enjoying in Goa as he, his wife and her sister ran up the nearly Rs 2.5-lakh bill at the end of December when they spent four nights and five days at Taj Exotica. The tab was Rs 64,800 per day, inclusive of tax, plus another Rs 10,000 for the family's "meal plan".

A copy of the bill, reproduced in a Delhi newspaper, showed it was made out in Rudy's name but carried the give-away instruction: "Bills to AAI". The abbreviation stands for the Airports Authority of India, an outfit under the civil aviation ministry.

Rudy: Prompt action

Rudy, however, denied the AAI was asked to pick up the tab.

Till last night — by when the Congress was screaming for his scalp and asking the Prime Minister to order a CBI probe — no payment was made.

The minister was quoted as saying that he did not pay because the hotel jacked up its rates by nearly Rs 30,000 and saw no reason why he should bear the "excess".

Congress spokesman Kapil Sibal said yesterday: "It's clear that Rudy and his family were on holiday in Goa. Why should the minister's personal visit be paid for by anyone else?"

Rudy, however, said he was not vacationing but went to "review the problems of Goa airport which is part of the naval base".

Sibal said: "Prime Minister (A.B.) Vajpayee always talks of principles. But when the time comes for action, he does not act because he is a soft-hearted man. We have seen that in the case of the Judeo tape expose, the land scam and the petrol pump scam. We now urge that the Prime Minister should restrain the minister, though we are not too optimistic that he will."

BJP sources said Rudy was not spoken to by either Vajpayee or any party functionary "because we knew he would clear the bill even though he was charged an excess amount".

"It is a routine practice in five-star hotels to pick up the tab from guests after they have checked out so what Rudy did is nothing out of the ordinary. They have to do this to keep up with competition."

There are also allegations that Rudy, an MP from Bihar's Chhapra, got the AAI to fund a new toilet at his residence, furniture in his office and stationery for his home.

Telgi paid Sharma Rs 22 lakhs: SIT

Probe team submits report of truth test

TIMES NEWS NETWORK

Pune: In a sensational revelation, Abdul Karim Telgi, the alleged kingpin of the multi-crore fake stamp paper racket, has claimed that he paid Rs 22 lakhs to former Mumbai and Pune police commissioner Ranjit Singh Sharma.

This is the first time since Sharma's arrest under the stringent MCOCA (Maharashtra Control of Organised Crime Act) that allegations of pecuniary gains have been levelled against him.

R.S. Sharma A.K. Telgi

Telgi parted with this information when he underwent a narco-analysis test conducted by the special investigation team (SIT) at the Forensic Science Laboratory in Bangalore last December. The SIT submitted the report on the test in the special court here on Monday.

Sharma and MLA Anil Gote, said Telgi, were his close friends who had helped him sell his 'fake goods' in Mumbai. He named Manoj Mehta—who was Telgi's accountant—as the conduit. He also referred to a Dadar-based businessman.

Under the influence of the truth serum, Telgi said that members of his syndicate would routinely visit Mumbai to pick up stocks of stamp paper. He also revealed that after his arrest in 2001, he was taken to Mumbai and that he had a free run in the city. However, he denied any links with the Mumbai underworld.

SIT sources said names of several politicians from Karnataka andMaharashtra—whom either Telgi knew or had worked with—had come up, but the probe team had masked these portions.

Telgi also confirmed the SIT's allegation that he had paid Rs 32 lakhs to TDP MLA C. Krishna Yadav for the release of two of his men. He claimed during the test that he feared for his life in jail.

THE TIMES OF INDIA

10 FEB 2004

10 FEB 2004

হুজুগ বনাম বিচার

চোদ্দো বছর বনবাসে গিয়া রাম অকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। রাজীব গাঁধীর লাগিল সতেরো বছর। সতেরো বছর পর বফর্স মামলার দায় হইতে তিনি মুক্তি লাভ করিলেন। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারক জে ডি কাপুর তাঁহার সদ্য-প্রকাশিত রায়ে জানাইয়াছেন যে, উক্ত মামলায় রাজীব গাঁধীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী যে অভিযোগ আনা হইয়াছিল, সি বি আই সে ব্যাপারে কোনও সন্তোষজনক তথ্যপ্রমাণ পেশ করিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ায় মামলা খারিজ করা হইল। কেবল প্রয়াত রাজীবই নন, তাঁহার সঙ্গে অব্যাহতি পাইলেন অন্যান্য অভিযুক্তরাও, যেমন তৎকালীন প্রতিরক্ষা-সচিব এস কে ভাটনগর। ঐতিহাসিক অভিযোগের দায়ে ঐতিহাসিক সব ঘটনাপ্রবাহ ঘটিয়া যাইবার সতেরো বছর পর এই বিচারের যে রায় বাহির হইল, তাহাকেও সমান ঐতিহাসিক বলা চলে। একটি সার সত্য ইহার ফলে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয় যে, ভারতবর্ষে যেমন প্রকৃত অপরাধের প্রকৃত বিচার অনেক সময়ই ঘটিয়া ওঠে না, তেমন ক্ষেত্রবিশেষে এ দেশে বিনা অপরাধে ও বিনা বিচারেই কোনও কোনও ব্যক্তি কঠোরতম শাস্তি বহন করিয়া যান— আজীবন, কোনও কোনও ক্ষেত্রে মৃত্যু-পরবর্তী কালেও। সঙ্গত বিচার না হইবার মতো অসঙ্গত বিচারহীন শাস্তিও কম দুর্ভাগ্যজনক নয়। দায় এ ক্ষেত্রে বিচারবিভাগের নয়, দায় সাধারণ সমাজের। বিচার ও প্রশাসন বিভাগের বাহিরকার বৃহত্তর সাধারণ সমাজ কখনও কখনও তাহার স্বভাবজ আলস্য কাটাইয়া অকস্মাৎ এমন অতি-উৎসাহী বিবেচনাহীনতায় আত্মনিবেদন করে যে, ব্যক্তির সাধ্য কোথায় তাহার হাত হইতে পলায়ন করার? রাষ্ট্রেরই বা সাধ্য কী, এই অপরিণামদর্শী হুজুগ-কোলাহলের আওতা হইতে নিজেকে রক্ষা করার? তাই বফর্স ক্রয় মামলায় প্রমাণহীন অর্থ আত্মসাৎ-এর দায় বহন করিয়া, দেশময় 'গলি গলিমে শোর হ্যায় রাজীব গাঁধী চোর হ্যায়' কলরোলের কলঙ্ক মাথায় লইয়া তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলকে ১৯৮৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে যাইতে হয়, এবং কেবল সেই নির্বাচনে সমূহ পরাজয়ই নয়, তাহার পরেও বহু রাজনৈতিক খেসারত দিতে হয়; প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগত ভাবে অভিযুক্তও হন। যে মৌলিক প্রশ্নটি এ প্রসঙ্গে উঠিবেই, তাহা হইল সমাজের এই অতি-সক্রিয়, অপরিণামদর্শী, তথ্য-নিরপেক্ষ 'বিচার' কি আদৌ আমাদের সামাজিক সুস্থতার পরিচায়ক? গণতন্ত্রের শক্তির প্রমাণ?

গণমাধ্যম এ বিষয়ে এক উল্লেখযোগ্য নঞর্থক ভূমিকা পালন করে, বলাই বাহুল্য। বস্তুত, হুজুগ নির্মাণে, নির্বিচার মতামত প্রচারে গণমাধ্যমগুলিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গে যুক্ত হয় সমাজের ধর্ষকাম মনোবৃত্তি, যে কোনও ছুতায় অপরকে নাস্তানাবুদ দেখিবার আত্যন্তিক বাসনা। বিচারপতি কাপুরও রায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এ দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন— কী ভাবে গলির 'শোর'ই আক্ষরিক অর্থে রাজীব গাঁধীকে রাতারাতি প্রমাণ-ব্যতিরেকে 'চোর' বানাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল। সমাজের পক্ষে যদি ইহা হয় অপরিণামদর্শিতা বা অপরিণতমনস্কতা, সংবাদমাধ্যমের পক্ষে অপরিসীম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। কেননা, প্রচার বনাম প্রমাণ, মত বনাম তথ্য বিষয়ে বিচার করিবার দায় ও দৌড় ন্যস্ত থাকে সংবাদমাধ্যমের উপরেই। কাপুর উল্লেখ করিতে ভোলেন নাই যে বিখ্যাত ভাঙরা-গায়ক দালের মেহন্দির ক্ষেত্রেও গণমাধ্যম ও জনসমাজ ঠিক একই রকম অন্যায় অতি-সক্রিয়তা দেখাইয়াছিল, এবং বহু শোরগোল ও চরিত্রহননের মাশুল গুনিবার পর তিনিও কিন্তু পরিণামে বেকসুর প্রমাণিত হন।

বফর্স বিষয়ে এই চূড়ান্ত রায়ের রাজনৈতিক নিহিতার্থ বহু দূর প্রসারিত হইবে, এমন ভাবিয়াছিলেন যাঁহারা, তাঁহারা অবশ্য এখনও পর্যন্ত হতাশ। কংগ্রেস নেত্রী, অভিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীর ভার্যা, নিশ্চয়ই ইহা হইতে খুব বড় কিছু রাজনৈতিক সুবিধা আশা করিতেছেন না, কারণ পূর্বের অভিযোগকারীদের অধিকাংশই এখন তাঁহার রাজনৈতিক মিত্র। ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে বফর্স-কাণ্ডের অভিঘাতে রাজীব গাঁধীকে পরাজিত করিয়া যে সরকার গঠিত হইয়াছিল, তাহার মূল কাণ্ডারী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংহ ও বাম নেতৃবৃন্দ সকলেই ২০০৪ সালের নির্বাচনের প্রাক্‌কালে কংগ্রেসের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরের আঁতাতে আবদ্ধ। দিন এ ভাবেই বদলায়, বদলায় প্রেক্ষিত। তাই যে বফর্স কেলেঙ্কারি গাঁধী পরিবার তথা কংগ্রেসের বিশ্বাসযোগ্যতা ধূলিসাৎ করিয়া দিতে একাই একশো হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মামলার ভোল পরিবর্তনে আজ কী গাঁধী পরিবার, কী কংগ্রেস, কাহারও বিশেষ সুবিধার সম্ভাবনা নাই। বদলায় না কেবল সমাজের মানসিকতা, তাহার দৃষ্টিভঙ্গি। আজও ক্ষেত্রবিশেষে আশ্চর্য ঔদাসীন্য, এবং ক্ষেত্রবিশেষে নির্বিচার হুজুগ-উন্মাদনা ভারতীয় সমাজ তথা গণতন্ত্রকে চূড়ান্ত অপরিণত করিয়া রাখিয়াছে। সার্বিক বিবেচনা-বোধ ও দায়িত্বজ্ঞান না বাড়িলে এই পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার নাই, গণতন্ত্রের বয়ঃপ্রাপ্তিরও কোনও আশা নাই।

6 FEB 2004

Delhi High Court quashes bribery charges in Bofors case

Trial on other charges to proceed ● Court finds no evidence against Rajiv Gandhi

By Our New Delhi Bureau

NEW DELHI, FEB. 4. The Delhi High Court today quashed the charges under the Prevention of Corruption Act against the three Hinduja brothers in the Bofors case. It held that there was no evidence to support the allegation that the brothers bribed the late Prime Minister, Rajiv Gandhi, and the then Defence Secretary, S.K. Bhatnagar, for winning the Bofors howitzer contract.

However, the court upheld the decision of the special court framing charges of cheating and conspiracy against the Hinduja brothers — S.P. Hinduja, G.P. Hinduja and P.P. Hinduja. It also upheld the framing of charges of fabrication of documents under Section 465 of the Indian Penal Code against the Swedish company, AB Bofors, which supplied the howitzer field 155 MM guns. The court asked the trial court to proceed with the trial on February 23 in respect of these charges.

Pronouncing the 115-page judgment, Justice J.D. Kapoor said: "The facts of the case itself show that so far as the public servants — Rajiv Gandhi and S.K. Bhatnagar [since dead] — are concerned, 16 years of investigation by a premier agency of the country — the Central Bureau of Investigation — could not unearth a scintilla of evidence against them for having accepted bribe/illegal gratification in awarding the contract in favour of A.B. Bofors, now rechristened Kartongen Kemi Ochi Forvaltning AB, which had won the bid to supply 410 guns to the country."

"All efforts by the CBI ended in a fiasco as they could not lay hand upon any secret or known account of these public servants where the alleged money might have found its abode either in Swiss banks or any other bank or vault," Mr. Justice Kapoor said.

"Charges for the offences punishable under Sections 120B (criminal conspiracy) of the Indian Penal Code (IPC) and Section 5 (2) read with Section 5 (1)

A special moment for me, says Sonia: Page 11

(d) of the Prevention of Corruption Act, 1947, and Section 165A (public servant obtaining valuable thing, without consideration, from a person concerned in any proceeding or business transacted by such public servant) read with 161 (accepting gratification other than legal remuneration) against the petitioners for having entered into a criminal conspiracy with the public servants to cheat the Government of India and having abetted the public servants to commit criminal conduct by abusing their official position and taken illegal gratification for awarding the contract are quashed," the judgment said.

However, Mr. Justice Kapoor gave credit to the CBI for tracing the money received as "commission" by middlemen/agents — "Win Chadha [since dead], the Italian businessman, Ottavio Quattrocchi, and the Hinduja brothers — employed by Bofors for negotiating the contract.

Therefore, Mr. Justice Kapoor ordered the trial of the three Hinduja brothers "for having entered into a criminal conspiracy to cheat the Government of India by fraudulently and dishonestly representing that there were no agents involved in the negotiation for the contract, and further that the price quoted was the reduced price proportionate to the amount of commission they would have otherwise paid to the agents."

Mr. Justice Kapoor said: "The middlemen induced the Government of India to award the contract in favour of Bofors and caused wrongful loss the Government to the extent of the amount Bofors would have paid as commission to the agents — the Hinduja brothers, Win Chadha and Quattrocchi."

A.B. Bofors, Mr. Justice Kapoor said, would face trial for the offence punishable under Section 465 of IPC (forgery) for having made false documents saying that there were no middlemen in the deal.

He ordered that the charges against the Hinduja brothers, Martin Ardbo, then chief of A.B. Bofors, and Quattrocchi shall be framed by the Chief Metropolitan Magistrate as the offences under the Prevention of Corruption Act against the accused had been quashed by this court.

All the accused would appear before the CMM on February 23 for further proceedings, the judgment said. Since Quattrocchi and Ardbo are absconding, they would face trial when they appear before the court.

The Special Judge for CBI cases here, Prem Kumar, had framed the charges against all the living accused persons in 2002. He had also passed certain observations on the role and alleged culpability of Rajiv Gandhi.

The Hinduja brothers and A.B. Bofors had challenged his orders in the High Court.

The FIR in the case had been lodged in 1989 when V.P. Singh was Prime Minister. The CBI had filed a chargesheet in the case in 1999.

Later, it filed a supplementary chargesheet against the three Hinduja brothers.

THE HINDU FEB 2004

Tried, hanged, found innocent

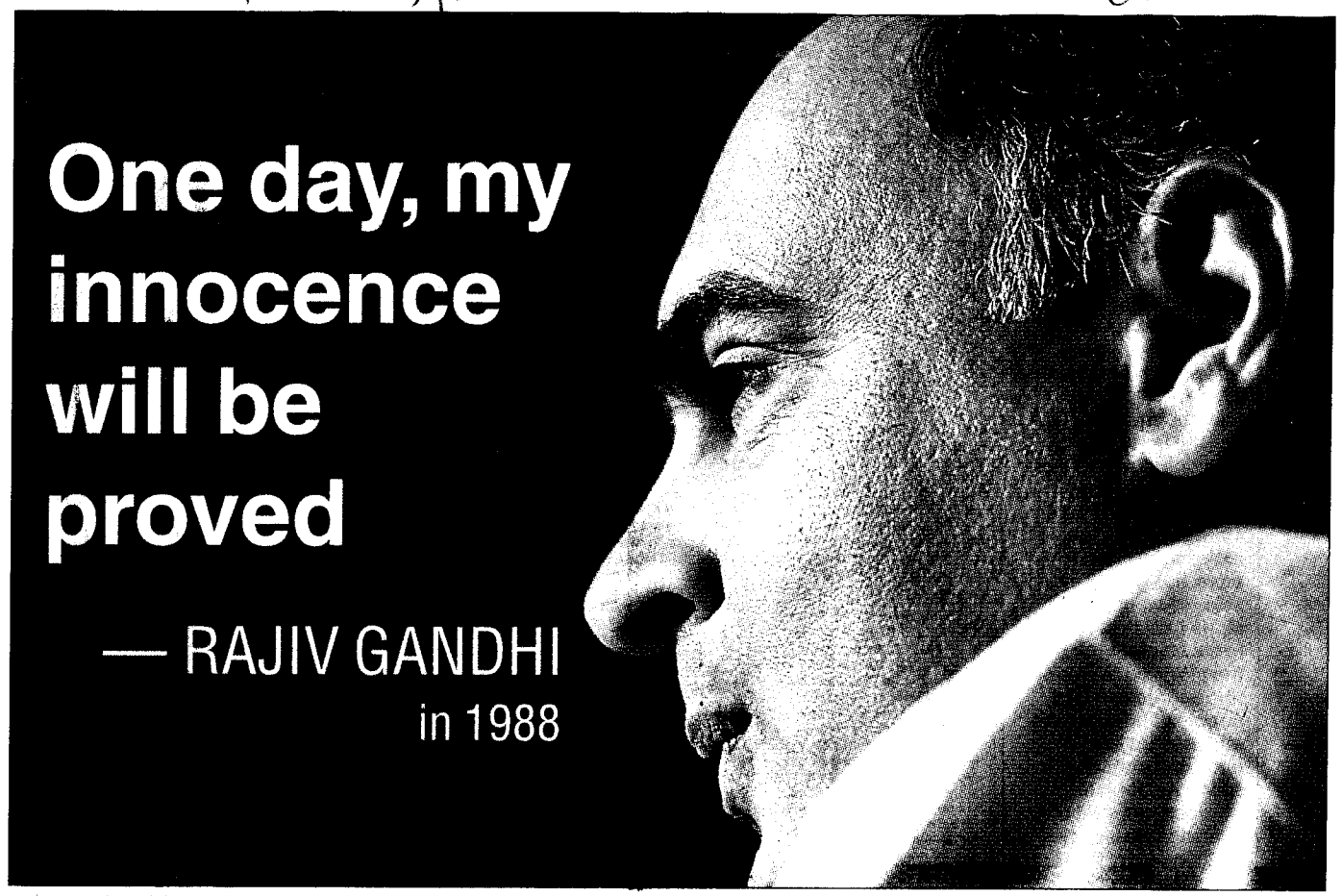

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

New Delhi, Feb. 4: Declared innocent: 13 years after death.

Former Prime Minister Rajiv Gandhi was today exonerated by Delhi High Court in the Rs 64-crore Bofors scam.

"Ultimately, the truth has prevailed," Sonia Gandhi said.

Justice J.D. Kapoor said in his judgment: "So far as public servants, namely the late Rajiv Gandhi and the late (defence secretary) S.K. Bhatnagar are concerned, 16 long years of investigation by a premier agency of the country... could not unearth a scintilla of evidence against them for having accepted bribe/illegal gratification in awarding the contract in favour of Bofors."

Castigating the CBI, the judge said it could not collect any "evidence to show that public servants had taken bribe in awarding the contract to AB Bofors". Even the special judge who had framed the charges against the accused was not spared.

Kapoor, however, ordered that charges be framed against the three Hinduja brothers — Srichand, Gopichand and Prakashchand — for entering into a criminal conspiracy to cheat the government "by fraudulently and dishonestly representing that there were no agents involved in the negotiation for the contract and further that the price quoted was reduced proportionate to the amount of commission they would have otherwise paid to the agents".

These would be under the Indian Penal Code, but the judge dashed the framing of charges against them under the Prevention of Corruption Act, an order the CBI is going to contest in the Supreme Court.

Bofors was let off on criminal conspiracy and cheating, but it would be charged with falsifying documents.

The CBI, though managing to track down the commission Bofors allegedly paid to the agents — Win Chadha, Ottavio Quattrocchi and the Hindujas — could not collect evidence to link public servants to any payoffs.

Three of the accused, Rajiv Gandhi, S.K. Bhatnagar and Win Chadha, are no more.

The Bofors payoff allegations gathered such strength during the latter years of Rajiv Gandhi's rule that it resulted in the Congress losing the 1989 elections. Almost at every election time since, the scandal reared its head as parties opposed to the Congress dredged it up.

"(We have gone through) 17 years of abuse. 17 years of vilification and worst character assassination throughout these 17 years," Sonia said, as another election approaches.

Justice Kapoor's order said there was no evidence to suggest either Rajiv Gandhi or S.K. Bhatnagar "used direct or indirect influence on anybody... for the award of contract to Bofors or as to price".

"The CBI is like a drowning person clutching a flimsy straw by introducing the doctrine of 'misusing an official position'" since it failed to collect any evidence.

The court ruled that the trial of the Hindujas, Bofors, its chief Martin Ardbo and Quattrocchi would be conducted by a chief metropolitan magistrate instead of the special judge who was trying the case earlier. **(See Page 8)**

Relief rings loud, but political gun silent

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

New Delhi, Feb. 4: Sonia Gandhi and her family today stood cleansed of allegations that had stuck for 17 years.

"One day, my innocence will be proved," she recalled Rajiv Gandhi as having said in the thick of the Bofors controversy in Parliament, adding that her husband had been vindicated.

As news of Rajiv Gandhi's exoneration in the Bofors case came in, she said — with Rahul and Priyanka by her side — "It was a very special moment for us".

"Seventeen years of vilification.... All of us have tolerated this all these years but ultimately the truth has prevailed," she said.

If that showed the relief of a family — because celebration may not quite be in order — Sonia lost the opportunity to proclaim the victory in Parliament that she addressed a few hours earlier, speaking of a series of scandals that have taken place during BJP rule.

Participating in the debate on the interim budget, she listed the scams of the past five years as she launched an attack on the government's "feel-good" campaign.

But if she missed the chance of telling Parliament how her husband had been proved innocent, the curious coincidence of the Bofors verdict coming on a day she spoke about this government's alleged misdeeds showed in stark contrast how the Opposition had used the allegations against Rajiv Gandhi to telling effect and how ineffectual the Congress has been when presented with a similar opportunity.

The list of scams produced by her today is evidence of the opportunities the Congress had of making financial wrongdoing the centre of the election campaign that is coming up — as the BJP and other Opposition parties had done before the 1989 polls that Rajiv Gandhi lost.

Instead, the Congress has allowed the BJP to snatch the initiative with its high-voltage campaign about a so-called "feel-good factor".

In her speech, Sonia mentioned the scams, but almost as an aside.

Congress spokesman S. Jaipal Reddy, however, said: "These scams will be our talking points for the election campaign. In a democracy, that is the best we can do to inform the people."

Late evening, Sonia stepped in to seize the opportunity. Speaking at the farewell meeting of the Congress Parliamentary Party executive, she said the verdict would rejuvenate the rank and file.

Later, she was asked by reporters if she expected an apology from those who ran the Bofors campaign. "We cannot expect an apology," Sonia replied.

But if the leadership had realised the historic opportunity to shed the corruption taint stuck on it since the Bofors days, it would not have allowed the evening media briefing to pass off so uneventfully.

It fielded Satyabrata Chaturvedi, a spokesperson, and all that he could say was that the party's position stood "vindicated".

SCAM SEVEN

Scandals listed by Sonia against the BJP-led government

- Tehelka disclosures about corruption in defence deals
- Misdemeanours in petrol pump allotment under petroleum minister Ram Naik
- Prime plots in Delhi given to Sangh parivar outfits
- Second stock market scam with broker Ketan Parekh at the centre
- Collapse of the Unit 64 scheme affecting millions of investors
- CD showing BJP minister Dilip Singh Judeo accepting money
- Allegation of improper advance of loans by Hudco to companies

FEB 2004

THE TELEGRAPH ▶ 5 FEB 2004

THE TIMES OF INDIA • A FEB 2001

CBI tortured suicide victims, allege friends

By Dipak Mishra and Abdul Qadir
TIMES NEWS NETWORK

Katari (Gaya): Even though the CBI has denied torture and disowned responsibility for Sunday's suicides by two suspects in the Satyendra Dubey killing case, bereaved family members and friends of the deceased suspects have come out with hair-raising details of their torture during CBI interrogation.

Dubey, an engineer working on the PM's Golden Quadrilateral road project, was found murdered in Gaya, 100 km from Patna, on November 27 last year. Mukkadar Paswan and Sheonath Kumar Sah, the two suspects in the case, committed suicide this Sunday after several rounds of grilling by the CBI, which is probing Dubey's murder.

Babloo, Rajesh, Binod and Chhotu Raut—all friends of Mukkadar and Sah—alleged on Tuesday that the CBI sleuths used to repeatedly pour petrol into Mukkadar and Sah's rectum during interrogation. Ganesh Paswan, Mukkadar's brother, even threatened to embrace extremism to avenge his innocent brother's death.

Babloo runs a telephone booth at Katari, Rajesh is an employee of the Food Corporation of India, Chhotu is a Bajrang Dal activist while Binod is a BA student of a college in Gaya. Babloo and Rajesh, too, were quizzed by the CBI.

Talking to TNN, Babloo and Chhotu said that they would immolate themselves in a public place to prove their friend's innocence and the highhandedness of the investigating agency and the local police. "Both Mukkadar and Sheonath had confided in me how the CBI officials undressed them, poured petrol into the rectum and forced them to sit on a vertically placed stick," a visibly angry Babloo recalled.

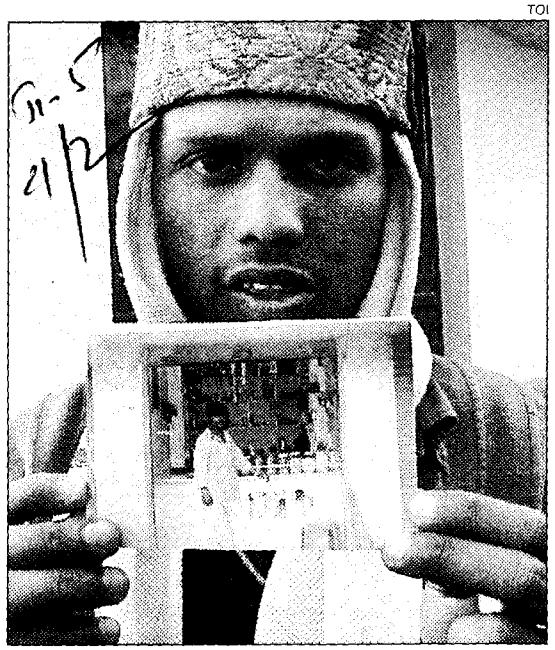
TOI

Sheonath's brother Biswanath Sah holds up his brother's photograph

Mukkadar and Sheonath's friends told TNN that the final blow came when the CBI sleuths threatened the duo with lifting their womenfolk and raping them in their presence. According to Babloo, Mukkadar met him at around 6 on Sunday evening, hugged him and wept. "He told me enough is enough and that he can no longer confront the CBI," Babloo said.

The villagers of Katari, known in police records as a den for robbers and petty criminals, were very angry at a junior police officer of Chandauti police station, Nanku Ram. "Nanku Ram had once threatened Mukkadar to fix him and it was he who led the CBI to Mukkadar," one villager said.

The villagers hailed Mukkadar and Sah as "shaheed". In fact, a makeshift memorial has come up at the local Ambedkar Chowk.

Meanwhile, even as the CBI claimed it has shifted its team from Gaya to Dhanbad for the time being following the suicides, Gaya SP Sanjay Singh said the team had not been shifted for security reasons. "As far as I know they went to Dhanbad for further investigations," Mr Singh told TNN.

Employees at the IB guest house, where the CBI officials had put up, said the officials left on Sunday saying they were going to Dhanbad and would return in the evening. "So far they have not returned," one employee told TNN on Tuesday evening.

Suicide by suspects gives Dubey case a new turn

Ashok K. Mishra
PATNA 2 FEBRUARY

THE murder of the National Highway Authority of India (NHAI) engineer Mr Satyendra Dubey at Gaya on November 27 — who had dared to blow the whistle on corruption in the Bihar leg of the Golden Quadrilateral project — had led to an outrage that eventually forced the Centre to order a CBI probe into the killing. But now the suicide committed by the two suspects of the Dubey murder case at Gaya on February 1 has added altogether a new controversy to the case.

Doubts are now being raised as to whether the two suspects were actually poisoned to death by those responsible for the killing of Mr Dubey, or whether the two actually killed themselves after facing torture at the hands of the CBI. Worse still, the vanishing act of another key witness Pradip has not helped the matters for the Central Bureau of Investigation.

According to the Gaya SP, Mr Sanjay Singh, the two suspects Shivnath Kumar Sao and Mukendra Paswan died after consuming poison in Gaya on Sunday. But Mr Baijnath Sao, the father of one of the deceased, Shivnath Kumar Sao, filed an FIR with the Chandoti police station claiming that the continued torture by the CBI officials forced his son to commit suicide.

The convenor of the Bajrang Dal, Chothu Paswan, who claimed that both Mr Paswan and Mr Sao were Bajrang Dal activists, also said the duo had committed suicide after being tortured. Not surprisingly, the Bajrang Dal launched protests in Gaya on Monday.

The Gaya SP conceded that the two had criminal antecedents, however, the Gaya police denied that the two were being interrogated by the CBI on the recommendations of the Gaya police, as claimed by the CBI. RJD chief Laloo Prasad Yadav suspected a conspiracy behind the suicide of the two witness. "It is possible that the two were forced to consume poison by those who are actually involved in the murder of Dubey," Mr Yadav said.

The Economic Times 3 FEB 2000

CBI to probe President, CJ warrant scam

Our Legal Correspondent

NEW DELHI, Jan. 29. — The Supreme Court (coram, Khare, CJ, Sinha, Kapadia, JJ) today directed the CBI to inquire into the Ahmedabad magistrate's purported order, issuing bailable warrants against the President, the Chief Justice and a judge and a senior counsel of the Supreme Court, and submit a report to it by 6 February.

The court issued the order after hearing the submissions of a private TV channel which got the warrants, returnable by 17 February, issued from Court No 10 of Ahmedabad's Meghaninagar court complex on 15 January after paying a bribe of Rs 40,000 to three lawyers.

The channel was represented in the matter by senior counsel Mr Harish Salve.

The court also issued notices in this regard to the Union, the CBI, the state of Gujarat and Gujarat High Court. It also issued notices to magistrate Mr Brahm Bhatt, the purported complainant, and the three lawyers involved in the matter.

The court ordered that all the records of the case summoned from Gujarat as well as the documents and the video tape of the entire operation submitted before it by petitioner should be handed over to the CBI for the inquiry. "However, this doesn't preclude the High Court from taking disciplinary action against the judicial officer involved in the matter," the court said.

The court examined the translated version of the documents relating to the order in detail and heard Mr Salve before issuing the directions.

Making his submissions, Mr Salve drew the court's attention to the purported complaint, under Sections 406 and 420 of the IPC, which formed the basis of the warrants and the purported evidence of a witness recorded in the case.

He said the complaint purported to relate to the alleged failure of the four persons, against whom the warrants were issued, to deliver gold despite taking money for it. "The four not only did not deliver the gold but threatened to kill me," Mr Salve said quoting the complaint registered by one Suresh Jethalal Sanghvi.

"This is ludicrous," Mr Salve told the court. He also handed over the original receipts of all the documents relating to the judicial order and the video cassettes of the sting operation.

The Chief Justice expressed concern over the fact that these things had been continuing in Gujarat for quite some time and there were no checks on it. "Look at what is happening.... Time has come to become strict, otherwise nothing will remain."

He also sought the attorney-general's suggestions on safeguards to check this menace. Mr Soli Sorabjee, accepting the notices on behalf of the Union, expressed concern over the problem and agreed to come up with suggestions on how to deal with the problem on 6 February.

Magistrate suspended

AHMEDABAD, Jan. 29.— Gujarat High court today suspended Metropolitan Magistrate Mr MS Brahmbhatt of court no. 10 of Meghaninagar complex for issuing bailable warrants against the President, Chief Justice of India, a sitting judge of the Supreme Court and a former president of its the bar association.

A *Zee* cameraman and reporter were today attacked in the Meghaninagar court complex by a group of advocates. The cameraman, Subodh Vyas, was injured and his camera was burnt. Some other journalists were also manhandled. — SNS

THE STATESMAN 30 JAN 2004

Cash-for-MLA case: Jogi son grilled by CBI

HT Correspondent
New Delhi, January 21

THE CBI on Wednesday questioned Amit Jogi, son of former Chhattisgrah Chief Minister Ajit Jogi, in connection with the cash- for-MLAs case. The CBI had also questioned the former CM on Saturday in the same case.

The CBI has registered a case under the Prevention of Corruption Act and criminal conspiracy against Jogi, his son and the defected BJP MP P.R. Khunte.

The Central Bureau of Investigation had issued noticed to Amit on two occasions earlier but he failed to turn up. Amit was questioned for more than three hours by the CBI's Special Crime division.

Sources said the CBI could again summon Jogi and his son as they required some more details on other aspects.

The CBI has also taken a voice sample and finger prints of Jogi.

Finger prints of Amit were also taken on Wednesday after the questioning.

Amit, CBI sources added, was also questioned about the funding of the amount worth nearly Rs 40 lakh that was paid to Chhattisgarh BJP MLA Virendra Pandey and MP Baliram Bhagat allegedly by Jogi and his son to engineer a defection in the BJP legislature party.

Initially, the case was registered by the Anti-Corruption Bureau of the Raipur Police but was subsequently transferred to the CBI.

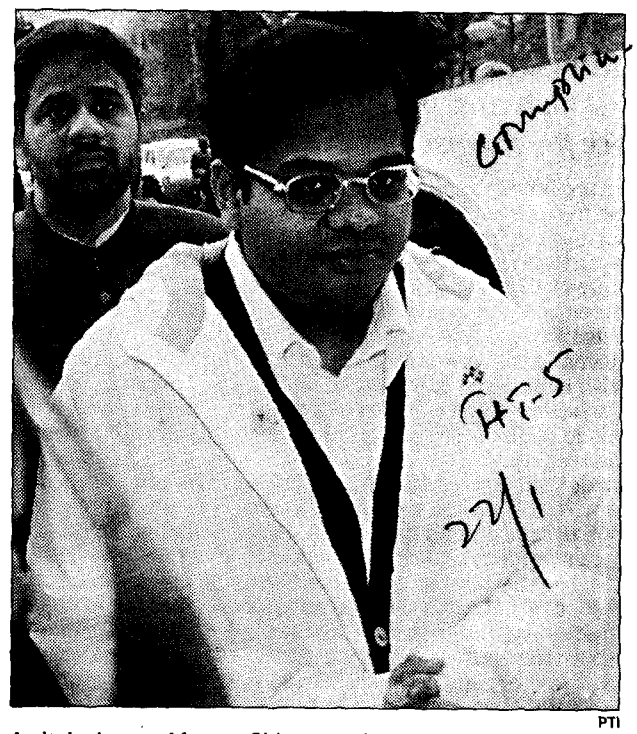

PTI

Amit Jogi, son of former Chhattisgarh Chief Minister Ajit Jogi, arrives at the CBI headquarters in New Delhi on Wednesday.

HINDUSTAN TIMES 22 JAN 2004

Sameer Bhujbal to face SIT today

TIMES NEWS NETWORK

Mumbai: Sameer Bhujbal, nephew of former deputy chief minister Chhagan Bhujbal, arrived in Mumbai on Sunday evening.

He will present himself before the special investigation team (SIT) probing the multi-crore fake stamp scam at its Worli office at 11 a.m. on Monday morning, said senior counsel P.R. Vakil, who has been engaged by Mr Bhujbal in the matter.

The SIT summoned Mr Bhujbal after its interrogation of senior Mumbai police officials revealed a big transfer racket in the home ministry, which was headed by his uncle until recently.

Investigations revealed that the scam's kingpin Abdul Karim Telgi had allegedly influenced some senior police and Mantralaya officials to get a few police officials transferred out of Mumbai.

Mr Sameer Bhujbal will also be questioned for his alleged proximity to certain Mumbai crime branch officers as well as NCP party worker Antim Totla. Totla's interrogation recently suggested that his petrochemical business that he ran along with his brother-in-law, Prakash Jagate, could have been funded by Telgi.

The SIT had twice summoned Mr Bhujbal, but he had failed to make an appearance. The first summons was on on January 5 in connection with the probe. However, he sent a reply through his advocate Pervez Rustom Khan, asking for time until January 19.

The SIT, however, gave him a Janaury 14 deadline, saying his presence was crucial for early completion of the probe into the scam. Mr Bhujbal once again failed to keep this appointment with the SIT on the designated day.

However, on Saturday, Mr Kkhan sent a fax to the SIT, informing them that Mr Bhujbal would finally arrive in the city on Sunday and appear before the investigating team at the SIT's Worli office on Monday morning.

THE TIMES OF INDIA 19 JAN 2004

More stamp cases for CBI

Rajnish Sharma and Archis Mohan
New Delhi, January 10

IN A move aimed at detecting the entire network of Abdul Karim Telgi in the capital, Delhi Police on Friday transferred two more crucial cases to the CBI. The total seizure in the two cases, registered at Daryaganj and Hauz Khas police stations, was more than Rs 200 crore.

The cases will be investigated by the agency's Economic Offences Wing, which is also investigating the case registered in connection with the security breach at the Indian Security Press, Nashik. The CBI has already arrested 10 officials of the ISP and Railway Protection Force in connection with this case.

Sources said the request for the transfer of cases was forwarded by Delhi Police, which, in the past, had sent a similar case registered with the Kalkaji police station to the CBI. It is suspected that Telgi, who had been operating in the capital since 1994, had an organised network dealing in fake stamps and revenue papers. It is suspected that Telgi had a weekly income of Rs 20 lakh from Delhi alone.

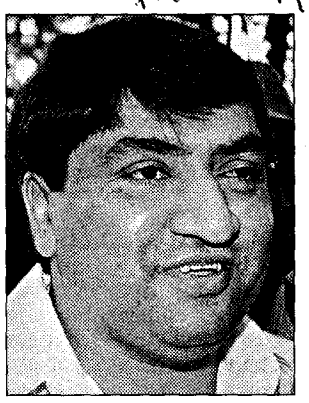

Abdul Karim Telgi

Even though the city police had made significant progress in the cases, including identifying Telgi's eight bank accounts in Delhi, the cases have primarily been transferred in view of their inter-state ramifications.

City police sources said another reason for the transfer of the cases was the recent arrest of Inspector Puran Singh who was investigating one of the cases. "In view of this arrest, there were allegations that the police was trying to protect some more officers who might be involved in the scam. The CBI probe will be totally impartial", a senior police official said.

Police chief R.S. Gupta, however, has already gone on record claiming that no other city police official had any links with Telgi. Though negligence by some of these officials during investigations has not been ruled out. Now, only one case related to Telgi is pending with Delhi Police.

Reshuffle in defence unit

HT Corres
New Delhi,

THE THREE [illegible] Services appeared to be playing musical chairs in right earnest, with Lieutenant-General R.N. Kapur taking over as Deputy Chief of the Integrated Defence Staff (Doctrine, Organisation & Training).

Lt-Gen. Kapur succeeds Air Marshal GCS Rajwar in the IDS set-up, where he's now one of the four deputy chiefs. The other three deputy chiefs, from different Services, look after planning, operations, intelligence and doctrine.

All senior-level posts in the Integrated Defence Staff set-up are rotated among the three Services.

The post of Chief of the Integrated Defence Staff has recently gone to the Navy after the retirement of Lt-Gen. P.S. Joshi, who was the first to occupy this post.

11 JAN 2004

THE HIDUSTAN TIMES 11 JAN 2004

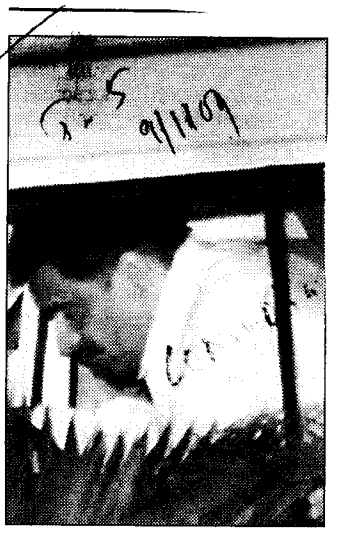

Sawant in a police vehicle after his arrest. (PTI)

Shootout master in custody

OUR CORRESPONDENT

Mumbai, Jan. 8: The man known in Mumbai as the "guru of encounters" has been remanded in police custody till January 12 after being arrested yesterday on charges of shielding stamp scam kingpin Abdul Karim Telgi.

Deputy commissioner of police Pradeep Sawant, who is alleged to have protected and patronised three corrupt junior officers with links to Telgi, has been held under the Maharashtra Control of Organised Crime Act.

Sleuths of the anti-corruption bureau and the special investigation team today raided Sawant's residence and office. Two teams searched his residence in central Mumbai, while another searched his office at the special branch in south Mumbai.

The arrest of Sawant, who has almost 300 encounter killings under his belt, by the SIT is said to have dealt a blow to the gangs of Chhota Rajan, Chhota Shakeel, Abu Salem and Arun Gawli and sent shockwaves through police circles.

However, governor Mohammad Fazal said in Nagpur that the "real puppeteers still remained under cover". Fazal has often spoken publicly about the need to unmask those who actually played the tune to which Telgi danced. "Only puppets have been arrested till now and the real puppeteers are still at large," Fazal said.

The governor has been a vociferous supporter of a CBI inquiry into the scam. A group of policemen probing their own colleagues cannot do justice to the case, he said. "It has to be investigated by an independent agency," he has argued. Fazal had earlier sent a couple of letters to chief minister Sushil Kumar Shinde and asked for a CBI probe.

Fazal's remarks have irritated policemen and politicians. "The governor is well respected but the SIT is doing its job and such remarks by a dignitary will only bring down the morale of the police force," said a senior police officer.

THE TELEGRAPH 9 JAN 2004

BJP demands arrest of Roshan Baig

Bangalore: The BJP on Wednesday demanded the immediate arrest of former Karnataka minister R. Roshan Baig for his alleged involvement in the multi-crore stamp-paper scam.

It also demanded impounding of passport, confiscation of property and seizure of bank accounts of Baig, who resigned on Sunday following the allegations against him.

Participating in a debate after speaker M.V. Venkatappa disallowed an adjournment motion moved on the issue by opposition parties, BJP leader Jagadish Shettar said there were lapses on the part of chief minister S.M. Krishna and home minister M. Mallikarjun Kharge in handling the case.

He said criminal cases should have been slapped against Baig and he should have been arrested two years ago after one of the scam accused, Mohammed Ahmed Salik, revealed his (Baig's) involvement during a polygraph test.

Shettar questioned the delay by the state in handing over the probe to the CBI and its failure even now to notify its decision to refer the matter to the CBI.

He wanted the government to reveal the amount of funds that went into the Reach Foundation headed by Baig and its sources.

All India Progressive Janata Dal's B. Somashekhar, however, asked why Baig was being made the scapegoat as the revenue portfolio was being handled by some other minister. He demanded that the government make public the names of ministers involved in the scam.

Earlier, the BJP, AIPJD, JD-U and JD-S moved an adjournment motion seeking discussion on the issue. When the house met for the day, Shettar, P.G.R. Sindhia (JD-S) and Somashekhar wanted the speaker to suspend the question hour and permit debate.

Intervening in the matter, home minister Kharge said the government was prepared for a full-fledged debate and it was left to the discretion of the chair to decide under which rule it should be taken up.

Venkatappa ruled that he had disallowed the adjournment motion and converted it under Rule 69 (matters of public importance).

Intervening during the discussion, minister for Indian system of medicine Nafeeza Fazal alleged that the Centre was responsible for the scam as the Indian Security Press was under its control and it was not correct to accuse the Karnataka government. PTI

CBI seeks Telgi's warrant

TIMES NEWS NETWORK AND PTI

Ahmedabad: The Central Bureau of Investigation (CBI), probing the multi-crore fake stamp paper scam, on Wednesday applied for a warrant to produce kingpin Abdul Karim Telgi at a local court here, prosecution sources said.

The CBI filed an application to secure the production warrant before chief metropolitan magistrate N.B. Raneksha as the court had earler said that Telgi could be produced on or before January 7 by the agency probing the fake stamp paper case registered here.

CBI counsel Abdul Rashid Shaikh said Telgi could not be produced before the city magistate on Wednesday as the Karnataka government has invoked section 268 crpc against him, prohibiting his removal from the Bangalore central jail. When contacted, the chief jailor of Bangalore jail, Kariappa, told TNN, "We have orders from the Karnataka government not to move Telgi out of the jail premises, so there is no question of bringing him to Gujarat". This order came in February 2003, he added.

Shaikh however, said he was hopeful that Telgi would be produced here some time in March. No advocate appeared on behelf of Telgi.

Telgi's name cropped up in the case here after the CBI had busted a fake stamp paper racket that was being carried out from a private residence in Ghatlodia area. It was allegedly being run by Sabbir Ahmed Mustak Shaikh, Khalid Shaikh Badani and Sadik Ibrahim Hudli who are all in judicial custody in Karnataka.

Interestingly, the Karnataka government has already announced that it would hand over their Telgi-related cases to the CBI. "However, there has been no official communique on this yet", said a CBI source.

The CBI currently has five cases pertaining to fake stamps and stamp paper scams in their purview of which the ones registered in Nashik and Gujarat were alleged to have a Telgi link, according to sources.

THE TIMES OF INDIA 8 JAN 2004

Vigilance panel to probe anonymous complaints

Aloke Tikku in New Delhi

Jan. 4. — Another Satyendra Dubey may not need to divulge his identity and risk retribution. If he has got his facts right, he can send an anonymous complaint to the CVC or vigilance officers and expect them to act on the complaint.

The Central Vigilance Commission has made exceptions to the "Trash anonymous complaints rule" that enable the CVC and government departments to investigate verifiable facts in anonymous and pseudonymous complaints. The Dubey case — he is alleged to have been killed because the government did not keep his identity a secret — however, did not prompt the CVC to change its mind.

As the then central vigilance commissioner Mr N Vittal had developed a distaste for anonymous and pseudonymous complaints that were often made to harass honest officials and issued a directive in 1999 that barred the government from investigating such complaints. In January last year, the CVC reiterated this instruction, pointing to instances of some organisations investigating such complaints on the plea that the allegations were verifiable.

"The instruction of the commission does not permit this line of action... It is hereby reiterated that, under no circumstance, should any investigation be commenced or action initiated on anonymous/ pseudonymous complaints: these should be invariably filed," a directive issued by the commission in January 2002 said. A change in guard at the commission in September last year — Mr P Shankar replaced Mr N Vittal as the central vigilance commissioner and two new faces, Mr HS Dora and Mr Janaki Vallab, joined as vigilance commissioners — is possible responsible for the change in stand.

In a directive to all chief vigilance officers in September — three months before Dubey was killed — the CVC said that once it sought a report on a complaint, departments and organisations "should treat it as a signed complaint though on the face of it the complaint may be anonymous or pseudonymous". Clarifications, if required, could be obtained from the complainant as part of the inquiry into the matter, the office order said.

The ground, though, was set in October last year when the CVC first lifted the ban on government departments investigating anonymous complaints on the condition that it took the CVC's concurrence.

"The Commission... reiterates that no action is to be taken by the departments/ organisations, as a general rule, on anonymous/ pseudonymous complaints received by them. However, if any department/ organisation proposes to look into any verifiable facts alleged in such complaints, it may refer the matter to the Commission seeking its concurrence through the CVO or head of the organisation, irrespective of the level of employees involved therein," the commission said in its 11 October 2002 directive.

The fresh directive issued in September this year took this reversal a step forward, making it clear that the new CVC was not averse to getting anonymous and pseudonymous complaints investigated if it appeared that the contents of the letter exposed corruption.

5 JAN 2004

THE STATESMAN 5 JAN 20

Karnataka minister quits over stamp scam

Statesman News Service

BANGALORE, Jan. 4. — Karnataka's minister for small scale industries Mr Roshan Beg today submitted his resignation to chief minister Mr SM Krishna following allegations about his involvement in the fake stamp paper scam. The resignation comes 24 hours before the commencement of the Assembly session.

Confusion, however, prevails over the resignation with top confirming it and Karnataka Pradesh Congress Committee chief Mr Janardan Poojary asserting otherwise. At a hurriedly convened press meet, he insisted that Mr Beg had not put in his papers yet. When contacted again, government officials reiterated that Mr Beg had, indeed, submitted his resignation to the chief minister this morning.

The state BJP had alleged Mr Beg's involvement with Abdul Telgi, the main scam accused. Also, the surrender and subsequent arrest of the minister's brother, Rehan Beg, by the special investigation team on 21 December had given the Opposition enough reason to come down heavily on the government.

Telgi kin remand

PUNE, Jan. 4. — Tabrez Telgi, nephew of Abdul Karim Telgi, the prime accused in the multi-crore fake stamp paper racket, arrested in connection with the case, was today produced before the holiday court which remanded him to police custody till January 18. Pressing for his police custody, the chief public prosecutor Raja Thakre said Tabrez was a proclaimed offender whose custodial interrogation would reveal vital information. — PTI

Ever since Telgi was arrested by state Stampit from Ajmer on 7 November 2001, Mr Roshan Beg's name had been cropping up in relation to the scam. Though the minister had vehemently denied the charges including issuing a denial in the Assembly, the Opposition remained unconvinced.

Incidentally, the minister's decision to submit his resignation comes barely a week after the Krishna government, affecting a volte face, decided to hand over the stamp paper scam probe to the CBI. Earlier, the Congress government had been resisting such a move, maintaining the state police was competent enough to handle the probe. With the government suddenly changing its stance, it was but common knowledge that Mr Krishna's next step would be to seek Mr Beg's resignation. The resignation letter, at the time of filing this report, was yet to be forwarded to the Governor.

An official source, however, said that Mr Krishna had obtained the resignation letter as early as last week, anticipating an Opposition onslaught in the Assembly. The chief minister's move to seek Mr Beg's resignation, on the direction of the Congress New Delhi brass, was brought about by the arrest of his brother Rehan Beg. Though Rehan Beg has been denying his involvement in the scam or association with Telgi, Mr R Sri Kumar, additional director general of police and in charge of the Stampit told The Statesman "we have evidence to prove his involvement with Telgi."

The state BJP yesterday released what it claimed to be evidence to prove the involvement of Roshan Beg in the scam. Releasing a report, purported to be from the Forensic Sciences Lab, the party claimed that polygraph tests on Mohammed Salik, one of the scam accused, had proved that the minister was in regular contact with Telgi.

THE STATESMAN 5 JAN 2004